অষ্টাবিংশের সংহতি

২৮তম বিসিএস ফোরাম

৭ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে

১ম সংখ্যা * ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

২৮তম বিসিএস ফোরাম

সম্পাদনা পর্ষদ

অষ্টাবিংশের সংহতি

সম্পাদনা উপদেষ্টা	:	**মোঃ কামরুল ইসলাম** সভাপতি, ২৮তম বিসিএস ফোরাম **সৈয়দ ইফতেহার আলী** সাধারণ সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম
প্রধান সম্পাদক	:	**মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ** সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম ও সভাপতি, প্রকাশনা উপকমিটি
সদস্য সচিব	:	**ডা. মোঃ আব্দুল মুমিত সরকার** সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২৮তম বিসিএস ফোরাম
সম্পাদনা সহযোগী	:	**ডা. মধুসূদন মন্ডল** **মোঃ গালিব হোসেন** **মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ** **রাজিব দাস** **মোঃ রাজিব হোসেন** **ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম**
প্রকাশনায়	:	২৮তম বিসিএস ফোরাম E-mail: info@28bcs.org www.28bcs.org
প্রকাশকাল	:	০৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি:
প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ	:	গ্রাফনেট লিমিটেড ৯৫ খান টাওয়ার, নয়াপল্টন ঢাকা ০১৭১৫০১১৩০৩, E-mail: graphnet@gmail.com
ইভেন্ট পার্টনার	:	মাটি কমিউনিকেশন

উৎসর্গ

মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী
বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

সরকারি কর্মচারীগণ জনগণের সেবক

সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়। তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কাঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার ঘাড়ে চাপে, আমার সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপে। এজন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, আমার অনুরোধ রইল, আমার আদেশ রইল, আপনারা মানুষের সেবা করুন। মানুষের সেবার মতো শান্তি দুনিয়ায় আরি কিছুতেই হয় না। একটা গরিব যদি হাত তুলে আপনাকে দোয়া করে, আল্লাহ সেটা কবুল করে নেন। এজন্য কোনো দিন যেন গরিব-দুঃখীর ওপর, কোনোও দিন যারা অত্যাচার করেনি, তাদের ওপর অত্যাচার না হয়। যদি হয়, আমাদের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
০১ ডিসেম্বর ২০১৭

২৮তম বিসিএস ফোরামের ৭ম বর্ষপূর্তিতে ফোরামের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ে তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের রয়েছে নিবিড় সংযোগ। ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ কে সামনে রেখে বর্তমান সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের এসব কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দকে সততা, দক্ষতা ও সর্বোপরি পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সিভিল সার্ভিসের প্রতিটি সদস্যকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সব সময় জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমি আশা করি ২৮তম বিসিএস ফোরাম আন্তঃক্যাডার যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের কর্মপরিকল্পনা দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন ও একটি সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অধিকতর ভূমিকা রাখবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন– জাতি তা প্রত্যাশা করে।

আমি ২৮তম বিসিএস ফোরামের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল হামিদ

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
৯ ডিসেম্বর ২০১৭

২৮তম বিসিএস ফোরাম ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে যোগদানের ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিসিএস ২৮তম ব্যাচের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সরকার একটি দক্ষ, কার্যকর এবং গতিশীল সিভিল সার্ভিস সৃষ্টিতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা সরকারি অফিসে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করেছি। দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রায় ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু করেছি। এর ফলে তথ্যপ্রাপ্তির সকল সুযোগ-সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

আমরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বহুগুণে বাড়িয়েছি। ৮ম পে-স্কেলের মাধ্যমে ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি। সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের জন্য বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদানের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে সিভিল সার্ভিসের সামর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়ক ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে। আমি আশা করি, ২৮তম বিসিএস-এর সদস্যবৃন্দ সর্বোচ্চ দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবেন।

আমি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-এর ২৮তম ব্যাচের সদস্যবৃন্দের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ মাঘ ১৪২৩
১৩ নভেম্বর ২০১৭

২৮তম বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ '২৮তম বিসিএস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং ফোরামের সকল সদস্যকে জানাই অভিনন্দন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ক্যাডার সার্ভিসের অবস্থান যেখানে শুধুমাত্র সৎ, মেধাবী এবং দক্ষরাই নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, গ্রহণ করেছে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রকল্প। তবে সরকারি কর্মকান্ড সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতা। এজন্য আন্তঃক্যাডার যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির কোনো বিকল্প নেই। এ সংগঠনের মাধ্যমে ক্যাডারের সদস্যবৃন্দের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২৮তম বিসিএস ফোরাম তাদের ৭ম বর্ষপূর্তিতে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে তাদের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

২৮তম বিসিএস ফোরামের তথা এর সকল সদস্যবৃন্দের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি

বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়

২৮ মাঘ ১৪২৩
১৩ নভেম্বর ২০১৭

২৮তম বিসিএস ফোরাম ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' নামে স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি ২৮তম বিসিএস ফোরামের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই এবং স্মরণিকা প্রকাশের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

লক্ষ লক্ষ প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অধিকতর মেধাবী ও দক্ষরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ও ভিশন-২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, গ্রহণ করেছে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রকল্প। তবে সরকারের এ উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহের মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন । এ জন্য সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারসমূহের মধ্যে যোগাযোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির কোনো বিকল্প নেই। ২৮তম বিসিএস ফোরাম ৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপনের মাধ্যমে আন্তঃক্যাডার সহযোগিতা ও পারস্পারিক সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি সরকারের কর্মপরিকল্পনাকে সফলভাবে বাস্তবায়নে আগামী দিনগুলোতে অধিকতর অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

২৮তম বিসিএস ফোরামের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সভাপতি
২৮তম বিসিএস ফোরাম

বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের ইতিহাসে ২৮তম বিসিএস ব্যতিক্রমী একটি ব্যাচ। আমরা একঝাঁক তরুণমুখ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুদীর্ঘ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১০ এদেশের সিভিল সার্ভিসে যোগদান করি। ইতিমধ্যে চাকরিজীবনের সপ্তম বর্ষ সফলতার সাথে সমাপ্ত করে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছি। দেশের সর্বত্র ২৮তম ব্যাচের দুই হাজারেরও বেশি সদস্য জনকল্যাণ আর জনসেবায় সুনামের সাথে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। প্রজাতন্ত্রের মহান দায়িত্ব পালনে সর্বদা আমরা নিজেদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা, মেধা, মনন আর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছি।

'২৮তম বিসিএস ফোরাম' এই ব্যাচের ২৬টি ক্যাডারের দুই হাজারের বেশি সদস্যের পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন আর পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উৎকৃষ্ট একটি স্থান। প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক কল্যাণে ফোরাম প্রতিনিয়ত সচেষ্ট আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

১ ডিসেম্বর ২০১৭ আমাদের চাকরিজীবনের সপ্তম বর্ষপূর্তি আর অষ্টম বর্ষবরণ উপলক্ষে '২৮তম বিসিএস ফোরাম' এর পক্ষ হতে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' নামে একটি স্মরণিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আশা করছি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রকাশনাটি সুন্দর আর সুখপাঠ্য হবে। 'অষ্টাবিংশের সংহতি' প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সপ্তম বর্ষপূর্তি সফল হোক, এই কামনায়–

মোঃ কামরুল ইসলাম
বিসিএস (পুলিশ)
এডিসি (ফাইন্যান্স), ডিএমপি

বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাধারণ সম্পাদক
২৮তম বিসিএস ফোরাম

২৮তম বিসিএস-এর সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমি এ ব্যাচের সকল বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিসিএস কর্মকর্তাগণ দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৮তম বিসিএস-এর সকল বিভাগের ক্যাডার কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন কার্যক্রমে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে দেশপ্রেম এবং দায়িত্বশীলতায় অবদান রেখে যাচ্ছেন।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ২৮তম বিসিএস-এর দুই হাজার জন (প্রায়) কর্মকর্তা সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দায়িত্বশীল পদে কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা সকলেই একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন, যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। দেশের জনসমষ্টির মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা উত্তরণের ক্ষেত্রে ২৮তম বিসিএস কর্মকর্তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

আমি আশা করছি, দেশের বিভিন্ন দপ্তরে ২৮তম বিসিএস এর কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাদের মান-মর্যদা অক্ষুণ্ন রেখে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে আরও অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

আমি সকল কর্মকর্তাকে আবারও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ২৮তম বিসিএস-এর সকল ক্যাডার কর্মকর্তার উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সৈয়দ ইফতেহার আলী
বিসিএস (আনসার)
উপপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সম্পাদকীয়

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সভাপতি
'অষ্টাবিংশের সংহতি' প্রকাশনা
কমিটি- ২০১৭

২৮তম বিসিএস-এর ৭ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'অষ্টাবিংশের সংহতি', যা ২৮তম বিসিএস (অল ক্যাডার) ফোরামের সদস্যদের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি আন্তঃক্যাডার সম্প্রীতি জোরদার ও সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা রাখি। বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। বলা হয়ে থাকে, Communication is money' সে প্রেক্ষাপটে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' ফোরামের সদস্যদের পেশাদারিত, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্র রচনা করবে এবং অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকে সহজতর করবে।

দেশ সেবার মহান ব্রত নিয়ে ১ ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রি শুরু হয়েছিল ২৮তম বিসিএস (২৬ ক্যাডারে প্রায় দুই হাজার কর্মকর্তা) -এর পথচলা। দেখতে না দেখতেই ২৮তম বিসিএস-এর সাত বছর পূর্ণ হয়ে গেল, পদার্পণ করল ৮ম বছরে। ৭ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই 'অষ্টাবিংশের সংহতি' প্রকাশের সম্মিলিত প্রয়াস। ২৮তম বিসিএস ফোরাম স্মরণিকার ১ম সংখ্যা সম্পাদনা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্পাদনা পর্ষদের সকল সদস্যের প্রতি যাঁদের সহযোগিতায় 'অষ্টাবিংশের সংহতি' আলোর মুখ দেখছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ফোরাম সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইফতেহার আলী, জনাব ডা. আব্দুল মুমিত সরকার ও জনাব গালিব হোসেন-এর প্রতি, যাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতীত স্মরণিকা প্রকাশ সম্ভব হতো না।

ফোরামের সদস্যবৃন্দ যাঁরা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও তথ্যসমৃদ্ধ লেখা দিয়ে স্মরণিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর্থিক সহায়তা দানের জন্য সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা ও অনুদান প্রদানকারী সকল কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করায় মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে। সেজন্য অনিচ্ছাকৃত ভুলের প্রতি সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ২৮তম বিসিএস ফোরামের ৭ম বর্ষপূর্তি ও স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, সম্মানিত জনপ্রশাসন সচিব ড. মো. মোজাম্মেল হক খানের প্রতি, যাঁদের মূল্যবান বাণী এই স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে আমাদেরকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেছে।

'অষ্টাবিংশের সংহতি' হোক ২৮তম বিসিএস ফোরামের বন্ধুত্বের সোপান এবং আন্তঃক্যাডার দূরত্ব ও বৈষম্য নিরসনের হাতিয়ার। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন ও অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'অষ্টাবিংশের সংহতি' ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করি। ২৮তম বিসিএস ফোরামের সম্মানিত সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

সফলতায় ভরে উঠুক ৭ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রতিটি ক্ষণ।

মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ
সরকারি কুমুদিনী কলেজ, টাঙ্গাইল

যাদের হারিয়েছি

ডা. মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল
বিসিএস (স্বাস্থ্য)

ডা. মোঃ রাশেদুল ইসলাম রাসেল ২০০৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। ২৮তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার অফিসার হিসেবে সহকারী সার্জন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১০ মার্চ ২০১১ তারিখ সকালে নিজ জেলা রাজশাহী থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার সময়ে রাজশাহী-চাঁপাই মহাসড়কে তাকে বহনকারী অটোর সাথে এক বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তিনি মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

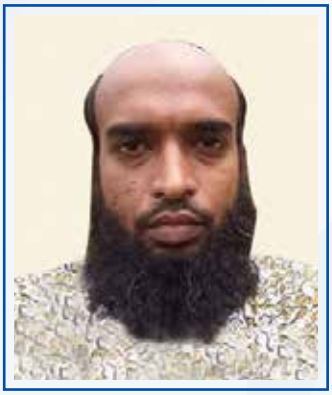

মোঃ রবিউল ইসলাম
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

মোঃ রবিউল ইসলাম ১২ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে নঁওগা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৮তম বিসিএস পরীক্ষয় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার অফিসার হিসেবে রাজশাহী সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

আ স ম মেহেদি হাসান

বিসিএস (কর)

আ স ম মেহেদি হাসান ১২ই ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ২৮তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

কমিটি

সভাপতি
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (অর্থ)
ডিএমপি, ঢাকা

সহ-সভাপতি
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আহসান হাবীব
বিসিএস (গণপূর্ত)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত উপ-বিভাগ, ঢাকা

সহ-সভাপতি
বিসিএস (প্রশাসন)

সহ-সভাপতি
খন্দকার মুহাম্মদ রাশেদ ইফতেখার
বিসিএস (কৃষি)

সহ-সভাপতি
নাজমুন নাহার
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
সরকারি এম ডব্লিউ কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

সহ-সভাপতি
মোঃ শরীফ মাহমুদ
বিসিএস (তথ্য)
জনসংযোগ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সাধারণ সম্পাদক
সৈয়দ ইফতেহার আলী
বিসিএস (আনসার)
উপপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ডা. মধুসূদন মন্ডল
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস কোর্স (ইউরোলজি)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ
বিসিএস (ইকোনমিক)
সহকারী প্রধান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
শাহেন শাহ মাহমুদ
বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
ডিএমপি (উত্তরা জোন), ঢাকা

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার হায়দার কামরুজ্জামান
বিসিএস (সওজ)

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
ডা. নিতীশ কৃষ্ণ দাস
বিসিএস (স্বাস্থ্য-ডেন্টাল)
জুনিয়র কনসালটেন্ট (ডেন্টিস্ট্রি), শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ গালিব হোসেন
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ
ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
ডা. এম আশিক আওয়াল
বিসিএস (স্বাস্থ্য-ডেন্টাল) ওএসডি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

কোষাধ্যক্ষ
তাপস কুমার চন্দ
বিসিএস (কর)
উপ-কর কমিশনার
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা

সহ-কোষাধ্যক্ষ
রাজিব দাস
বিসিএস (পুলিশ)
এডিসি, ডিএমপি, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা
সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা

দপ্তর সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবিল আয়াম
বিসিএস (গণপূর্ত)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, স্যার সলিমুল্লাহ
মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত উপ-বিভাগ, ঢাকা

সহ-দপ্তর সম্পাদক
মোঃ আব্দুল কাদের খান
বিসিএস (খাদ্য)
উপ-খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পাবনা

প্রচার সম্পাদক
মোঃ আমিরুল ইসলাম
বিসিএস (পুলিশ)
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ওয়েলফেয়ার এন্ড পেনশন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা

সহ-প্রচার সম্পাদক
আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক
বিসিএস (তথ্য)

তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রাজিবুল ইসলাম
বিসিএস (গণপূর্ত)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পঞ্চগড়
গণপূর্ত উপ-বিভাগ, পঞ্চগড়

সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
মোঃ আব্দুল মান্নান
বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)
পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
মুন্সিগঞ্জ সদর

শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক
সরকার মোহাম্মদ খায়রুল আলম
বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা)
উপ-প্রকল্প পরিচালক, আরবান রিজিলিয়েন্স প্রকল্প, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

সহ-শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক
মোঃ কামরুল হাসান
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সংযুক্ত কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তর, ঢাকা

সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ
বিসিএস (শিক্ষা)
প্রভাষক, দর্শন বিভাগ
সরকারি কুমদিনী কলেজ, টাঙ্গাইল

সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
ডা. মোঃ আব্দুল মুমিত সরকার
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর
বিসিএস (কৃষি)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
বিসিএস (ডাক)
সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা

ক্রীড়া সম্পাদক
সাইয়ীদ ফাহ্‌দ আল করিম
বিসিএস (কর)
উপ-কর কমিশনার, সদর দপ্তর (প্রশাসন)
কর অঞ্চল- ১১, ঢাকা

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক
বিসিএস (প্রশাসন)

সমাজকল্যাণ সম্পাদক
ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
মেডিকেল অফিসার
জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা

সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক
মোঃ আশরাফুল ইসলাম
বিসিএস (সমবায়)
জেলা সমবায় কর্মকর্তা
নরসিংদী

আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
তাহ্‌লীল দেলাওয়ার মুন
বিসিএস (পররাষ্ট্র)
সিনিয়র সহকারী সচিব (জাতিসংঘ অনুবিভাগ), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
বিসিএস (কাস্টমস)
উপ-কমিশনার কাস্টমস, এক্সসাইজ এন্ড ভ্যাট, লালবাগ ডিভিশন, ঢাকা

আইন বিষয়ক সম্পাদক
বিসিএস (প্রশাসন)

সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক
ডা. রাহাতুন নাঈম ম্যাগলিন
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
জুনিয়র কনসালটেন্ট
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স এন্ড হসপিটাল, ঢাকা

স্বাস্থ্য সম্পাদক
ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
রেসিডেন্ট, নাক কান গলা ও হেড নেক সার্জারি বিভাগ, ঢামেক হাসপাতাল

সহ-স্বাস্থ্য সম্পাদক
ডা. মোঃ শাহরিন তরফদার
বিসিএস (স্বাস্থ্য-ডেন্টাল)
জুনিয়র কনসালটেন্ট (ডেন্টিস্ট্রি)
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল

প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ রেজাউল করিম
বিসিএস (রেলওয়ে)
বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী, লোকো, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম

সহ-প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ তানভীর হোসেন
বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)
উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী,
বাংলাদেশ সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা

কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
মুহাম্মদ বদরুল আলম শাহীন
বিসিএস (মৎস্য)
সহকারী প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক
মোঃ বশিরুল-আল-মামুন
বিসিএস (বন)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা

নির্বাহী সদস্য
রাজিব হোসেন
বিসিএস (আনসার)
উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদরদপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
বিসিএস (প্রশাসন)

নির্বাহী সদস্য
ডা. মোঃ হাবিবুল্লাহ ফুয়াদ
বিসিএস (স্বাস্থ্য)
ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
শরফুদ্দিন মুহাঃ আবু ইউসুফ
বিসিএস (শিক্ষা)
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার

নির্বাহী সদস্য
নাজমুন নাহার
অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার
(ট্রাফিক-পূর্ব) ডিএমপি, ঢাকা
ডিএমপি, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার এ ইচ এম খালেকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী, গবেষণা ও উন্নয়ন
বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

নির্বাহী সদস্য
আব্দুর রহিম
বিসিএস (বাণিজ্য)
উপ-নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম-নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা

নির্বাহী সদস্য
আমিনুর ইসলাম
বিসিএস (কৃষি)

নির্বাহী সদস্য
মোঃ আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া
বিসিএস (ইকোনমিক)

নির্বাহী সদস্য
সাইফুল ইসলাম
বিসিএস (মৎস্য)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার
মধুখালী, ফরিদপুর

নির্বাহী সদস্য
মোঃ মোকছেদ হোসেন
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার
বান্দরবান

নির্বাহী সদস্য
মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
বিসিএস (কাস্টমস)
উপ-কমিশনার, কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম

নির্বাহী সদস্য
এ কে এম শামসুজ্জামান
বিসিএস (কর)
উপ-কর কমিশনার, সদর দপ্তর (প্রশাসন)
নারায়ণগঞ্জ

সার্চ কমিটি

২৮তম বিসিএস ফোরামের প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে গঠিত সার্চ কমিটি

প্রতিনিধির নাম	ক্যাডারের নাম
জনাব পিন্টু বেপারী	বিসিএস (প্রশাসন)
জনাব আমিনুর ইসলাম	বিসিএস (কৃষি)
জনাব রাজিব হোসেন	বিসিএস (আনসার)
সরকার মোহাম্মদ খায়রুল আলম	বিসিএস (হিসাব ও নিরীক্ষা)
জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	বিসিএস (সমবায়)
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	বিসিএস (কাস্টমস)
জনাব ডা. আশিক আওয়াল	বিসিএস (ডেন্টাল)
জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া	বিসিএস (ইকোনমিক)
জনাব মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা)
জনাব বদরুল আলম শাহীন	বিসিএস (মৎস্য)
জনাব মোঃ আবদুল কাদের	বিসিএস (খাদ্য)
জনাব তাহলৌীল দেলাওয়ার মুন	বিসিএস (পররাষ্ট্র)
জনাব মোঃ বশিরুল আল মামুন	বিসিএস (বন)
জনাব ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম	বিসিএস (স্বাস্থ্য)
জনাব মোকছেদ হোসেন	বিসিএস (তথ্য)
জনাব রাজিব দাস	বিসিএস (পুলিশ)
জনাব মাসুদ পারভেজ	বিসিএস (ডাক)
জনাব ইঞ্জিনিয়ার সালাহউদ্দিন	বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)
জনাব ইঞ্জিনিয়ার রাজিবুল ইসলাম	বিসিএস (গণপূর্ত)
জনাব ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম রানা	বিসিএস (রেলওয়ে)
জনাব ইঞ্জিনিয়ার হায়দার কামরুজ্জামান	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)
জনাব সাইয়ীদ ফাহ্‌দ আল করিম	বিসিএস (কর)
জনাব আব্দুর রহিম	বিসিএস (বাণিজ্য)

এক নজরে ২৮

২৮তম বিসিএস - লিপিবদ্ধ দিনপঞ্জী

২৮তম বিসিএস পরীক্ষার প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে যোগদানের মাঝে পার হতে হয়েছে অনেকগুলো ধাপ, কেটেছে অনেকগুলো দিন, হয়েছে অনেক ঘটনার ঘনঘটা। ফিরে দেখা যাক জ্বলজ্বল করা সেসব উজ্জ্বল দিন।

২৩/০১/২০০৮ - ২৮তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;

২৮/১১/২০০৮ - প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত - মোট ১২০৯৪৬ জন আবেদনকারী;

০১/০২/২০০৯ - প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ - ১১৭৮৮ জন প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত;

৩০/০৩/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ;

১৫/০৪/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার সকল কেন্দ্রের হলো ও আসন ব্যবস্থা প্রকাশ;

৩০/০৪/২০০৯ থেকে ১২/০৫/২০০৯ - আবশ্যিক বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

২৪/০৫/২০০৯ থেকে ০২/০৬/২০০৯ - পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

০২/০৯/২০০৯ - লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ - ৫৮৮১ জন উত্তীর্ণ;

০৮/০৯/২০০৯ থেকে - মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ;

০৪/১০/২০০৯ থেকে ১০/০১/২০১০ - মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

০৩/০৬/২০১০ - ২৮তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ - ৫১০৫ জন উত্তীর্ণ, এর মধ্যে ২১৯০ জন ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশকৃত;

১১/০৭/২০১০ - স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচী প্রকাশ;

০৮/০৮/২০১০ থেকে ২৬/০৮/২০১০ - স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত;

২৫/১০/২০১০ - সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নব-নিয়োগ শাখা কর্তৃক নিয়োগ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ - ২০৮২ জনকে নিয়োগ প্রদান;

২৮/১০/২০১০ - নিয়োগ প্রজ্ঞাপনের গেজেট প্রকাশ;

০১/১২/২০১০ - ২৮তম বিসিএসে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান।

অবশেষে দীর্ঘ ২ বছর ১০ মাস ৯ দিনের পথ পরিক্রমা শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন তারুণ্যে ঝলমল এক ঝাঁক গর্বিত উৎসাহী কর্মকর্তা। সে গর্ব সে উৎসাহ আজো সমান বেগে বহমান। আপামর জনসাধারণের উন্নয়ন ও সার্বিকভাবে প্রজাতন্ত্রের ক্রমোন্নতিতে আরো অনেক বছর এই কর্মকর্তাগণ মূল্যবান অবদান রাখবেন, এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।

তথ্য সংকলনে:

ডা. মাসরুর-উর-রহমান আবীর, সহকারী রেজিস্ট্রার, প্লাস্টিক সার্জারি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

সূচিপত্র

সিভিল সার্ভিস ও কিছু কথা	তাপস কুমার চন্দ	২২
অযুত বিড়ম্বনা: আরাধ্য বিসিএস	মাসরুর-উর-রহমান আবীর	২৬
প্রথম পুনর্মিলনী, অজস্রবারের প্রত্যাশা	মোহাম্মদ হেফজুর রহমান	২৯
নবীর দেশে পনেরো দিন	মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ	৩২
ঢাকার জ্যাম	ডা. মোঃ আব্দুল মুমিত সরকার	৩৫
পঁচিশের মহাবিপর্যয় জীবন রহমান তারিখ: ১২/১১/৩৬২২৫ খ্রিস্টাব্দ	এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম	৩৮
কিছু ভয়ংকর সুন্দর ফুল	ডা. এম. আশিক আউয়াল	৪০
আমার আপন আরশি-৩	সুজন দেবনাথ	৪৩
অপ্রেমের সাতকাহন	কামাল আহমেদ মুন্না	৪৮
জ্যোৎস্না	ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম	৫১
Geo-politics: Challenges and Opportunities The Bangladesh perspective	Mohammad Shahidul Islam	৫২
Recognition of Disregarded Spirit (Kazi Nazrul Islam's Upekhkhito Shaktir Udhbodhon)	Translated by Noor-E-Alam	৫৬
স্বাধীনতার পটভূমি	মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ	৫৭
বিদায় বিলাপ (একটি স্মৃতিচারণা)	ডা.মধুসূদন মন্ডল	৫৮
যাত্রা পথে	নাজমুন আরা সুলতানা	৫৯
আজও মনে পড়ে	ডা. নিশাত রিজওয়ানা আশরাফী	৬০
প্রিয় স্বাধীনতা আমার	জাহিদা বেগম	৬১
স্বাধীনতা আছে বলেই	এনামুল খান	৬২
অনুকাব্য	মোহাম্মদ মোবারক হোসেন	৬৩

পরিশিষ্ট

গঠনতন্ত্র: ২৮তম বিসিএস ফোরাম	৬৪
ফটো গ্যালারি	৭৩

সিভিল সার্ভিস ও কিছু কথা

তাপস কুমার চন্দ

একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারীদের নিয়ে সিভিল সার্ভিস গঠিত হয়। সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের বলা হয় সিভিল সার্ভেন্ট (Civil Servant) বা সুশীল সেবক।

সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ সরকার এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। তাঁরা সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি নাগরিকদের অবহিত করেন এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধাসহ নানা সমস্যা ও চাহিদার বিষয়সমূহ সরকারকে উপস্থাপন করেন। সিভিল সার্ভিসের সহযোগিতায় সরকার তার দায়িত্ব পালন করে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সিভিল সার্ভিসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Civil Service is the combination of all branches of public service concerned with all governmental administrative functions other than legislative, Judicial and Military functions."

"Civil Service is responsible for the public administration of the government of a country. It excludes the legislative, Judicial and Military branches. Members of the Civil Service have no official political allegiance."

ভারতীয় উপমহাদেশের দেশসমূহে সিভিল সার্ভিস বলতে সকল বেসামরিক কর্মচারীকে না বুঝিয়ে শুধুমাত্র উচ্চতর সার্ভিস বা ক্যাডার সার্ভিসসমূহকে বোঝায়। মোগল সম্রাট আকবরকে (Emperor Akbar) উপমহাদেশে নামবিহীন অথবা অঘোষিত সিভিল সার্ভিসের জনক এবং ভারতের স্বাধীনতা হরণকারী হিসেবে আখ্যায়িত হলেও লর্ড কর্নওয়ালিশকে (Lord Cornwallis) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনক বলা হয়।

প্রাচীন আমলে সিভিল সার্ভিস

২২১-২০৭ খ্রিস্টপূর্ব: প্রায় আড়াই হাজারের বেশি বছর আগে চীনে সর্বপ্রথম সিভিল সার্ভিস পদ্ধতি গড়ে ওঠে, যা Imperial Exam নামে পরিচিত। চীনের কুইন রাজবংশ (Qin Dynasty) কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র গড়ে তোলে।

১৩৪ খ্রিস্টপূর্ব: চীনের হ্যান রাজবংশের (Han Dynasty) সম্রাট উ হ্যান (Emperor Wu of Han) XIAOLIAN (Filal and Incorrupt) পদ্ধতিতে আমলা বাছাই/নিয়োগ প্রথা চালু করেন।

৫৮১ খ্রিস্টাব্দ: চীনের সুই রাজবংশের (Sui Dynasty) সম্রাট ওয়েন (Emperor Wen of Sui) সর্বপ্রথম সিভিল সার্ভিসের নিয়োগের লিখিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেন।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দ: চীনের ট্যাং রাজবংশের (Tang Dynasty) শাসনকালে সিভিল সার্ভিসে দক্ষ আমলা নিয়োগের উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে শিক্ষামূলক স্কুল ব্যবস্থা চালু হয়। এ সময় আমলা নিয়োগের পরীক্ষার খাতা কোডিং-এর ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

৯৬০-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ: চীনের সং রাজবংশের (Song Dynasty) শাসনকালে সমগ্র চীনে সিভিল সার্ভিসে যোগদানে আগ্রহী মেধাবীদের জন্য প্রস্তুতিমূলক স্কুল ব্যবস্থা, পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেন।

ব্রিটিশ আমলে ভারত উপমহাদেশে সিভিল সার্ভিস

প্রথম পর্বের মার্কেন্টাইল সিভিল সার্ভিস (১৬০১-১৭৫৭)

১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ: ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে কোম্পানির 'সিভিলিয়ান' কর্মচারীদের নাম হিসেবে ভারত উপমহাদেশের 'মার্কেন্টাইল সিভিল সার্ভিস' তথা 'সিভিল সার্ভিস' নামের গোড়াপত্তন হয়।

১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ: পদ সোপান এবং পদোন্নতি পদ্ধতি চালু।

দ্বিতীয় পর্বের মার্কেন্টাইল সিভিল সার্ভিস (১৭৫৭-১৭৬৫)

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ: অফিসিয়াল রেকর্ডে 'Civil Servant' টার্মটির প্রথম ব্যবহার

দ্বৈত শাসনের সিভিল সার্ভিস (১৭৬৫-১৭৭২)

মার্কেন্টাইল সিভিল সার্ভিস ও প্রশাসনিক সিভিল সার্ভিস মিলে দ্বৈত শাসনের সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করা হয়।

কোভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিস (১৭৭২-১৮০৫)

দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের জন্য শপথনামা/অঙ্গীকারনামা এবং কর্মচারীদের জন্য মুচলেকার বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে কোভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিস (Covenanted Civil Service) প্রবর্তন।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ: প্রশাসনিক সিভিল সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক সূচনা।

কোভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিস (১৮০৬-১৮৫৪)

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ: প্রশিক্ষণের জন্য ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের হেইলবারিতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ: ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম রহিতকরণ।

কোভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিস (১৮৫৫ - ১৮৫৮)

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ: ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রচলন।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ: ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের অধিকার রহিত।

কোভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিস (১৮৫৯ - ১৮৯৩)

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ: ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ: পদোন্নতির জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ: ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পাশাপাশি মার্কেন্টাইল সিভিল সার্ভিসের বিলুপ্তি।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ: গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড লিটন কর্তৃক বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ: প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস চালু (যেমন: বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস)।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (১৮৯৩-১৯৪৪)

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ: কোভেনেন্টেড সিভিল সার্ভিস নামটি বিলুপ্ত করে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) নাম প্রবর্তন।

পাকিস্তান আমলের সিভিল সার্ভিস

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ: পাকিস্তান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস পরবর্তীতে সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (Civil Service of Pakistan - CSP) প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস হিসেবে পূর্ববঙ্গ সিভিল সার্ভিস (East Bengal Civil Service – EBCS)

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ: পূর্ববঙ্গ হতে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণের কারণে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের নাম পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (East Pakistan Civil Service – EPCS) রূপান্তর

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কথা

১৯৭১, ২৬ মার্চ: বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন (স্বাধীন বাংলাদেশের বিবেচনায়)

১৯৭১, ১০ এপ্রিল: বাংলাদেশের বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কার্যক্রম শুরু (আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের কার্যক্রম)

১৯৭২: স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের নাম 'সুপিরিয়র পোস্টস সার্ভিস/ সুপিরিয়র সার্ভিস;

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 'সুপিরিয়র সার্ভিস' হলো প্রশাসন সার্ভিস, ফরেন সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিস, অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস, কাস্টমস সার্ভিস, এক্সাইজ সার্ভিস, পোস্টাল সার্ভিস, রেলওয়ে সার্ভিস, ইনফরমেশন সার্ভিস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস, ইমপোর্টস এন্ড এক্সপোর্টস সার্ভিস, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস, বানিজ্যিক সার্ভিস, স্বাস্থ্য সার্ভিস, শিক্ষা সার্ভিস ।

১৯৮০: সুপিরিয়র সার্ভিস' হতে 'বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস"

১৯৮০, ১ সেপ্টেম্বর: 'বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসেস (পুনর্গঠন) আদেশ, ১৯৮০ দ্বারা ১৪টি মূল ক্যাডারের অধীনে ৩০টি সাব -ক্যাডার সার্ভিসের নাম উল্লেখ করা হয় ।

ক্যাডার	সাব-ক্যাডার
বিসিএস (প্রশাসন)	ক. প্রশাসনিক খ. খাদ্য
বিসিএস (কৃষি)	ক. কৃষি খ. বন গ. মৎস্য
বিসিএস (শিক্ষা)	ক. সাধারণ শিক্ষা খ. কারিগরি শিক্ষা
বিসিএস (অর্থনীতি ও বাণিজ্য)	ক. অর্থনীতি খ. বাণিজ্য গ. পরিসংখ্যান
বিসিএস (প্রকৌশল)	ক. গণপূর্ত খ. জনস্বাস্থ্য গ. সড়ক ও জনপথ ঘ. টেলিযোগাযোগ
বিসিএস (অর্থ)	ক. হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব খ. বহিঃ শুল্ক ও আবগারী গ. কর
বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক)	
বিসিএস (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা)	
বিসিএস (তথ্য)	
বিসিএস (বিচার)	
বিসিএস (ডাক)	
বিসিএস (আইন প্রয়োগ)	ক. পুলিশ খ. আনসার
বিসিএস (রেলপথ)	ক. পরিবহন ও বাণিজ্যিক খ. প্রকৌশল
বিসিএস (সচিবালয়)	

১৯৮২ , মে: 'বিসিএস' নামে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ।

১৯৮২, সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নামে প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত ।

১৯৮৫, ২১ আগস্ট: 'বিসিএস (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা)' ক্যাডারকে ভেঙে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ও বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডার সৃষ্টি ।

১৯৮৫, ৪ ডিসেম্বর: বিসিএস (সমবায়) ক্যাডার-এর অন্তর্ভুক্তি ।

১৯৮৬, ৩১ আগস্ট: সাব-ক্যাডার তুলে দিয়ে ৩০টি ক্যাডারকে সিভিল সার্ভিস হিসেবে ঘোষণা ।

১৯৯২, ১৬ মাচ: বিসিএস (প্রশাসন) ও বিসিএস (সচিবালয়) ক্যাডারসমূহের একীভূতকরণ ।

২০০৭, ১ নভেম্বর: বিসিএস (বিচার) সিভিল সার্ভিসের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'জুডিশিয়াল সার্ভিস' নামে আলাদা সার্ভিসের সূচনা ।

২০০৭, খ্রিস্টাব্দ: বর্তমানে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যা ২৮ ।

বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (কৃষি), বিসিএস (আনসার), বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব), বিসিএস (সমবায়), বিসিএস (বহিঃ শুল্ক ও আবগারী), বিসিএস (অর্থনীতি), বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা), বিসিএস (মৎস্য), বিসিএস (খাদ্য), বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক), বিসিএস (বন), বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), বিসিএস (স্বাস্থ্য), বিসিএস (তথ্য), বিসিএস (পশু সম্পদ), বিসিএস (পুলিশ), বিসিএস (ডাক), বিসিএস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল), বিসিএস (গণপূর্ত), বিসিএস (রেলপথ প্রকৌশল), বিসিএস (সড়ক ও জনপথ), বিসিএস (রেলপথ পরিবহন ও বাণিজ্যিক), বিসিএস (পরিসংখ্যান), বিসিএস (কর), বিসিএস (কারিগরি শিক্ষা), বিসিএস (টেলিযোগাযোগ), বিসিএস (বাণিজ্য)

প্রস্তাবিত: বিসিএস (প্রশাসন) এবং বিসিএস (অর্থনীতি) ক্যাডারসমূহের একীভূতকরণ ।

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল সার্ভিস বিদ্যমান । পেশাদার সিভিল সার্ভিস একটি রাষ্ট্রের মূল্যবান সম্পদ । সিভিল সার্ভিসের গুরুত্ব বোঝাতে কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এটিকে সরকারের চতুর্থ অঙ্গ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন । তাই সৎ, মেধাবী, পেশাদার ও নিবেদিতপ্রাণ সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলা আমাদের একান্ত কাম্য ।

তথ্যসূত্র:

১. এ কে এম আব্দুল আউয়াল মজুমদার, মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস, মুক্তচিন্তা, ঢাকা ।

২. এটিএম শামসুল হুদা, ফিরে দেখা জীবন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ।

3. A.L.M. Abdur Rahman ndc, Bangladesh Civil Service: An Overview of Growth and Reform Agenda (Article Published in BPATC Journal, 2017)

4. Indian Civil Service (British India) - Wikipedia

৫. বাংলাপিডিয়া

লেখক: উপ-কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৪, ঢাকা ।

অযুত বিড়ম্বনা: আরাধ্য বিসিএস

মাসরুর-উর-রহমান আবীর

কয়েক বছর আগেও বিসিএস আমার স্বপ্নের গন্ডিতে ছিলো না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেছি ২০০৫ সালে। আমাদের ইন্টার্নশিপ শুরুর পরপরই ২৭তম বিসিএসের প্রজ্ঞাপন জারি হয়। আমার অধিকাংশ বন্ধুই বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু আমার কোনো বিকার নেই। বন্ধু শাতিল আমার জন্য ফরম কিনে নিয়ে এলো। এক টানে কোনোমতে পূরণ করে ওর হাতেই দিয়ে দিলাম জমা দেওয়ার জন্য। হলের প্রায় সব বন্ধু প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, আর আমি মনের সুখে ঘুরে বেড়াই। তবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য আমাকে আরমানিটোলা স্কুলে যেতে হবে শুনে খুব ভালো লেগেছে। শূন্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দুপুর ১২টার সময়ই পাশের বেচারাম দেউড়ী গিয়ে বন্ধু সুপিন আর জয়ন্তর সাথে ভরপেট নান্না মিয়ার মোরগ পোলাও খেয়ে ফজলে রাব্বি হলে ফিরেছিলাম। প্রিলিমিনারির ফলাফল প্রকাশের মুহূর্তে আমি গভীর ঘুমে অচেতন। শাতিলের ফোন পেয়ে ঘুম ভেঙে জানলাম, বিসিএস হয়নি। পরমুহূর্তেই আবার তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

২০০৭ এর শুরুতে অবৈতনিক চিকিৎসক হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে কাজ শুরুর পরে মনের ভাবনাগুলো একটু একটু করে পাল্টাতে থাকে। হাসপাতালে হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও সামান্য হাতখরচের জন্য আবার অন্য হাসপাতালে ডিউটি করতে হয়। কয়েক বছরের বড় ভাইদের সহকারী রেজিস্ট্রারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধ্যাপকের একান্ত সান্নিধ্যে অনেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে দেখে বেশ ভালো লাগে। আবার মনের জানালা দিয়ে সূক্ষ্ম এক বাসনা উঁকিঝুঁকি মারে, কোনোদিন বড় সরকারি হাসপাতালের বড় স্যার হবো না?

২০০৭-এর অক্টোবরে বিয়ে করলাম। স্ত্রী রাহাতুন নাঈম ম্যাগলিন তখন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের ইন্টার্ন। বিসিএসের ব্যাপারে তার অসীম আগ্রহ। বাবা এবং শ্বশুরের মতো সেও সরকারি মেডিকেল কলেজের বড় প্রফেসর হবে। আবেশ প্রক্রিয়ায় আমিও বিসিএস অর্জনের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলোাম।

২০০৮-এর শুরুতে ২৮তম বিসিএসের প্রজ্ঞাপন জারি হলো। দুজনে একসাথে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে ফরম পূরণ করলাম। পিএসসিতে বড় কাঠের বাক্সটার উপরের ফাঁকা দিয়ে ফরমভর্তি খাম দুটো ফেলার সময়ও মনের গভীরে কত অনিশ্চয়তা, শিরদাঁড়া বেয়ে কত শীতল চোরা স্রোত!

ডাক্তারদের এমবিবিএস পরবর্তী লেখাপড়ার আবশ্যিক তীর্থস্থান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট ক্যাফেটেরিয়ার ডাল পেটে না পড়লে নাকি কোনো ডিগ্রি অর্জনই সম্ভব না। এফসিপিএস, এমডি এমএস বা বিসিএস, সবকিছুর জন্যই ওই জলবৎ তরলং ডালের দাওয়াই লাগবেই। আমরাও এ বহুল প্রচারিত আপ্তবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস রেখে ওখানেই ঘাঁটি গাড়লাম।

প্রতিদিন সকাল পৌনে আটটায় ঘুম ঘুম চোখে গিয়ে শত শত বিদ্যার্থীর সাথে লাইনে দাড়াই। ঠিক আটটায় দরজা খুললেই হুড়াহুড়ি করে ফ্যানের নিচে লাইটের কাছে ভালো দুটো সিট দখল করি। এরপর বউ মহা উৎসাহে পড়তে বসে, আর আমি হয়তো সকালের এই পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মোটা মোটা বইয়ের উপরে মাথা রেখে একটু আয়েশ করে ঘুমাই।

প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লাইব্রেরিতে থাকি। বউকে অঙ্ক করাই, দুজনে একসাথে সাধারণ জ্ঞান পড়ি, বদখত সন-তারিখ মনে রাখার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝেই জাতীয় জাদুঘর দেখতে যাই, ক্যালিফোর্নিয়া ফ্রাইড চিকেন খেতে যাই, রিকশা নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরি। অক্টোবরে বিবাহিত জীবনের প্রথম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনে হঠাৎ সিদ্ধান্তে চলে গেলাম দার্জিলিং। ওই বিদেশ বিভূঁইয়ে বসে যখন এক মাস পরের পরীক্ষার তারিখ জানলাম, তখন হঠাৎ করেই দার্জিলিংয়ের ঠান্ডাটা একটু যেন বেশিই টের পেলাম।

২০০৮-এর নভেম্বরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিলাম। শেরেবাংলানগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে অনেক শঙ্কার অনেক উত্তেজনার অনেকগুলো মুহূর্ত। পরদিনের সংবাদপত্র দেখে উত্তর মেলাই। যাক, মনে হয় হয়ে যাবে। তবুও ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে যখন ফলাফল প্রকাশিত হলো, সেই এমবিবিএসের এতদিন পরে আরেকটি পরীক্ষা পাশ করার অনির্বচনীয় সুখ আর স্বস্তি পেলাম।

২০০৯ এর এপ্রিলে লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে। আমরা তখন সোবহানবাগে থাকি। আর সিট পড়েছে পাশেই ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলে। কী মজা! বাসা থেকে বের হয়ে পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাব পরীক্ষাকেন্দ্রে।

ঘরের পাশেই নিয়মিত পরীক্ষা দিচ্ছি। তিন ঘন্টা ধরে বাংলা ভাষায় একটানা লেখা যে কী কষ্ট, অনেক বছর পরে তা আবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আর তা যদি স্বকল্পিত স্বরচিত তথ্য-উপাত্ত দ্বারা পূর্ণ থাকে, তবে তা আরো বিড়ম্বনার জোগান দেয়। তবু নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সরকারের সর্বোচ্চ পরিমাণ সাদা কাগজের সদ্ব্যবহারে আমরা বরাবরই সচেষ্ট।

৭ মে ২০০৯ তারিখ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বিষয়াবলি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দিয়ে এসে পরদিন শুক্রবার সকালে আমার স্ত্রী হঠাৎ খেয়াল করল, ওর প্রবেশপত্রটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অভয় দিলাম, এটা কোনো ব্যাপারই না। একটু পরই পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে তালাবদ্ধ গেট অনুরোধ করে খুলিয়ে নির্দিষ্ট রুমে গিয়েও খুঁজলাম। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সহায়তায় ঝরা পাতা ছেঁড়া কাগজের স্তূপেও অনুসন্ধান চালানো হলো। সবই বৃথা। অমূল্য সে কাগজের টুকরো পুরোই নিরুদ্দেশ। ফোনে ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাথে কথা বললাম। তিনি আশ্বস্ত করলেন, প্রবেশপত্রের কপি নাকি পরীক্ষাকেন্দ্রেই আছে, ওটা দিয়েই পরীক্ষা দেওয়া যাবে। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে মোহাম্মদপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করে রাখলাম, আর পেন্সিলবক্সে গুছিয়ে রাখলাম পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

১০ মে ২০০৯ তারিখ রবিবার সকালে বেশ আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেও নিরাপত্তারক্ষীদের কড়াকড়িতে ভেতরে ঢুকতে পারছিলাম না। কাহিনির বিষদ বর্ণনা দিয়ে আর ওই স্যারকে ফোন করে আমার স্ত্রী ভেতরে ঢুকল। উদ্বিগ্ন আমি তখন বাইরে ঢিব ঢিব বুকে অপেক্ষমাণ। পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে কাঁদোকাঁদো স্ত্রী গেট থেকে বের হয়ে বলল, স্যারের অনেক অনুরোধের পরও পিএসসির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো ব্যাখ্যা শুনতে নারাজ, প্রবেশপত্রের অনুলিপি আনতেই হবে।

স্ত্রী বলছিল ও একাই পিএসসি যাবে, আমি যেন ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিই। কিন্তু তাই কি হয়! দুজনে রওনা দিলাম পিএসসি। নিষ্কম্প আমার বুকের ভেতরেও উন্মাতাল ঝড়। বিসিএসটা হাত ফসকে যাচ্ছে না তো!!

মিরপুর রোড মানিক মিয়া এভিনিউর চিরন্তন জ্যামের মধ্যেও আমাদের ড্রাইভার তাগড়া ঘোড়ার মতো গাড়ি ছোটাল। ট্রাফিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। এক দৌড়ে দোতলায় উঠে গেলাম। আমাদের ঘটনা শুনে ওখানকার লোকজন অসম্ভব আন্তরিক আচরণ করলেন। কোনোরকম যাচাইবাছাই ছাড়াই মাত্র পাঁচ মিনিটে নাম-ধাম সই-স্বাক্ষর সীল-ছাপ্পড়সহ ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ড প্রস্তুত।

নির্ধারিত সময়ের ৪০ মিনিট পরে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে নিজ নিজ রুমের নির্ধারিত বেঞ্চে গিয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি পরীক্ষা দিতে বসলাম, তখন মনে হলো আমাদের নিয়ে নিজেদের চেয়ে আশপাশের শুভানুধ্যায়ীরাই বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ঠিক পাশের আপা মৃদু হেসে অভয় দিলেন, নিশ্চিন্তে লেখা শুরু করেন, আমি তো আছিই!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পাশ করা ওই আপা একেবারে প্রথম দিনেই আমাকে বলেছিলেন, বাকি প্রতিদিন উনি আমার সহায় হবেন, শুধু গণিতের দিন আমি যেন ওনাকে না ভুলি। এর পর থেকে সংবিধানের নানান ধারা-উপধারা, বিশ্রী সব সন-তারিখ, ইতিহাসের ভয়ংকর সব ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে আমার কোনোই টেনশন নেই। শুধু গণিতের দিন আক্ষরিক অর্থেই প্রতিটি অক্ষরে ওনাকে পথ দেখিয়েছি।

ওদিকে সিলেবাস শেষ না করেই আধাখাঁচড়া অবস্থায় পরীক্ষার আসনে বসার পরে প্রতিদিনই যখন আমার স্ত্রীর পেছনের আসন থেকে এক আপা মন খারাপ করে বলতেন, 'সবকিছুই পড়েছি, সবই মুখস্থ করেছি, কিন্তু ঠিকমতো আত্মস্থ করতে পারিনি', তখন আমার স্ত্রীর প্রাণপাখি বুকের বদ্ধ খাঁচায় বিপুল শঙ্কায় ডানা ঝাঁপটাতে থাকত।

দীর্ঘ এক মাসব্যাপী লিখিত পরীক্ষার প্রায় চার মাস পরে ফলাফল প্রকাশিত হলো। এর পরের ধাপ মৌখিক পরীক্ষা। তারিখ জানার পরে আমরা প্রায় বজ্রাহত। আমাদের মৌখিক পরীক্ষা ৩ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে। আর আমার স্ত্রীর এফসিপিএস প্রথম পর্ব পরীক্ষা জানুয়ারির ৪, ৫, ৬ তারিখে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা, আমার স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা।

এই নাজুক শারীরিক অবস্থাতেও আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই রকম প্রস্তুতি একসাথে চালিয়ে গেল। পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে এফসিপিএস বাদ দিয়ে শুধু বিসিএসের বইকে সঙ্গী করল। এফসিপিএস ছয় মাস পরপর আসবে, কিন্তু বিসিএস আবার কবে আসবে কেউ জানে না।

আমার স্ত্রী সেবার বিসিএস আর এফসিপিএস প্রথম পর্ব, দুই পরীক্ষাই পাশ করে। মেয়েরাই পারে। আসলেই শুধু মেয়েরাই এমন পারে।

৩ জুন ২০১০ তারিখ বিকেলে ওয়েবসাইটে যখন চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হলো, তখন আমি এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ইভিনিং নাইট ডিউটি করছি। ডিউটি করছি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তড়পাচ্ছিও। এমন সুখের মুহূর্ত বুকে চেপে সারারাত এভাবেই ডিউটি করবো?! অসম্ভব! নার্সদের বলে নিশীথ রাতে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের শুভমুহূর্ত উদ্‌যাপন করতে তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। সেই তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাস রিকশা আর হাঁটুপানি ডিঙিয়ে বনানী থেকে যখন ধানমন্ডির শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছলাম, তখন আমার আপাদমস্তক ভিজে একসা। ১৫ দিন বয়সী কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে আমাদের হৃদয়-মনও তখন বর্ষার জলে দ্রবীভূত। ক্ষণিক পরেই আবার ছুট ছুট, ডিউটি।

[ছবি ১ : ৩ জুন ২০১০। সিক্ত বসনে স্ত্রী কন্যা সহ বিসিএসের চূড়ান্ত বিজয় উদ্‌যাপন।]

২৫ অক্টোবর ২০১০ তারিখে গেজেট প্রকাশের পর হয়ে গেলাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা। কিন্তু বিড়ম্বনা পিছু ছাড়লো না।

আমার স্ত্রী জুলাই থেকেই এডহক ভিত্তিক নিয়োগে ঝালকাঠি সদর উপজেলায় কর্মরত। তখনকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওর ২৮তম বিসিএসের পদায়নও ওখানেই হবে। খুবই সংগত কারণে আমিও ওখানেই পদায়ন চাই। কিন্তু সরকারের অদ্ভুত সিদ্ধান্তে মেধাক্রমের প্রথম ১০০ জনকে ঢাকা বিভাগে ন্যস্ত করা হলো। গত পাঁচ মাসের মতো আগামী দিনগুলোও স্ত্রী আর সদ্যোজাত কন্যাকে ফেলে দূরে থাকতে হবে, এমন আশঙ্কা নিয়ে গেলাম মহাখালীস্থ মহাপরিচালকের কার্যালয়ে। পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় আমাদের মতো গুটিকয় মানুষকে খোঁচা দিলেন, মানুষ ঢাকায় থাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে আর আপনারা ঢাকা থেকে বাইরে যেতে চান? বাকিদের মতোই স্পষ্ট উত্তর দিলাম, আমরা তো আর ঢাকা শহরে পোস্টিং পাব না, তাহলে ফরিদপুরের চর বা কিশোরগঞ্জের হাওরের চেয়ে আমার বরিশালই কি আমার জন্য ভালো না?

মতিঝিলের বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়ে গিয়ে সুপারিশ করলাম আমাকে মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় পদায়িত করতে। বিভাগীয় পরিচালক মহোদয়ের অবাক প্রশ্নের জবাবে জানালাম, শুধুমাত্র ওখানেই আমি বরিশাল থেকে এক দেড় ঘন্টায় যেতে পারবো। ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে যেদিন আমার কালকিনিতে পদায়নের আদেশ হলো, ঠিক সেদিনই মহাপরিচালকের কার্যালয় থেকে আমাকে বরিশাল বিভাগে ন্যস্ত করা হয়।

অবশেষে ১ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসাথে যোগদান করলাম ঝালকাঠি সদর উপজেলায়। শুরু হলো সরকারি চাকরির স্বপ্নযাত্রা।

[ছবি ২ : ১ ডিসেম্বর ২০১০। অবশেষে বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে কর্মে যোগদান। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।]

স্বপ্নের দিকে সে যাত্রা আজও বিপুল বেগে প্রচুর প্রাবল্যে বহমান।

লেখক: সহকারী রেজিস্ট্রার, প্লাস্টিক সার্জারি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

প্রথম পুনর্মিলনী, অজস্রবারের প্রত্যাশা

মোহাম্মদ হেফজুর রহমান

২৮তম বিসিএস ব্যাচের পুনর্মিলনীর স্বপ্ন আমরা যারা এই বিসিএস ব্যাচের সদস্য, তাদের মনে লালিত হচ্ছিল দীর্ঘদিন যাবত। আমাদের পরবর্তী ব্যাচগুলো তাদের পুনর্মিলনী বেশ আড়ম্বরের সাথেই করে ফেলেছিল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে আমরা যে সব কথা ও ছবি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, 'দেখিস, একদিন আমরাও...'

সেই একদিনের খোঁজে আমাদের অনেকেই অনেক উদ্যোগ নিলেন, বিভিন্ন ভেন্যুতে, অল্প মেন্যুতে বিস্তর আলোচনা সারলেন, শেষে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মোটামুটি বড় একটা 'ম্যান্ডেট' নিয়ে পুনর্মিলনীর তারিখ ঠিক হলো ২০ জানুয়ারি ২০১৬।

বন্ধুত্বের যেকোন আড্ডায় অংশগ্রহনের জন্য আমি মুখিয়ে থাকি। এই পুনর্মিলনীর জন্যও আমার অধীর আগ্রহ ছিল। ক্যাডার ব্যাচমেট তাপস (তাপস কুমার চন্দ) বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে ফুঁসলাচ্ছিল আমি যেন কোনোভাবে এটা মিস না করি।

আমার মিস করার সম্ভাবনা ছিল, ওই সময় আমি আমার জীবনের এক্সটেনশন ঘটার অপেক্ষায় ছিলাম। তাপসকে বলছিলাম যে পূনর্মিলনী ২০ তারিখ বলে যোগ দিতে পারবো না। তাপস জানত বিষয়টা, তবুও সে খুব চাইছিল আমি যেন মিস না করি।

পুনর্মিলনী পিছিয়ে ৩ তারিখে গেল আমার জীবনের এক্সটেনটা ২৭ জানুয়ারি হয়ে গেল। আমি জানলাম আমি যেতে পারছি।

নির্দিষ্ট দিনে কয়েকজনের সাথে প্রথমবারের মতো কথা হলো। স্বাস্থ্য ক্যাডারেরর কামরুল ভাই, শিক্ষা ক্যাডারের মোশারফ ভাই, আমি-আমরা উত্তরা হাউস বিল্ডিং থেকে আমাদের নির্দিষ্ট বাসে উঠব বলে মুঠোফোনে পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করছিলাম কিছু সময় পর পর। ওই দিকে আমরা যে বাসে যাই, তার কন্ডাক্টর উপ-কর কমিশনার জনাব তাপস কুমারকে মুঠোফোন মেরে মেরে অস্থির করে জানতে লাগলাম আর কত দূর?

ডা. কামরুল ভাই, ভবিষ্যৎ প্রফেসর মোশারফ ভাই, আমি, তথ্যের তাপস-আমরা হাউস বিল্ডিংয়ে অপেক্ষা করছি বাসের জন্য আর নিজেদের মধ্যে টুকটাক আলাপ পরিচয় বানিয়ে নিচ্ছি। আলাপের ফাঁকে ফাঁকে যখন কোনো বিআরটিসি এসি বাস দেখছি, তখনই সচকিত হয়ে তাকাচ্ছি, দেখছি, এলে কি সখা!

অবশেষে সখা এলেন। আমরা উঠলাম। বাসে আমাদের স্বাগতম জানালেন আমাদের অন্যান্য সদস্যরা। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভাষন আমাকে আমার আমিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম যে আমি একজন "ক্যাডার" আমি হয়ে গেলাম একজন মানুষ, একজন ক্যানভাসার, শুরু করলাম, 'যাক, যাত্রী ভাই ও বোনেরা, চলন্ত পথে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করি। যার যার নিজ নিজ আসনে বসি। মুসলমান ভাইদেরকে আমার সালাম, হিন্দু ভাইদেরকে আদাব, অন্যান্য ভাইদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা .....' আমার ক্যানভাসিং চলল। আমি সামনের সিট ফাঁকা দেখে বসে না পড়ে, একেবারে পেছনে চলে গেলাম, একে একে পরিচিত হয়ে এলাম বিভিন্ন ক্যাডারে প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত আমার ভাই, বোন, বন্ধুদের সাথে। বাসে দেখা পেলাম শায়লা সুমির সাথে, আমরা একই সেশনে ঢা.বির ইংরেজি বিভাগ হতে পাশ করেছি। দেখা হলো শাপলা আপুর সাথে, ইমরান আপুর সাথে, একজন ডেন্টিস্ট আপুর সাথে, আর বেশ কিছু ভাইয়ের সাথে। ভাইদের নাম না বলি। ভাইদের নাম বলায় চার্ম নাই। বাস চলছে, অল্প বিস্তর মজা করার চেষ্টা করছি, চারপাশে বেশ শব্দ, আমার গলার আওয়াজও উচুতে যায় না, ফলে সবার কাছে কণ্ঠ পৌঁছাতে সশরীরেই গেলাম সবার কাছে।

বাইপাইলের কাছাকাছি এসে কেউ একজন প্রক্ষালনের জন্য ছুটি নিলেন। তাকে প্রক্ষালনের যথাযথ জায়গা দেখিয়ে দিতে সাথে

আরো দু-একজন গেলেন। তাদের দেখে দু-একজন ভাবলেন, সিটে বসে থেকে ধরে আসা পা একটু ঝাঁকিয়ে নিই। তারা নামলেন, নেমে ভাবলেন অহেতুক সময় নষ্ট করা কেন, একটু চা খাওয়া যাক, তারা চা খেতে পাশে টং দোকানে গেলেন। বাসের ভেতর তখন দু-একজন ছিল, আমিও ছিলাম। নেমে যাওয়াদের দেরি দেখে বিষয়টা সরেজমিনে দেখতে আমিও নেমে এলাম বাস থেকে-

আমরা শফিপুর আনসার একাডেমিতে পৌছে দেখি অনেকেই চলে এসেছেন ইতোমধ্যে। বাসের দরজায় থাকা অবস্থায় টিপু (তথ্য) ও রানা ভাইয়ের সম্মিলিত চিৎকার, 'সূফী-ই-ই-' শুনে আমিও পোলাপাইন হয়ে গেলাম। শুরু হয়ে গেল আমাদের স্বপ্নের দিন।

এই দিনটিতে আমরা যা যা করলাম, তার প্রতিটি কয়েক লাইনে লিখতে গেলেও বোধ করি ম্যাগাজিনের বরাদ্দকৃত পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে। তবে, এটা লেখা থাকা জরুরী, কারণ, এই যে আমি এখন লিখছি আমার ভেতর সেই উন্মাদনাটা ফিরে আসছে, সেই আনন্দ, সেই উল্লাসটা ফিরে আসছে।

আমরা সবাই আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত স্পটে সমবেত হলোাম, চা বক্স, কফি একে অপরের সাথে পরিচিত হতে লাগলাম।

এক ফাঁকে স্টেজ থেকে ঘোষণা এলো পুনর্মিলনীর টি-শার্ট সংগ্রহ করার। আমরা টি শার্ট সংগ্রহ করলাম; লাইট ক্রিম কলারের টি শার্ট নীল রঙের কলার, টি-শার্ট পরার পর আমরা সবাই একবর্ন হয়ে গেলাম। এ যেন একটি পরিবার, একই পোশাক।

স্টেজে থেকে থেকে এটা-সেটা চলছিল, আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে পরিচিত হচ্ছিলাম, আলাপ আড্ডা দিচ্ছিলাম। মঞ্চের সামনে ডাকা হলো সবাইকে পরিচিত হবার জন্য। আমি এক ফাঁকে জানতেও চাইলাম অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন কে। আমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল মঞ্চে উঠব। মঞ্চে কথা বলার সক্ষমতা এখনো আছে কি না দেখব।

আমাদের ক্যাডার ভিত্তিক পরিচিতি পর্ব শুরু হলো। পরিচিতি পর্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো, সর্বাধিক সংখ্যক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্যাডারের বন্ধুদের অংশগ্রহণ এবং সবচেয়ে কমের দিকে পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারের অংশগ্রহন। মৌলিক অধিকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বর নিবেদিত প্রাণদের সংখ্যা দেশের জন্যই আশাব্যঞ্জক বিষয়। পরিবার পরিকল্পনা যেন ছোট পরিবার, সুখী পরিবার এই স্লোগান নিয়েই এসেছিল।

কর ক্যাডার-এর পরিচিতির সময় কিছু বলার সুযোগ পেলাম। আমার ভেতর যে সুপ্ত Stand up comedian সে একটুখানি উঁকি দিল আমার মাঝে। আমি Income tax এর প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে (আমরা যারা এই বিভাগে কাজ করি) কী সেটা বললাম বললাম, 'আয়কর' শব্দটা আমাদের কাছে 'আয়, কর' বলে মনে হয়।

স্টেজে কথা বলার খুব বেশি সময় ছিল না। আমি সবাইকে আমার অফিসের ঠিকানা দিয়ে বললাম, যে আমার অফিসে খুঁজে বের করে আসবে, তাকে আমি আমার সাধ্যমতো, সে যা চাইবে, তা দেব। অনেকেই খুব আগ্রহ দেখালেন, কয়েকজন বললেন সামনের সপ্তাহেই যাবেন, দেখবেন তারা যা চান, আমি তা দিই কি না।

আমার পুরানা পল্টন লাইনস্থ সেই অফিসে কেউ আসেনি। এমন দুস্থ এলাকায় অফিস; কেউ আসতে আগ্রহ বোধ করেনি।

আমাদের বেশ কিছু খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম খেলাটি ছিল বলের ভেতর বল ফেলা, মানে একটা কাঁচের বোলে ছোট পিং পং বল ফেলা। সবাই এতে অংশ গ্রহণ করল স্বতঃস্ফুর্তভাবে। দুই-রাউন্ড খেলা হলো। দ্বিতীয় রাউন্ডে ছয় বলের মাঝে পাঁচটি বলই বোলে ফেলে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলাম। লম্বা লম্বা রাতের দৌরাত্ম থাকা সত্ত্বেও ছোট খাটো এই আমার সাফল্যে সবাই অবাক। সবাই এর রহস্য জানতে চায়। আমি লাজুক হেসে বললাম, 'ইয়ে, মানে, সবাইতো বাবা হয়েছি। জানি, কোথায় কিভাবে ফেলতে হয়'।

হাঁড়িভাঙ্গা খেলা, শীতকালীন পিঠার আয়োজন, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম থেকে আনা বিশুদ্ধ পাহাড়ি কলা, সবের মাঝে সময় যাচ্ছিল এগিয়ে।

এই আয়োজনে আমি একটা দারুণ কমপ্লিমেন্ট পেলাম। কৃষিবিদ শহিদুল ভাই আমাকে বললেন, 'সুফী ভাই, আপনে ভাই লাখে একটা।'

শহিদুল ভাইয়ের কথায় আমি গলে যাচ্ছি প্রায়, এমন সময় উনি বললেন, 'অবশ্য মানুষ আমারে বলে আমি কোটিতে একটা।'

সময় গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিষাদের ক্ষণ এগিয়ে এলো। আমরা যার যার বাসে উঠলাম। পুলিশের এম. কে. আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে বিশাল গিফট প্যাকের ব্যবস্থা করে ছিল। কী ছিল না সেই গিফট প্যাকে! খাঁটি সরিষার তেলও ছিল তাতে!

ফেরার পথে বাসে আমাদের আড্ডার আসর জমল, জমালেন শিক্ষা ভাই মোশাররফ। আমার মমিসিং ভাইয়ের সাথে আমিও যোগ দিলাম। 'কঠিন বাস্তব' সব গল্প হতে লাগল, শ্রোতারা কান গাল লজ্জায় লাল করে সেসব বাস্তবিক গল্প শুনতে লাগলেন, হাসিতে ফেটে পড়লেন।

এসবের মাঝে কখন যে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম– সত্যিই বুঝতে পারিনি। প্রায় এক বছর পর আজ এসব লিখতে গিয়েও শিহরিত হচ্ছি। আহা আমাদের বন্ধন! আহা বন্ধুতা!

সংযোজনী: ২৮ তম বিসিএস নিয়ে ১০০ বছর পরের সংবাদ–

'আজ পহেলোা ডিসেম্বর- ২১১০, ঐতিহাসিক ২৮তম বিসিএস এর একশতম বর্ষপূর্তি দিবস। ২০১০ সালের এই দিনে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস ইতিহাসের সবচেয়ে মেধাবী ব্যাচটি প্রজাতন্ত্রের সেবায় যোগদান করেছিল। এই ব্যাচের কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নিজ ক্যাডারকে আধুনিক, গতিশীল ও প্রকৃত অর্থে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশকে একটি রোল মডেলে পরিণত করেছিল। আজকের সুপার পাওয়ার বাংলাদেশ তাদের গড়ে দেওয়া ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। ঐতিহাসিক ২৮তম বিসিএস ব্যাচের জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সারাদেশ উৎসবের আমেজে মজেছে.....

লেখক: উপ-কর কমিশনার, কর অঞ্চল ৪, ঢাকা

নবীর দেশে পনেরো দিন

মিনহাজুল ইসলাম জায়েদ

পবিত্র ওমরাহ করার ইচ্ছা বহুদিনের। অবশেষে ১৪৩৭ হিজরি সনের রমজানে পূর্ণ হলো সে ইচ্ছা। ঢাকা থেকেই এহরামের কাপড় পরে উঠে বসি জেদ্দাগামী বিমানে। বিমান অবতরণের পর সাধারণ যাত্রীরা চলে গেলে প্রায় একশজন হজ যাত্রীকে নেয়া হয় জেদ্দা বিমানবন্দরের হজ্ব টার্মিনালে। বাসে থাকতেই কানে এলো ফজরের আজান। এহরাম বাঁধা হজ্ব যাত্রীদের ভিড়ে লোকারণ্য পুরো এলাকা। বিশ্বের নানা দেশ থেকে একের পর এক ফ্লাইটে হাজিরা আসছেন। ঝামেলা এড়াতে মোয়াল্লেম মোসাদ্দিক ভাইয়ের অনুরোধে বসতে হলো অনেকক্ষণ। এরই মাঝে অনেকেই ভ্রাম্যমাণ হকার থেকে মোবাইল ফোনের সিম কিনে দেশে অবস্থানরত আপনজনের কাছে পৌঁছে দিলেন নিরাপদে জেদ্দা আগমনের বার্তা।

ঘণ্টা দুয়েক পর সারা হলো দলের সবার ইমিগ্রেশন পর্ব। ইমিগ্রেশনে দায়িত্বরতদের মাঝে পেশাদারিত্বের ছাঁপ মিলেনি। দীর্ঘ লাইন রেখেই একটু পর পর উঠে খোশগল্পে মেতে ওঠেন কর্তব্যরতরা। ইমিগ্রেশন শেষে মালপত্র নিয়ে বের হচ্ছি এমন সময়ে পাকিস্তানী এক সহায়ত াকর্মীর ডাকে পিছন ফিরতে হলো। নিজের থেকেই ট্রলি টেনে নেয়ার দায়িত্ব নিল সে। তার স্বেচ্ছা শ্রমের কোনো বকশিস দেয়া উচিত কি না এ নিয়ে যখন সহযাত্রী নিজাম উদ্দিনের সাথে যখন শলাপরামর্শে ব্যস্ত এরই মাঝে ট্রলি রেখেই তার দাবি ৫০ রিয়ালের। স্বেচ্ছায় আসা এবং স্বল্প দূরতেব্ব জন্য এত আবদারে রীতিমতো হতবাক। শেষ পর্যন্ত ৪০ রিয়ালে বিদায় হলো এই আপদ। এ আপদ দূর না হতেই হাজির আরেক বিপত্তি। আলখাল্লা পরা এক যুবকের আবদার তার কাছে পাসপোর্ট হস্তান্তরের। সে কে, কেন পাসপোর্ট দেব এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তার একই কথা 'পাসপোত', 'পাসপোত'। এ নিয়ে রীতিমতো তর্কাতর্কি অবস্থা। ততক্ষণাৎ, ঘটনাস্থলে মোয়াল্লেম এসে জানান এরা দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানির লোক। অতঃপর, ওই সৌদি যুবকের হাতে সঁপে দিলাম নিজের পাসপোর্ট।

ক্ষণিক পর শুরু হয় মক্কার উদ্দেশে বাসযাত্রা। দুই পাশে ধুধু মরুভূমি আর পাথরের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ছুটে চললাম আমরা। কোথ াও নেই কোনো বৃক্ষরাজি। রাস্তায় নেই কোনো জনমানব। তবে গাড়ির চাপ একেবারে কম নয়। নেই কোনো যানজট। পাহাড়ের বুকচিড়ে বানানো রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে পৌঁছি মক্কায়। কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি এক সৌদিয়ান ও বাংলাদেশি তছলিম নিয়ে যান নির্ধারিত হোটেলে। হিজড়া সড়কর হোটেলটির পরিবেশ মানসম্পন্ন না হওয়ায় পরিবর্তিত হলো সে ঠিকানা। নতুন আবাসন ইব্রাহীম খলিল সড়কের হোটেল সালিম বারাকাতিয়া।

জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে প্রথমবার দেখি কাবাঘর। আল্লাহর ঘর দেখার পর মনে-প্রাণে যে প্রশান্তি পেয়েছি, ইতোপূর্বে তা কখনো পাইনি। ইফতার শেষে রওনা হলোাম ওমরাহ পালনে। সৌদিতে বসবাসরত এনামউদ্দিন ও আশিক মিয়া সঙ্গী হলেন যথাযথভাবে ওমরাহ পালনে সহায়তা করতে। সাথে আমরা ১৩ সহযাত্রী। এশার নামাজের সময় হওয়ায় হেরেম শরিফে উপচেপড়া ভিড়। সে চাপে শুরুতেই দলছুট হয়ে পড়ি। আশিকের সাথে সাত জন আর এনামউদ্দিনে সাথে অপর ছয় জন। তয়াফ করতে গিয়ে আমাদের দলে আবারও ভাংন দেখা দেয়।

সাফা-মারওয়াতে সাই করার আগে মনে হয়েছিল না জানি কত কষ্ট হবে। অথচ, বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। পুরো চত্বর টাইলস করা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে পায়ে চলার পথ। হাঁটতে যাদের অসুবিধা তাদের জন্যে রয়েছে হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা। পাহাড়ের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না। শুধু দুই প্রান্তে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের কিছু অংশ পূর্বেকার আমলের নিদর্শনস্বরূপ কাচের গ্লাস দিয়ে আবৃত করে রাখা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় এক সময় কত কষ্টকর ছিল সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানো। ঘণ্টা দেড়েকের মাঝে শেষ হলো ওমরাহর আনুষ্ঠানিকতা। হোটেলে ফিরে সবার সাথে আবারও পুনর্মিলন ঘটে। এরপর যতবারই তয়াফ কিংবা ওমরাহ করতে গেছি সিদ্ধান্ত হয়েছে কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন হলে নিজের মতো করে আনুষ্ঠানিকতা শেষে হোটেলে ফেরার। অহেতুক খোঁজাখুঁজি নিষ্প্রয়োজন।

তারাবিহ ও কিয়ামুল লাইল নামাজ, তয়াফ ও ওমরাহ পালনের মাধ্যমে দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল সময় । অতঃপর, সিদ্ধান্ত হলো মক্কার সব ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন স্থান পরিদর্শনের । ২৫ জনের বিশাল দল হওয়ায় ছোট ছোট কয়েক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ধর্মীয় ঐতিহ্যমন্ডিত স্থানগুলো পরিদর্শন করি । হাফেজ মাছুম আহমদ ও নাজিম উদ্দিনের পরিবারবর্গ নিয়ে হলো আমাদের টিম । প্রথমেই দেখা হয় জাবালে সুর । এই সেই পাহাড় যেখানে হিজরতকালে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে আশ্রয় নেন প্রিয় নবী মুহম্মদ (সঃ) । পাহাড়ের পাদদেশে ইংরেজি, আরবি ও উর্দূভাষায় লেখা আছে এর অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । নিচে পাহাড়ের ঢালে বেশ কয়েকটি ছাগলকে চরে বেড়াতে দেখা যায় ।

এরপর যাওয়া হয় আরাফাত ময়দানে । গাড়িতে বসেই দেখি বিশাল এ মাঠ । যেখানে বিদায় হজের ভাষণ দেন নবীজি (সঃ) গাড়ি থামে সে স্থানে । গাড়ি থেকে নামামাত্রই জেঁকে ধরে ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফারের দল । অনেকটা জোরপূর্বক মাথায় রুমাল ও বেড়ি পরিয়ে ছবি তোলে দেয় নাজিম ভাইয়ের । অ্যালবামে সেই ছবি দিয়ে তাদের দাবি ১০০ রিয়াল । শেষ পর্যন্ত ৫০ রিয়ালে রফাদফা হয় । সেখানে দাঁড়িয়ে নবীজি (সঃ) দিয়েছিলেন শেষ ভাষণ তা চিহ্নিত করা আছে একটি স্তম্ভ দিয়ে । সিঁড়ি দিয়ে উঠা যায় প্রায় ৫০/৬০ ফুট উঁচু এই স্তম্ভের পাদদেশে । বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবি ভাষায় হাজিদের কিছু ভুল তুলে ধরে তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে । তসবিহ, মেসওয়াক, আতরসহ নানা ধার্মিক আনুষাঙ্গিক পণ্যের পসরা নিয়ে ব্যবসা পেতেছেন বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী । সেখানে থেকে যাওয়া হয় মিনা ও মোজদালেফায় । দেখা হয় প্রতীকী শয়তানকে কংকর মারার স্থান ।

সবশেষে যাই জাবালে নূরে । কাবাঘর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরবর্তী জাবালে নূরের হেরা গুহাতেই বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন নবীজি (সঃ) । এখানেই তাঁর উপর অর্পিত হয় পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত । ভূমি থেকে আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে প্রায় ৪০০ ফুট উপরে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে থামে আমাদের কার । সেখান থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে হেরা গুহা । এখানে কথা হয় কুমিল্লার আব্দুর রশিদের সাথে । জানালেন দুই ঘণ্টায় পাহাড়ের শীর্ষে উঠে হেরা গুহা দেখে ফিরছেন । একেতো অত্যধিক গরম, তদুপরি রমজান তাই শরীর সায় দেয়নি উপরে উঠতে । নিচে থেকে দেখছিলাম আর অবাক হচ্ছিলাম । আজ না হয় সড়ক হয়েছে, গাড়ি চলছে । ১৪০০ বছর আগে কীভাবে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিদিন হেরা গুহায় আসতেন আল্লাহর রাসুল (সঃ) । তার চেয়েও অবাক করার বিষয় হলো প্রতিদিন এতদূর পথ পাড়ি দিয়ে দুর্গম পাথরের পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন হযরত খাদিজা (রাঃ) । ইসলাম প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁদের এত কষ্ট, পরিশ্রম সত্যিই শ্রদ্ধায় মন-প্রাণ ভরিয়ে দেয় ।

রমজানে মক্কায় থাকায় প্রথমবারের মতো আরব দেশে ঈদের নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হয় । চাঁদ দেখার পর থেকেই কাবাঘর মুখে মানুষের ঢল নামে । হেরেম শরিফে নামাজ পড়ার ইচ্ছায় রাত সাড়ে ৩টায় রওনা দিই । তবু জায়গা হয় কাবাঘর থেকে প্রায় অর্ধ-কিলোমিটার দূরে । ভোর ৬টায় যখন নামাজ শুরু হয় দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত ছিল কেবল মানুষের স্রোত । আজীবন ছয় তাকবীরে ঈদের নামাজ পড়ে অভ্যস্ত আমরা প্রথমবারের মতো নামাজ পড়লাম (৭+৫)=১২ তাকবিরে । এছাড়া পদ্ধতিতেও রয়েছে কিছু পরিবর্তন । তবে নামাজে আগ্রহী হলেও খুতবা শুনতে ততটা মনোযোগী দেখা যায়নি মুসল্লিদের ।

বারো দিন মক্কায় থাকার পর যখন মদিনাগামী বাসে উঠছিলাম মনটা সায় দিচ্ছিল না । বার বার মন কাঁদছিল যদি আরও কয়েকটা দিন থাকতে পারতাম । রাত ৮টায় মক্কা থেকে যাত্রা করে মদিনায় পৌছি রাত ৩টায় । মাঝে অবশ্য নামাজ ও নৈশভোজের জন্যে ঘণ্টাখানেক যাত্রা বিরতি পড়ে । কাবাঘর কেন্দ্রিক মক্কা নগরীর চেয়ে মসজিদে নববী কেন্দ্রিক মদিনা নগরী কিছুটা বড় । আধুনিক হোটেল রেস্তোরাঁয় মক্কার চেয়ে কিছুটা এগিয়ে মদিনা । মধ্যরাতে মদিনায় প্রবেশ করতে গিয়ে চোখে পার্কিং করা শতশত গাড়ি । বেশির ভাগই কার ও ছোট গাড়ি । এতএত গাড়ি দেখে গাড়ির মেলা ভাবলে ভুল হবে না ।

পরদিন মসজিদে নববীতে পড়া হলো জুম্মার নামাজ । মদিনা থেকে শত কিলোমিটার দূরের আল হানাকিয়ায় বসবাসরত বন্ধুবর নিজাম, অগ্রজ মনীর আর অনুজ মুকুল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মদিনার সব দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে । চার পুত্র-কন্যা নিয়ে আমাদের সঙ্গী হলেন এডভোকেট আয়শা বেগম শেলী । প্রথমেই দেখ হয় আমির হামজা (রাঃ) এর রওজা । ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রওজা ঘিরে অস্থায়ী অনেক দোকান-পাট । সৌদি আরবের অন্যান্য পাহাড় কালো বা ধূসর হলেও ওহুদের রং লাল । কথিত আছে ওহুদের যুদ্ধে অনেক সাহাবি শহীদ হয়েছিলেন বলে তাঁদের রক্তের রঙে লাল হয়েছে এই পাহাড় । সেখান থেকে যাওয়া হয় কেবলা তেন বা দুই কিবলার মসজিদে । মহানবী (সঃ) নামাজরত অবস্থায় কেবলার পরিবর্তন হয়েছিল বলে মসজিদটির এমন নামকরণ । সময় হয়ে যওয়ায় এখানে আছরের নামাজ আদায় করি । এরপর দেখা হয় মহানবী (সঃ) নির্মিত মদিনার প্রথম মসজিদ কুবা মসজিদ । সেখানে দেখা হয় অগ্রজ গিয়াস উদ্দিন, নজরুল ইসলাম ও হেলোল উদ্দিনের সাথে ।

গিয়াস ভাইয়ের প্রস্তাব, ওয়াদি আল জিন বা জিনের উপত্যকা দেখাতে নিয়ে যাবেন । সেখানে বন্ধ গাড়ি উপরের দিকে উঠতে থাকে, পানি চিরাচরিত নিয়মে নীচের দিকে না গিয়ে উপরে দিকে উঠে যায় । তার কাছ থেকে এসব গল্প শুনে (যদিও পুরোপুরি

বিশ্বাস হচ্ছিল না) দলের কেউ আর দ্বিমত করেন নি। চমৎকার চওড়া রাস্তা দিয়ে প্রায় ৫০কিঃমিঃ দূরের জিনের উপত্যকার দিকে ছুটে চলল আমাদের গাড়ি। দুই পাশে সুউচ্চ পাথরের পাহাড় আর মাঝখানে রাস্তা। নির্ধারিত স্থানে গিয়ে পাওয়া গেল আমাদের মতো বহু আগন্তুক। রাস্তায় পানি ঢেলে,কেউ কেউ আবার পানিভর্তি বোতল দিয়ে পরীক্ষা করছেন লোক মুখে কোনো কাহিনির সত্যতা। আমাদের চোখকে অবাক করে সত্যিই পানি বা বোতল উপরের দিকে গড়িয়ে পড়ল। কাউকে কাউকে আবার পাহাড়ের শীর্ষে ওঠার চেষ্টায়রত দেখা গেল। ইতোপূর্বে অনেকেই যে এ চেষ্টায় সফল হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল পাহাড়ের চূড়ায় পথরের গায়ে পাকিস্তান, তুরস্কের পতাকা আঁকা দেখে। হঠাৎ চোখে ভাসে অনেক দূরে প্রায় হাজার ফুট পাহাড়ের চূড়ায় দুজন মানুষের উপস্থিতি। এ দৃশ্য দেখে শেলী আপার রসিক মন্তব্য 'এখানে নয়, ঐ দেখ আসল জিনদের'।

চত্বর ঘুরে ফিরতি পথে পরখ করলাম জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্যময় ঘটনা। নিউট্রাল করা গাড়ি, চালককে হাত দিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বা পা দিয়ে ব্রেক চেপে ধরতে হয়নি, অথচ উপরের দিকে ক্রমশঃ, উঠছে গাড়ি। গতি বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে ১২০কিঃমিঃ/ঘন্টায় চলে যায়। নিজ চোখে না দেখলে তা কখনো বিশ্বাস হতো না। নির্ধারিত জায়গা অতিক্রমের পর ঠিকই থেমে গেল গাড়ি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত নিজের বিজ্ঞান পড়ার জ্ঞান কিংবা মেডিকেল পড়ুয়া বুশরা, নাজরাও খুজে পেল না এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। জগতে অলৌকিক বলে কিছু আছে এই বিশ্বাসেই শেষ পর্যন্ত বিষয়টার ব্যাখ্যা খুঁজে নিই।

মসজিদে নববীতেই প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর রওজা মোবারক। রওজার কাছাকাছি মসজিদে নববীর কিছু অংশকে (সবুজ কার্পেট দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা) ঘোষণা করা হয়েছে রিয়াজুল জান্নাত বা বেহেস্তের টুকরো হিসেবে। প্রথম দিন জুম্মার পর, দ্বিতীয় দিন আছর এবং এশার নামাজের পর অনেক চেষ্টা করেও কাছ ভিড়তে পারি নি রিয়াজুল জান্নাতের। আবার, নবীর রওজারও কাছাকাছি যেতে পারিনি। পুণ্যার্থীদের চাপে দাঁড়াতেই দেয়নি নিরাপত্তারক্ষীরা। তাই চলন্ত পথে দূর থেকে সালাম জানাতে হয়েছে নবীর রওজায়। কাছ থেকে নবীর রওজা দেখতে না পারা ও রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ আদায় করতে না পারায় মনের মধ্যে এক ধরনের অতৃপ্তি থেকে যায়। অশান্ত মনে বার বার প্রশ্ন জাগছে আমাকে কি কাছে থেকে নবীজিকে সালাম দেয়া ও রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য আল্লাহপাক দেবেন না?

মদিনায় অবস্থানের শেষ রাতে ইতোপূর্বে কয়েকবার ওমরাহ পালন করা সহযাত্রী হাজি রইছ আলীর কাছে প্রকাশ করি এই অতৃপ্তির কথা, যিনি এরই মাঝে কয়েকবার কাছ থেকে রওজা জেয়ারত ও রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জানান তাহাজ্জুদ নামাজে গেলে মিলতে পারে সে সুযোগ। শেষ রাত একসাথে থাকা। তাই অনেকের সাথে এটা-সেটা আলাপে বেজে গেছে দেড়টা। ঘুমিয়ে পড়লে তিনটায় উঠে তাহাজ্জুদ নামাজে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেই রাতে ঘুমাব না। আবার সারা দিনের ছোটাছুটিতে নিজেকে জাগ্রত রাখাও বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। সহযাত্রী কুড়ি বছরের তরুণ ইশমামের কাছে প্রস্তাব রাখি রাতের মসজিদে নববী ঘুরে দেখার। এতে করে নিজেকে জাগ্রত রাখা যাবে। প্রথমে নিমরাজি হলেও অবশেষে সে সঙ্গী হয়। মসজিদের মূল দরজা বন্ধ। তাই বাইরের দিক দিয়েই ঘুরে দেখছি। গভীর রাত, তাই মানুষজন নেই বললেই চলে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখি রওজার দরজা খোলা। ততক্ষণাৎ, অজু করে ঢোকে পড়ি রওজা প্রাঙ্গণে। ভেতরে গিয়ে দেখা যায় হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ। নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও মানুষের চাপ না থাকায় কাউকে তাড়া দিচ্ছে না। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে নবীজির রওজা ছুঁয়ে জেয়ারত করি। জেয়ারত শেষে রিয়াজুল জান্নাতে গিয়ে দেখি সেখানেও কোনো ভীড় নেই। অত্যন্ত ধীরে সুস্থে নফল নামাজ আদায় করি। একাধিকবার জেয়ারত ও রিয়াজুল জান্নাতে নামাজ পড়ে পরম তৃপ্তি নিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি সর্বন্তকরণে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হোটেলে ফিরি। সকালে রইছ আলী জানান তাহাজ্জুদের সময় মানুষের ভিড় অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি হওয়ায় তিনি রওজার কাছে যেতে পারেন নি। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারায় আবারও মহান স্রষ্টার প্রতি শুকরিয়া আদায় করি।

মদিনায় অবস্থানকালে আরো দেখা হয়েছে মরুর মাঝখানে খেজুরের বাগান, মাঠে চষে বেড়ানো উট, বেদুইনদের বাসস্থান। অবশেষে মক্কা,মদিনায় পনেরো দিন কাটিয়ে ধরতে হলো ঢাকাগামী ফিরতি বিমান। আর পেছনে রইল কাবাঘর, মসজিদে নববী এবং আরো অনেক ইসলামিক দর্শনীয় স্থান দর্শনের সুখ স্মৃতি এবং আবার কবে মক্কা, মদিনা দেখা হবে সেই আক্ষেপ।

লেখক: সহকারী প্রধান, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

ঢাকার জ্যাম

ডা. মোঃ আব্দুল মুমিত সরকার

এই মাত্র শফিক তার রাতের খাবার শেষ করল। ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত সাড়ে আটটা বাজে। শফিকের বাস ছাড়বে রাত সোয়া এগারোটায়। হাতে এখনো সময় আছে। সে ঠিক করেছে পৌনে দশটায় বাসা থেকে বেরোবে। আগামীকাল শুক্রবার আর পরের দুই দিন পূজা ও আশুরার সরকারি ছুটি। শফিক অফিসের বসকে বলে আরো দুইদিন ছুটি ম্যানেজ করেছে। ফলে পাঁচদিনের লম্বা ছুটিতে যাচ্ছে রাজশাহী। চাকরিজীবীদের জন্য টানা পাঁচ দিনের ছুটি অনেকটা ঈদের ছুটির মতো। এরকম সময়গুলোতে বাস বা ট্রেনের টিকিট পাওয়া খুবই কঠিন। শফিক অবশ্য আগেই অনলাইনে বাসের টিকেট কেটে রেখেছে। বাসের নাম 'মাহিন ট্রাভেলস'।

দুটো ব্যাগ আগেই গোছানো আছে। সাথে থাকবে ব্যাকপ্যাক। শফিকের বাস ছাড়বে কল্যানপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে। অন্যসময় শফিক বাস ছাড়ার এক ঘন্টা আগে বাসা থেকে বের হয়। তবে আজ সে দেড় ঘন্টা আগে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ ইদানীং ঢাকা শহরের জ্যাম অসম্ভব বেড়ে গেছে। শফিক তার ব্যাকপ্যাক গোছাতে বসল। বিছানাটাও একটু গুছিয়ে যেতে হবে। শাহবাগের এই মেসে শফিক চার বছর থেকে আছে। শফিকের রুমে আরো দুইজন থাকে সুমন আর মালেক ভাই। দুজনেই চাকরিজীবী। সুমন দুপুরেই তার গ্রামের বাড়ি যশোর চলে গেছে আর মালেক ভাইয়ের ট্রেন রাত এগারোটায়। শফিক আবার ঘড়ির দিকে তাকাল। বাজে রাত সাড়ে ন'টা। এমন সময় মালেক ভাই রুমে ঢুকল। ঢুকেই বলল,

– শফিক, রাস্তায়, কিন্তু প্রচুর জ্যাম। একটু আগে বের হতে হবে।

– হ্যাঁ ভাইয়া। আগেই বের হব। শফিক উত্তর দেয়।

শফিকের মেস শাহবাগের হাবিবুল্লাহ রোডে। দুই মিনিট হাটলেই রূপসী বাংলা হোটেল। সেখান থেকে বাস অথবা সিএনজি যেকোনটাই পাওয়া যায়। ঠিক পৌনে দশটায় সে রুম থেকে বের হলো। সাথে মেসের কাজের ছেলে জালাল। জালালের হাতে একটা ব্যাগ দিয়েছে শফিক।তার হাতে আরেকটি ব্যাগ আর ঘাড়ে ব্যাকপ্যাক।রাস্তার মোড়ে পৌছাতেই সে অবাক হলো। চৌরাস্তার চারদিকে যতদূর চোখ যায়, গাড়ি আর গাড়ি থেমে আছে। রাস্তায় ভালোই জ্যাম আছে। আগে বের হওয়ার জন্য শফিক নিজেকে ধন্যবাদ দিল। রাস্তার মোড়ে শাকুরা মার্কেটের সামনে সে সিএনজির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তবে শফিকের ভালোলাগা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। একে তো সিগন্যাল পড়ছে অনেক দেরিতে তার ওপর সিএনজির সংখ্যা অপ্রতুল। তাবুও যেকয়টা আসছে তার সবকটাই পূর্ণ। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পনেরো মিনিট চলে গেল। শফিকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। মনে হয় জালালও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে।

– স্যার, আমি শাহবাগ মোড়ের দিকে যাই। সিএনজি নিয়া আসি। বলেই জালাল শাহবাগ মোড়ের দিকে হাঁটা দিল।

এ দিকে শফিক তার মোবাইলে উবারের জন্য চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু উবারের সকল কার ব্যস্ত দেখাচ্ছে ফলে তাও পাওয়া গেল না। বাসগুলোতে দাঁড়ানোরও জায়গা নেই। এক সময় শফিকের মনে হলো সব ব্যাগগুলো জালালকে দিয়ে রুমে পাঠিয়ে একটা পাঠাও মোটর সাইকেল ডেকে উঠে পড়বে। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা বাদ দিল। শফিকের স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। পরশুদিন তার হেলোথ চেকআপের দিন। শফিক রাজশাহী গেলে তবেই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তার স্ত্রী শফিকের কাছে বলতে গেলে কিছুই চায়না। তবে এবার সে তার অনাগত বাচ্চার জন্য একটি বেবি কমফোর্টার চেয়েছে। কারণ রাজশাহীতে সে এটা খুঁজে পায়নি। বসুন্ধরা সিটি থেকে বেবি কমফোর্টারটা কেনা হয়েছে। কেনার পর শফিক বুঝতে পারল যে, বেবি কমফোর্টার হচ্ছে সন্তানের লেপ। আর এটা দিয়েই তার একটা ব্যাগ ভর্গি হয়েছে। আরেকটি ব্যাগে স্ত্রী আর বাবা-মা'র জন্য নতুন কেনা কাপড় রয়েছে। তাই ব্যাগগুলো সে রেখে যেতে চায় না। শফিকের ফোন বাজছে।

– স্যার, একটা সিএনজি পাইছি। সাড়ে তিনশ ট্যাকা চায়।

শাহবাগ থেকে কল্যাণপুরের সিএনজি ভাড়া দেড়শ টাকা সর্বোচ্চ। কিন্তু জ্যামের সময় সিএনজির চাহিদা থাকে ব্যাপক। তাই ভাড়াও দ্বিগুন-তিনগুন চায়। হাতে সময় নেই তাই এক মুহূর্ত চিন্তা করে শফিক উত্তর দেয়।

– নিয়ে চলে এসো।

কিন্তু আসো বললেই আসো না। শাহবাগ মোড় থেকে রূপসী বাংলা হোটেল পৌঁছাতে সিএনজির আরো দশ মিনিট লাগল। অবশেষে শফিক সিএনজিতে উঠল। হাতের ঘড়িতে বাজে সোয়া দশটা। সিএনজির গতি খুবই মন্থর। সেকি সময়মতো পৌঁছাতে পারবে? এ চিন্তা শফিকের মাথায় বারবার আসছে। কাওরান বাজার আসতে আসতে আরো চারবার সিগন্যালে আটকে থাকল। এর ফলে আরো পঁচিশ মিনিট চলে গেল। কাওরান বাজার মোড়ে আসতেই সিএনজি ড্রাইভার পান্থপথ দিয়ে যেতে চাইল কারণ হয়তো এতে জ্যাম কিছুটা পাশ কাটানো যাবে। তাই শফিকও রজি হয়ে গেল। তবে সিএনজি পান্থপথে আসার পরেই বুঝল যে, তাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। পুরো রাস্তায় গাড়ির জ্যাম। আগেতো সিএনজি একটু একটু আগাচ্ছিল, এখনতো একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। রাগে শফিক তার কপালে দুটো কিল বসিয়ে দিল যদিও সিএনজি চালক তা দেখতে পেল না। শফিক এখন কী করবে তা দ্রুত ভাবতে লাগল। তার জানা দোয়াগুলো যে একের পর এক পড়ে চলেছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। অবশেষে রাস্তার ডিভাইডারে একটা ফাঁক দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে বলল-

– মামা আগের রাস্তায় চলো।

ফলে যতক্ষণে সে ফার্মগেটের রাস্তায় উঠল ততক্ষণে অনেকখানি সময় পার হয়ে গেছে। সে ঘড়ির দিকে তাকাল। তাতে এগারোটা বাজে। আবার সেই ধীরগতি। এভাবে চললে সে কখনোই সময়মতো পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু কিছু করারও নেই। রাস্তার গাড়িগুলো একটু ফাঁক পেলে সেদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কেউ কাউকে সাইড দিতে নারাজ। তাই জ্যামও প্রকট আকার ধারণ করেছে। শফিকের রাগ বাড়তে থাকে। প্রথমে তার রাগ সীমাবদ্ধ থাকে গাড়িগুলোর ওপরে। কোথায় থেকে আসে এত গাড়ি? এরপরে তার রাগ গিয়ে পড়ে ট্রাফিক সার্জেন্টের ওপর আর সবশেষে নিজের ওপর। কেন সে আরো আগে বের হলো না।

সিএনজি একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। শফিক যখন মানিক মিয়া এভিনিউ পার হচ্ছে তখন ঘড়িতে বাজে এগারোটা পঁচিশ। কিন্তু শফিকের কপাল খারাপ। একটুর জন্য সে সিগন্যালে পড়ে গেল। এখন আর উপায় নেই। দশ মিনিট বসে থাকতে হবে। আসলে রাস্তার জ্যাম এতো বেশি যে ঘনঘন ট্র্যাফিক সিগন্যাল পড়ছে। শফিক মনে মনে ভাবল যে, বাস ছাড়ার সময় সোয়া এগারোটা হলেও সবসময়ই তা দশ মিনিট দেরি করে ছাড়ে। তাই হাতে আরো দশ মিনিট সে পাবে। কিন্তু তাতেও কি তার শেষ উদ্ধার হবে? এরকম জ্যামের সময় আরেকটি অস্বস্তিকর ব্যাপার হচ্ছে ভিক্ষুক আর হিজড়াদের অত্যাচার। এবারও এর ব্যতিক্রম হলো না। তবে শফিক কখনোই এসব ভ্রাম্যমান ভিক্ষুকদের টাকা দেয় না। তাই কোন ভিক্ষুক তার সিএনজির সামনে এসে দাড়ালেই হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে। হিজড়াদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। এদের সাথে কথা বললেই বিপদ। এক হিজরা শফিকের সিএনজির সামনে এসে টাকা চাইতেই সে বিনা বাক্য ব্যয়ে একটি দশ টাকার নোট দিয়ে দেয়। সিগন্যাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তার কপাল আসলেই খারাপ কারন সিগন্যাল ছাড়লেও সামনের বাসটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় স্টার্ট নিচ্ছে না। শফিকের সিএনজিও এমনভাবে দাঁড় করানো যে আগের বাসকে পাশ কাটিয়ে যাবে, সে সুযোগও নেই। অগত্যা যা হবার তাই হলো। দ্বিতীয়বার সিগন্যালে আটকে গেল। নিজের অজান্তেই সামনের বাস ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে 'চ' অক্ষরের একটি গালি দিয়ে বসল শফিক। এইসব পুরাতন নষ্ট গাড়িগুলোর জন্যই ঢাকা শহরের জ্যাম আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। অবশেষে যখন সে সিগন্যাল থেকে ছাড়া পেল তখন ঘড়িতে বাজে এগারোটা পঁয়ত্রিশ। আর আশা নেই।

শ্যামলী পর্যন্ত সিএনজি ভালোই এগোলো। কিন্তু এর পরেই আবার সেই ধীরগতি। শফিকের মনে হলো সিএনজির গতি যেন হেঁটে চলা মানুষের চেয়েও ধীরে। কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি সে চলে এসেছে। তাই আর বসে না থেকে সে সিএনজি থেকে নেমে ব্যাগগুলো ঘাড়ে নিয়ে দৌড় দিল। হালকা বৃষ্টি হয়েছে। তাই রাস্তায় পানি জমেছে। একবার পা পিছলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও নিজেকে সামলে নিল। একটানা দৌড়ের কারনে শফিকের পা অবশ হয়ে আসছে। অবশেষে কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডে যখন যে পৌঁছাল তখন ঘড়িতে বাজে এগারোটা পঞ্চাশ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ মিনিট লেট। মাহিন ট্রাভেলসের কাউন্টারের সামনে কোনো এসি বাস নেই। এমনকি রাজশাহীগামী কাউন্টারগুলোর সামনেও কোনো এসি বাস থেমে নেই। আজ আর যাওয়া হলো না শফিকের। ক্লান্ত পায়ে মাহিন ট্রাভেলসের কাউন্টারে ঢুকল সে। ব্যাগগুলো রেখে একটি চেয়ারে বসে পড়ে। অসম্ভব মন খারাপ তার। এখন কী করবে সে? এমন দিনে বাসের সব টিকেট বুকিং থাকে তাই পরে বাসেরও টিকেট সে পাবে না। শফিকের চোখ ছলছল করছে।

এ রকম সাতপাঁচ চিন্তায় যখন সে মগ্ন তখন কাউন্টারের একজন বলল,

– রাত এগারোটার যাত্রী যারা, বাসে ওঠেন।

শফিকের হৃৎপিন্ডটা লাফিয়ে উঠল। এগারোটার বাস এখনো ছাড়েনি। তার বাস সোয়া এগারোটায়। সে ভয়ে ভয়ে কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

– ভাই, আপনাদের সোয়া এগারোটার এসি বাসের খবর কী?

– দুঃখিত স্যার, রাস্তায় প্রচুর জ্যাম। জ্যামের কারণে বাস এখনো ঢাকায় ঢুকতে পারেনি। আরো এক ঘন্টা দেরি হবে। বোঝেনই তো ..... ঢাকার জ্যাম।

লেখক: ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

পঁচিশের মহাবিপর্যয়

জীবন রহমান

তারিখ: ১২/১১/৩৬২২৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম

[লেখকের কথা: এ লেখাটি ৩৬২১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলের সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে নেয়া। পৃথিবীতে ডাইনোসরের বিলুপ্তি যেমন বহুল আলোচ্য বিষয়, তেমনি 'পঁচিশের মহাবিপর্যয়' আজ মানুষের মুখে মুখে।]

২৫০২৫ সাল। প্রত্যন্ত এক গ্রাম। অবশ্য এখন প্রথিবীতে গ্রাম বলতে কিছু নেই। সবই শহর। মানুষ এখন রোগ, জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য, দৈব-দুর্বিপাক,দুর্ঘটনা, হিংসা, হানাহানি, হত্যা, আত্মহত্যা সবকিছু থেকে মুক্ত। প্রকৃতি এখন শতভাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণে। এখানে সবকিছু নির্ভুল গাণিতিক হিসেবে চলে। মানুষকে এখন কাজ করতে হয়না। কথাটা একটু ভুল হলো। সে কাজ করে তবে কাজের জন্য এখন তার আর শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন পড়ে না। কাজ হয় মস্তিষ্কে, অতঃপর প্রোগ্রামে, সেখান থেকে সেন্ট্রাল ডাটাবেজে। এজন্য তাকে সেন্ট্রাল ডাটাবেজের সাথে যুক্ত থাকতে হয়। জন্মের সাথে সাথে তার ডিএনএ প্রোফাইল, মস্তিষ্কের নিউরন কোডিং, রক্তের কোডিং এগুলো ন্যাশনাল সুপ্রিম কাউন্সিলে জমা প্রদান করতে হয়। তখন সে একটি আইডি পায়। সে আইডিই তার পরিচয়। তখন মানুষ হিসেবে তার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এক নির্বাহী কমিটি ওই সুপ্রিম কাউন্সিলের নেতৃত্বে থাকে। তখন তারা তাকে কর্মরত রোবটদের প্রোগ্রামের সাথে ট্যাগ করিয়ে দেয়। উৎকর্ষের এ যুগে রোবটদের অনেক ভুমিকা। তাদেরকে অনেক শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তারা খাদ্য উৎপাদন করে,কলকারখানা চালায়,জল-স্থল-নৌ-আকাশ পথে যান চালায়, ব্যবসা পরিচালনা করে,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করে, গৃহস্থালি কাজ-কর্ম করে, আরো অনেক কিছু। তারা নিখুঁতভাবে প্রোগ্রামিং করা থাকে। কোনো বছর কত টন খাদ্য ফলাতে হবে, কত টন বাজারজাত করতে হবে, কত টন প্রসেস করতে হবে, কত টন শিল্পোৎপাদন দরকার, কত কিমি রাস্তা বানাতে হবে সব নির্দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের কাছে পৌঁছে যায়। মানুষ এখন আর হৃদয় দ্বারা চালিত নয়, সে এখন চলে মস্তিষ্কে। এখন ডিএনএ দেখে আগেভাগে সবকিছু বলে দেওয়া যায়। কারো ডিএনএ তে কোনো ত্রুটি থাকলে সেটি সারিয়ে মানুষকে নিখুঁত মানবে পরিণত করা হচ্ছে। তবে মানবিক অনুভুতিগুলো এখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। কিন্তু সেগুলো কৃত্রিম। একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়ম মেনে সুখ-দুঃখ- আনন্দ-বেদনা-প্রেম-ভালোবাসার অনুভুতিগুলো চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে সবার মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে।

তখন একটি গুরুতর প্রশ্ন সামনে এসে পড়ে। শিশুদের নিয়ে কী হবে? তারা কি জন্মাবে? নাকি শিশুমুক্ত পৃথিবী বিরাজ করবে? এ বিষয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। অবশেষে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ভোটাভুটি শেষে শিশুর জন্মগ্রহণের অধিকার কোনোমতে রক্ষা পায়। তবে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিখুঁত নিখুঁত সব মানব শিশুর জন্ম দেয়া হবে এবং জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে সর্বোচ্চ পরিষদের সিদ্ধান্তে কতিপয় লোককে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যারা অসৃজনশীল(রোবটদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উন্নয়নে আর কাজ করতে না পারা), অযোগ্য, যাদের মস্তিষ্ক থেকে ২ বিলিয়ন টেরাবাইট ডাটা স্থানান্তর হয়ে গেছে; তাদের বেছে নেওয়া হয়। এভাবে নিখুঁত ভারসাম্য মেনে সবকিছু ঘটে চলছিল।

কিন্তু গত বিশ বছর ধরে সিস্টেমে রেড অ্যালার্ট বেজে চলছে। এতে রোবটরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঠিকমতো সিগন্যাল নিতে পারে না। এদের কর্মদক্ষতা কমে যায়। কোথাও কোথাও দু'-একটা রোবট ডেড হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। ন্যাশনাল সুপ্রিম কাউন্সিল উদ্বিগ্ন। এমন সময় গঢঘ-১০২৪ স্ট্রিটে এক আগন্তুক ধরা পড়ে। তাকে কাউন্সিল কক্ষে নিয়ে আসা হলো।

- তোমার আই ডি নম্বর বলো?

- আমার কোনো আইডি নাই। আমি মানুষ। আমার নাম হিমু।

- তা হতে পারে না। এখানে সবাই আইডি দিয়ে পরিচিত। তোমার আইডি বলো?

- আজ থেকে প্রায় ২৩ হাজার বছর আগে এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তার গল্পে এই নামটা ব্যবহার করেছিলেন। তার(হিমুর) বাবা তাকে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। আমার বাবা আমাকে সাধারণ মানুষ বানাতে চেয়েছেন। যে দুঃখ পেলে হাসবে আবার অতি সুখে কাঁদবে। হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়বে আবার আশায় ভেলা ভাসাবে।ভয় পেলে দৌড়ে পালাবে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে রুখে দাঁড়াবে। সে সুন্দর দেখে মুগ্ধ হবে, কবিতা লিখবে, গান বানাবে। যে জীবনকে ভালোবেসে তার এত আয়োজন, ভালোবেসে সে জীবন বিলিয়ে দেয় অকারণ।

- আমরা সেই প্রাচীন সভ্যতা ফেলে এসেছি অনেকদিন আগে। এখন উৎকর্ষের যুগ। তোমার এই চিন্তা ভাবনা আমাদের পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। আমাদের মহান রোবট সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। তারা তোমাকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের System Failure হয়ে যায়। সুতরাং তোমার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হলো।

অতএব তাকে ডেথ চেম্বারে নেওয়া হলো। দু'জন রোবট এগিয়ে এলো। আসামীর মুখে ব্যঙ্গের হাসি। রোবটরা আবারো বিভ্রান্ত। আসামীর তো দুঃখ দুঃখ ভাব থাকার কথা। তাহলে সে হাসছে কেন? যথারীতি System Failure ও রোবটগুলো ঢলে পড়ল। তারপর দু'-জন কাউন্সিল মেম্বারের উপর মৃত্যুদন্ড কার্যকরের দায়িত্ব পড়ল। তারা এগিয়ে আসলো। আসামির চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তার চোখে মুখে রাজ্যের বিস্ময় ও হতাশা। তার দৃষ্টিবানে সদস্যরা তীব্র অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো। ঝরঝর করে ভেঙ্গে পড়ল তাদের ভিতরকার সভ্যতার অহংকার। তারা আত্মহত্যা করে বসল। সাথে সাথে নেমে এলো এক মহাবিপর্যয়! সদস্যদের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ল। সেন্ট্রাল ডাটাবেজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রন কক্ষের সাথে রোবটরা হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। যেখানে সেখানে রোবটদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। রোবটরা ছিল মানবজাতির কর্মী বাহিনী। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তার প্রভাব মানুষের উপর এসে পড়ে। মানুষের সরবরাহ চক্র ভেঙে পড়ে। চারিদিকে চরম খাদ্যাভাব আর বিশৃঙ্খলা। জলে-স্থলে- অন্তরীক্ষে রোবট ও মানুষের লাশের স্তুপ। এ ঘটনায় মানবজাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে লাখখানেক মানুষ বেঁচে যায়। তারা হয়ে থাকল কালের সাক্ষী। ধ্বংস আর লাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা দেখল তাদের সম্বল বলতে রইল মাত্র দুটো জিনিস। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের বহর আর কোটি কোটি বইয়ের বিশাল সংগ্রহ। সেখান থেকে শুরু হয় সভ্যতা পুনঃ নির্মাণের ইতিহাস।

প্রকৃতপক্ষে যেদিন থেকে মানুষ আত্মার বিকাশ না চেয়ে যন্ত্রের বিকাশ চেয়েছে, সেদিন থেকেই তার বিলুপ্তির ভিত রচিত হয়।

লেখক: উপবিভাগিয় প্রকৌশলী, শেরে বাংলানগর মেডিক্যাল কলেজ, গণপূর্ত উপবিভাগ, ঢাকা

কিছু ভয়ংকর সুন্দর ফুল

ডা. এম. আশিক আউয়াল

ফুল আমাদের সবার প্রিয়। ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই ভালোবেসে ফুলদানিতে ফুল রাখি, ঘরের টবে ফুলের গাছ পরিচর্যা করি, বাগানে ফুলের গাছের সাথে সময় কাটাই, ফুল দিয়ে ভালোবাসা জানাই। কিন্তু আপনি কি জানেন আপনার চারপাশে এই আপাত-নীরিহ কিছু ফুল হতে পারে ভয়ংকর। আসুন আজ এমনই কিছু ফুলের কথা জেনে নিই যেগুলোর সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রাণঘাতী ভয়ানক সব বিষাক্ত রাসায়নিক। বিষের তীব্রতা বিবেচনা করে রইল কয়েকটি ফুলের পরিচিতি।

ক. উলটচন্ডাল, Flame Lily, Glory Lily, Fire Lily. বৈজ্ঞানিক নাম : Gloriosa superba.

এই ফুলটি হয়তো সবাই চেনেন; কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না- এটি কত বিপজ্জনক উদ্ভিদ। এর সৌন্দর্য অসাধারণ এবং এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু এর নাম দিয়েছিলেন অগ্নিশিখা।

এই লতানো গাছটি মানুষ ও গবাদি পশুর জন্য বিষাক্ত। দীর্ঘদিন ধরে এটি হত্যাকান্ডে ও আত্মহত্যায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই গাছের শিকড়, কন্দ, কান্ড, পাতা, ফুল- সমস্ত অংশই বিষাক্ত। এর রয়েছে মিষ্টি আলুর মতো দেখতে কন্দ; যাতে রয়েছে উচ্চমাত্রার কলচিসিন (Colchicine) ও গ্লোরিওসিন (Gloriosine) নামক অ্যালকালয়েড রাসায়নিক। মৃত্যু ঘটানোর জন্য যার ৬০ মিলিগ্রাম যথেষ্ট যা পেটে যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিষক্রিয়া শুরু করে।

মাথা ঘুরানো, বমি, মুখ অবশ হয়ে যাওয়া, গলায় জ্বালাপোড়া, পেটব্যাথা এবং রক্ত সহ ডায়রিয়া প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়। বিষক্রিয়া বেশি হলে মাংশপেশীর ক্ষয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের অক্ষমতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, শরীরের অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেধে যাওয়া, প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসা, মানসিক অসাম্য, খিচুঁনি, এবং কোমা ঘটতে পারে।

মৃত্যু না ঘটলেও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে শরীরের চামড়া উঠে যেতে পারে বা মহিলোদের ক্ষেত্রে প্রস্রাবের সাথে দীর্ঘমেয়াদে রক্তপাত হতে পারে। এর প্রতিক্রিয়ায় চুল পড়ে যেতে পারে বা পুরো শরীর লোমহীন হয়ে যেতে পারে।

খ. ভেড়েন্ডা ও জ্যাট্রফা।

১. সাদা ভেরেন্ডা, জামাল গোটা, Physic Nut, Barbados nut. বৈজ্ঞানিক নাম: Jatropha curcas L.

২. লাল ভেরেন্ডা, Bellyache bush, Black physicnut, বৈজ্ঞানিক নাম: Jatropha gossypiifolia

৩. জয়তি, সুগন্ধি জয়তী, Peregrina or Spicy Jatropha, বৈজ্ঞানিক নাম: Jatropha integerrima, Jatropha hastata,

৪. বুদ্ধপেটি জয়তী, Buddha belly plant, Bottleplant, Goutystalk nettlespurge, বৈজ্ঞানিক নাম: Jatropha podagrica

Jatrophai এই চারটি প্রজাতিই বিষাক্ত। এর মধ্যে প্রথম দুটি ঝোপ-ঝাড়ে, পতিত জমিতে প্রাকৃতিক ভাবেই জন্মে। আর পরের দুটি সৌন্দর্য্যবর্ধক হিসেবে বাগানে বা বাড়িতে লাগানো হয়। সাধারণত গবাদিপশু ও এদের পাতা খায় না এবং এদের থেকে দূরে থাকে। এজন্যই গ্রামে ভেড়েন্ডার গাছ দিয়ে ক্ষেতের বেড়া দেয়া হয়।

এ গাছগুলোর সবকিছুই বিষাক্ত, বিশেষ করে বীজ। Jatrophai প্রধান বিষাক্ত উপাদানটি হচ্ছে কার্সিন (Curcin) যা একধরনের Phytotoxin বা Toxalbumin. এই রাসায়নিকটি বীজে, ফলে এবং বাকলের কষে বিদ্যমান।

বীজ পেটে যাওয়ার আধা ঘন্টার মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হতে পারে। প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে তীব্র পেটব্যথা, গলায় জ্বালাপোড়া শুরু হয়। এরপর মাথা ঘোরানো, বমি ও ডায়রিয়া শুরু হয়। বমি ও ডায়রিয়ার সাথে রক্ত যেতে পারে। অধিক লালা ও ঘাম হতে থাকে এবং এর ফলে শরীরের পানি বেরিয়ে যেতে থাকে।

তীব্র বিষক্রিয়ায় আন্ত্রিক রক্তক্ষরণ (haemorrhagic gastro-enteritis) এবং বমি ও ডায়রিয়ার ফলে সৃষ্ট পানিশূন্যতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাছাড়া খিঁচুনি এবং স্নায়াবিক দৌর্বল্যও ঘটে থাকে এবং শিরা-ধমনী চুপসে যেতে পারে।

এদের বীজেও ৪০% তেল থাকে যাতে Curcanoleic acid নামক রাসায়নিক বিদ্যমান। এটি ডায়রিয়া ঘটায়। এ ছাড়াও এতে রয়েছে Hydrocyanic acid, Tetramethylpyrazine, যা হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও চামড়ায় দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

গ. ১। কলকে, পীত করবী, Yellow oleander, Mexican oleander, Lucky Nut. বৈজ্ঞানিক নাম: Cascabela thevetia (syn: Thevetia peruviana). কলকে আমাদের খুব পরিচিত গাছ। পরিত্যক্ত স্থানে, পথপাশে অথবা বাড়ির বাগানে এই গাছ প্রায়ই দেখা যায়। চিকন ও সরু, ঘন-সবুজ পাতার ভেতর হলুদ ফুল ভরা কলকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

কিন্তু এ গাছটির ফল, বীজ, পাতা, ডালের কষ সবকিছুই অত্যন্ত বিষাক্ত। গাছটির যেখানেই আঁচড় লাগুক, সেখান থেকেই বিষাক্ত কষ বের হয়। এই গাছের দুটি পাতাই একটি শিশুর মৃত্যুর জন্য যথেস্ট (two Thevetia peruviana leaves may be sufficient to kill a 12.5 kg child -Ellenhorn and Barceloux, ১৯৮৮). কলকের প্রধান বিষাক্ত উপাদানটি হচ্ছে থিবেটিন (Thevetin A & B) যা এক ধরনের Cardiac glycosides; এ ছাড়াও এতে Thevetoxin, Peruvoside, Ruvoside and Nerifolin নামক বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে।

গ. ২। করবী, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, Oleander, Rose-bay, Adelfa, Rosa Laurel. বৈজ্ঞানিক নাম: Nerium oleander বা Nerium indicum. সাদা, গোলাপী বা লাল রঙের করবী ফুল হয়। সৌন্দর্য্যবর্ধক হিসেবে বাগানে বা বাড়িতে লাগানো হয়। ফুলের সৌন্দর্যের কারনে এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতে এর অসংখ্য উল্লেখের ফলে করবী সুপরিচিত ফুল। কবিতা ও গানে যত প্রসংশাই করা হোক না কেন- এ গাছটিরও সকল অংশ বিষাক্ত, এমনকি ডালের কষও। এর একটি পাতাই (০.৫ সম/শম of N. Oleander leaves) মানবদেহে বিষক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রধান বিষাক্ত উপাদানটি হচ্ছে ওলিএন্ড্রিন (Oleandrin); এটিও একধরনের Cardiac glycosides. ওলিএন্ড্রিন ছাড়াও এতে আরো প্রায় ১০ ধরনের cardiac glycosides থাকে।

এই দুটি গাছই Apocynaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই দুটি গাছই প্রায় একই রকম বিষক্রিয়া ঘটায়। থিবেটিন এবং ওলিএন্ড্রিন দুটি রাসায়নিকই cardiac glycosides; যা প্রধানত হৃদযন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে। অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, এমনকি মৃত্যু ঘটতে পারে। এছাড়াও আন্ত্রিক ও স্নায়াবিক প্রতিক্রিয়া ঘটে।

বিষক্রিয়ার প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে মাথা ঘোরানো, বমি, তীব্র পেটব্যাথা, ডায়রিয়া শুরু হয়। অধিক লালা ও ঘাম হতে থাকে। এরপর হৃদযন্ত্র ও স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। হৃদস্পন্দন ধীর হয়ে যায় এবং হৃৎপিন্ডে ব্লক (AV block) তৈরী হতে পারে। অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের (Ventricular fibrillation) ফলে হৃৎপিন্ডে পর্যাপ্ত পরিমানে রক্ত সঞ্চালন করতে পারে না। রক্তচাপ কমে যেতে থাকে ও জ্ঞান লোপ পেতে পারে। শারীরিক ও মানসিক শৈথিল্য (Ataxia, drowsiness) এমনকি খিঁচুনি ও কোমা ঘটতে পারে।

উপরের সবগুলোই গাছই শিশুদের নাগালের ভেতরই থাকে এবং এদের ফুল, পাতা বাচ্চাদের কাছে আকর্ষনীয় ও খেলার সামগ্রী হতে পারে। তাই সচেতনতা ও সাবধানতা জরুরী। অনেকে এদের ঔষধি বা ভেজষ গাছ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় বা ঔষধ তৈরীতে এদের ব্যবহার আছে. তবে Theraputic dose ও Toxic dose এর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হতে পারে। মনে রাখবেন ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের আগে এদেরকে নানা ভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। তাই নিজে না বুঝে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে যাবেন না।

সৌন্দর্য্য উপভোগ করুন, কিন্তু সাবধানতার সাথে। শিশুদের এদের থেকে দূরে রাখুন।

তথ্যসূত্রঃ http://www.inchem.org/pages/pims.html

লেখক: এমএস রেসিডেন্ট, বিএসএমএমইউ

আমার আপন আরশি- ৩

সুজন দেবনাথ

১।

আমি তখন একাদশ শ্রেণি।

নটরডেম কলেজে পড়ি। বাবার সাথে নদীপথে লঞ্চে ঢাকায় আসা-যাওয়া করি। সে সময় শরীয়তপুর থেকে ঢাকার বাস চালু হয় নি। প্রমত্তা পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিয়েই বাড়ি থেকে ঢাকায় আসতে হয়। আমি লঞ্চে ঘুমাতে পারি না। কিন্তু আমার বাবা লঞ্চে ঘুমানোর অসীম ক্ষমতার অধিকারী। লঞ্চ স্টার্ট করে মাত্র দুইশ মিটার না যেতেই বাবার নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। একেবারে লঞ্চের ইঞ্জিনের সাথে সুরে সুরে। আর এটা নিয়ে আমার কিশোর মনে চলতে থাকত কত ভাবনা, কতনা দুর্ভাবনা।

হয়তো কোনো একদিন লঞ্চের ডেকে বসে আছি। পাশের বিছানায় আমারই বয়সী একটা টুকটুকে মেয়ে। মাঝে মাঝে মেয়েটার সাথে এক-আধটু চোখাচোখি হচ্ছে। বেশ লাগছে। মাথার মধ্যে হালকা করে ভ্রমর গুনগুন করতে শুরু করেছে। এভাবেই বুঝি শুরু হয়! এমন সময় বাবা শুরু করলো নাক ডাকা। ছি! এই সময় বাবা নাক ডাকার মত এমন একটা গর্হিত কাজ করতে পারলো? মেয়েটা আমাকে কি ভাবছে? প্রেস্টিজ আর কিচ্ছু থাকলো না। হলো না। বাবাটাকে আর পাল্টানো গেলো না। তবে যখন বাবা লঞ্চের কেবিন ভাড়া করতেন, তখন আর এই সমস্যা নেই। কেবিনে শুয়ে বাবা যতই নাক ডাকুক, কোনো তরুণীর কাছে আমার প্রেস্টিজ মাটি হবার সম্ভাবনা নেই।

তো একবার কেবিনেই বাড়ি যাচ্ছি। যথারীতি আমি আর বাবা। কেবিনটায় আলো একেবারেই নেই। অতি ছোট্ট একটা টিউবলাইট। আমি তখন যেখানেই যেতাম, হাতে থাকত বই। সেদিন ঐ আলোতেই বই খুলে বসলাম। বাবা বললেন, 'এই আলোতে বই পড়া যাবে না। এমনিতেই তুমি চশমা পরো, চোখের বারোটা বাজবে - বই বন্ধ।' এই বয়সটাতেই ছেলেরা প্রথম বাবাকে তাদের প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। বাবাই যেন তার সব কিছুর বাধা। কেন বাবা তাকে সব কিছুতে বাধা দেন? কেন সে যা করতে চায় বাবা সব সময় তার উল্টোটা করতে বলেন? বাবাই তার স্বাধীনতার পথের কাঁটা। তবু মেনে নিতে হয়। আমিও মেনে নিলাম। বই বন্ধ করলাম। একটু পরে বাবার চোখ বুজে গেলো। ভাবলাম - বাঁচা গেলো। আবার বইটা খুলে বসলাম।

মিটমিট করে চোখের একেবারে সামনে নিয়ে বই পড়ছি। হঠাৎ বইটাতে একটা টান। আমার তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া। বাবার কুম্ভকর্ণ ঘুম যে এখন ভাঙতে পারে, তা আমি কল্পনাও করি নি। বাবা কিন্তু কিচ্ছু বললেন না। ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বের করলেন। আমার বইয়ের উপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, এইবার পড়। তিনি আলো ধরে আছেন-আমি পড়ছি। কি যন্ত্রণা! যেই লোকটার এতক্ষণে নাক ডাকার কথা, তিনি সেটা না করে আমার বইয়ের উপর টর্চ ধরে বসে আছেন। আমি বললাম, টর্চটা আমাকে দিয়ে তুমি ঘুমাও। তিনি দিলেন না। আসলে বাবা জানতেন, একটু পরেই আমি বই খুলে বসব। তাই তিনি আসলে ঘুমান নি। ঘুমানোর ভান করেছিলেন।

তখন বুঝিনি – পৃথিবীর সকল সন্তানকেই তার নিজের চেয়ে পিতাই অনেক বেশি চিনেন। আমার আমি তো কৈশোর পার হবার পরের আমি। কিন্তু বাবার আমি আমার প্রথম চিৎকারের আমি। প্রথম হাঁটতে শিখার আমি। প্রথম কথা বলার আমি। আমার প্রথম মিথ্যে বলার সাক্ষী তিনি। তিনিই আমার প্রথম ভুল ধরে ফেলা পুলিশ। আমাকে শাস্তি দেয়া প্রথম বিচারক। আমাকে ভালো মানুষ করার প্রথম গুরু। বাবাই আমাদের প্রথম আইডল।

যাই হোক এক সময় আমি আর বাবা দুজনেই ঘুমিয়ে গেলাম। কিন্তু আমি তো লঞ্চে ঘুমাতে পারি না। একটু পরে ঘুম ভেঙে গেল।

আবার বই বের করলাম। টর্চের আলোতে পড়ছি স্টিফেন হকিং-এর 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'। হকিং সাহেব শুরু করেছেন - A well-known scientist (some say it was Bertrand Russell) once gave a public lecture on astronomy .... বিখ্যাত বিজ্ঞানী লেকচার দিচ্ছেন - পৃথিবী গোল, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। পেছন থেকে এক বৃদ্ধা উঠে বললো, যত্তো সব রাবিশ কথাবার্তা! পৃথিবী তো ফ্লাট - একটা বড় কচ্ছপের পিঠে বসে আছে। বিজ্ঞানী বললো, বেশ তাই সই - তাহলে কচ্ছপটা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে? বৃদ্ধা রাগ করে শাসিয়ে উঠলো, আমার সাথে চালাকি করো না সবার নিচে তো কচ্ছপটাই আছে তার নিচে আবার কি আছে? আমি পড়ছি আর হাসছি। ভাবছি আজ রাতেই পুরো 'ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' বইটা শেষ করে ফেলব - যদি ততক্ষণ টর্চের আলোটা থাকে।

হঠাৎ লঞ্চটা একটু জোরে দুলে ওঠলো। সময়ের সাথে সেই দুলুনি একটু একটু করে বাড়ছে। বাবার ঘুম ভেঙে গেলো। বাবা বুঝতে পারলেন নদীতে ঝড় উঠছে। তিনি লাফ দিয়ে কেবিনের দরজা খুলে ফেললেন। আমাকে বললেন, ফুল প্যান্ট খুলে ফেল, শর্টস পড়ে নে। আমি তাই করলাম। একটু পর আবার বললেন, জামা খুলে ফেল। লঞ্চ ডুবে গেলে সাঁতার দিতে হবে গায়ে কিচ্ছু রাখার দরকার নেই একেবারে হালকা হয়ে নে। কিন্তু আমি দেখলাম, বাবা এখনও ফুল প্যান্ট পরে আছেন সাথে মাফলারও আছে।

আমার গায়ের সব কিছু খুলে আমাকে একেবারে হাল্কা করছেন। কিন্তু নিজে যে সবকিছু পরে আছেন সেটা তাঁর মনেই নেই। লঞ্চের দুলুনি আরও বাড়ছে। মাঝে মাঝে একদিকে অনেকটা কাত হয়ে যাচ্ছে। বাবার চোখ উদভ্রান্ত। আমার দিকে তাকাচ্ছেন আর ভাবছেন আমার জন্য আর কি করা যায়?

হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আরে লঞ্চে তো বয়া আছে - বয়া ধরে তো পানিতে ভেসে থাকা যায়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সবগুলো বয়া দখল হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার তো লাগবেই - অন্তত একটা বয়ায় আমার জন্য এক ফোঁটা জায়গা তাকে করতেই হবে। বাবা ছুটছেন পাগলের মত। এদিক থেকে ওদিক। আমি কিছুতেই তাকে থামাতে পারছি না। লঞ্চটা একেকদিকে হেলে পড়ছে। তার মধ্যেই বাবা ছুটছেন। কিন্তু প্রতিটা বয়ার চারপাশে অনেক লোক। বাবা সামনে যেতেই পারছেন না। আমি শুনছি তিনি কাকে যেন বলছেন 'ভাই, আমার কিচ্ছু লাগব না, তুমি এই ছেলেটারে বয়াটা একটু ধরতে দিও।'

আমার বুক ফেটে কান্না আসছিলো। একটু পরে লঞ্চ ডুবে গেলে আমি মারা যাব - সেটা আমার মনেই হচ্ছিলো না। শুধু কান্না আসছিল বাবাকে দেখে। আমাকে বাঁচাতে - শুধু আমাকেই বাঁচাতে - তিনি নিজেকে তুচ্ছ করে যেভাবে ছুটছেন সেটা দেখে আমার বুক ফেঁটে যাচ্ছিল।

অতি বড় দুঃসময় নাকি হঠাৎ করেই কেটে যায়। সেই রাতের ঝড়টাও যেন একসময় হঠাৎ করেই থেমে গেলো। কিন্তু সেই রাত আমাকে অনেক বড় করে তুললো - আমার বয়স অনেকটা বাড়িয়ে দিলো। আমি বুঝতে শিখলাম আমার কিশোর বয়সের বাবা আমার প্রতিপক্ষ নয়। তিনিই আমার কচি বয়সের অশ্রয়, আমাকে সঠিক লাইনে রাখার কম্পাস। আমার সবচেয়ে ভালোবাসার জায়গা। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আমাকে বাঁচাতে চায়, এমন মানুষ পৃথিবীতে মা-বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার মনে হলো বাবার নাক ডাকার শব্দের চেয়ে পবিত্র শব্দ আমার জন্য আর নেই।

আমি এখন দেশ বিদেশে ঘুরি। মায়ের সাথেই ফোনে কথা বলি। বাবাকে দরকার ছাড়া ফোনও দেয়া হয় না। বাবার নাক ডাকার মতো অতো পবিত্র শব্দ আমি কতদিন শুনি না। তবু আমি জানি আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয়টা আমার জন্য তাঁর ছায়া বিছিয়ে বসে আছেন বাংলাদেশের ছোট্ট এক গ্রামে। আমি অনেক ভাগ্যবান যে আমার একজন বাবা আছেন।

২।

আমার তখন দুধ দাঁতের বয়স।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যাগুলোতে ঠাকুরমা পুকুরের কোণে চাটাইয়ে শুয়ে রূপকথা বুনতেন। রূপকথায় চরিত্র হয়ে নেমে আসত মাথার ওপরের সপ্তর্ষি, ধ্রুবতারা আর কালপুরুষরা। গল্পে ভেসে ভেসে এরা আমার খেলার সাথী হয়ে উঠল। কিছুদিন পরে ঠাকুরমার কাহিনীতে সপ্তর্ষির বলিষ্ঠ, পুলস্ত্যদের জায়গায় বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথরা চলে এলেন। তখন সূর্য ডুবলেই আমার আকাশে সন্ধ্যাতারা হয়ে ভেসে উঠতেন বিদ্যাসাগর। নিজেকে ভাবতাম এক দরিদ্র-মাতৃভক্ত বালক বিদ্যাসাগর, যে কিনা অতি অল্প বয়সেই দুনিয়ার সকল বিদ্যা আয়ত্ত্বে এনে, অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করে সমাজের জন্য, শিক্ষার জন্য সব অকাতরে বিলিয়ে দেবে। এমন খেলা

করতে করতে দিনে দিনে আকাশ হয়ে উঠল 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন' । ঠাকুরমা গল্প শেষে প্রায়ই বলতেন আকাশের মতো বিশাল হতে হবে । বলতে বলতে তিনি নিজেই একদিন আকাশের শুকতারা হয়ে গেলেন । আর বিদ্যাসাগরও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন স্বর্গের বিধবাদের বিবাহ দিতে । আমার নিজের জন্য রইল শুধুই আকাশ - শৈশবের প্রত্যেকটা অভিযোগ জমা রাখার নিজস্ব ডেটাবেজ, প্রত্যেকটা আনন্দ শেয়ার করার সাতরঙা মনিটর । আসলে আকাশই ছিল আমার শৈশবের ফেইসবুক ।

স্কুল পাশ করে যেদিন লঞ্চে করে ঢাকায় আসছিলাম, পদ্মায় ধুয়ে যাচ্ছিল আমার শৈশব, ভেসে যাচ্ছিল শৈশবকে ছুঁয়ে থাকা আকাশ । ঢাকায় এসে ওই আকাশটাকে আমি আর পাইনি । উঁচু উঁচু বিল্ডিংয়ের ফাঁক দিয়ে ওপরে তাকালে যা দেখতাম, তাকে আর নিজের মনে হতো না ।

নটরডেম কলেজ শেষ হলে গ্রাজুয়েশনের জন্য আমাকে টেনে নিল সিলেট । সেশন জ্যাম, ঝুলে থাকা ভবিষ্যত, চিঠিতে করে বাবার ফাঁকা পকেটে ইঁদুর চালান দেওয়া মিলিয়ে সময়টা ছিল বিবর্ণ - একেবারে বাংলাদেশের গতানুগতিক স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রের মতোই । সেই বিবর্ণ সময়ে মুচকি হেসে চোখ টিপে হাজির হয়েছিল আমার শৈশবের আকাশটা । সারাদিন ইলশে গুড়ি বৃষ্টি নিয়ে সিলেটের আকাশ কিছু না বলেই রঙ বদলায় । মেঘ খুবই ঘন ঘন দুগ্ধবতী হয়, আর আকাশও সারাদিনই একটু একটু করে নামতে থাকে প্যারাস্যুট বেয়ে । এই নেমে আসা মেঘের দুধে আমার কষ্ট ভিজে তুলোর মতো হয়ে যেত, ব্যথা লাগত না । আবার মাঝে মাঝে মেঘ বিদায় নিলে মেঘালয়ের ঝকঝকে শিলং পাহাড়ের সারি রবি ঠাকুরের লাবণ্যের আঁচলের মতো ভেসে উঠত উত্তর আকাশে । চারতলার ওপরে মেসের বারান্দা থেকে একেবারে ঝকঝক করত শিলং । আমি তখন অমিত রায়, আমার বারান্দা 'শেষের কবিতা'- চোখের সামনে লাবণ্য হাঁটছে শিলঙের ঝকঝকে চূড়া বেয়ে । আকাশ বলছে, 'For God's sake hold your tongue and let me love'. আমি যেন সেই দেড়শো বছরের বুড়োর মতই কাকে যেন শোনাচ্ছি 'ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে, ওগো দক্ষিণ-হাওয়া প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে চারি চক্ষুতে চাওয়া' আকাশের সাথে এমন প্রেম প্রেম খেলতে খেলতে একদিন সিলেট থেকে চলে আসলাম । ঢাকায় এসে ওপরের দিকে তাকালেই মনে হতো 'তুমি আর নেই সে তুমি!' বেকারত্ব, চাকরি, সংসার কত কিছু মিলে আকাশের অভাবও আর বিশেষ মনে ছিল না ।

অনেক দিন পরে বুড়া বয়সে আবার পড়াশুনা করতে স্বাদ হলো । আসলাম অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা শহরে । এখানে এসে আবার ফিরে পেলাম সেই অসীম গগনকে আমার শৈশবের ফেইসবুককে । শেশবের মতোইই রাতের আকাশে খুঁজতে শুরু করলাম সপ্তর্ষিমণ্ডলকে । অনেকদিন খুঁজে চলেছি মনে ভীষণ বিরক্তি নিয়ে এক রাতে অস্ট্রেলিয় ফিল্ম আর্কাইভের সামনে দিয়ে আকশের দিকে চেয়ে হাঁটছি । হঠাৎ এক বৃদ্ধা জানতে চাইলেন, কী খুঁজছি? শুনে বললেন, 'আহা, বোকা ছেলে, অস্ট্রেলিয়া তো পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে । আর দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে সপ্তর্ষি দেখা যায় না ।' একেবারে পরিষ্কার বোল্ড । কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলাম । আমি তো ছোটবেলা থেকেই এক ধরনের বোকা । বোকাদের এত কিছু জানতে হয় না!

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা দূর করে হাসিমুখে বৃদ্ধাকে বললাম, 'তুমি সপ্তর্ষি দেখেছ?'

- 'দেখেছি, প্রশ্নচিহ্নের মতো ।শ্রীলংকা গিয়েছিলাম অনেকদিন আগে ।'

- 'এরকম সুন্দর একটা জিনিসকে তোমরা ইংরেজিতে 'গ্রেট বেয়ার' মানে ভলুক নাম দিলে?'

- 'হুম, এখানেই তোমাদের দক্ষিণ এশিয়ার দর্শন, সংস্কৃতির সাথে আমাদের পার্থক্য । আমি জানি, তোমরা ওই তারকামণ্ডলীকে সাতজন ঋষির নাম দিয়েছ । বিস্ময়কে, সৌন্দর্যকে সম্মান করেছ । এই জায়গায় আমরা সেটা করতে পারিনি । কেন পারিনি, সেটা আকাশ বলতে পারবে । আকাশ সব জানে - আকাশের চেয়ে বিশাল তো আর কিছু নেই!' তাকিয়ে তাকিয়ে বৃদ্ধার চলে যাওয়া দেখছিলাম ।

শব্দটা তখনও ভাসছিল - 'আকাশ সব জানে - আকাশের চেয়ে বিশাল তো আর কিছু নেই!'

একথা কিন্তু ভিক্টর হুগো মানবেন না - লা মিজারেবলে মানুষের আত্মাকে তিনি আকাশের থেকেও বড় করে তোলেন । 'There is one spectacle grander than the sea, that is the sky; there is one spectacle grander than the sky, that is the interior of thesoul.' তাঁর মতে আত্মা নাকি আকাশের চেয়েও মাহাত্ম্যপূর্ণ! কী জানি - আমি তো এমনিতেই মাইনাস পাওয়ারের

চশমা ব্যবহার করে বাইরেটা দেখি, আত্মার অন্তঃস্থলের মতো সূক্ষ্ম জিনিস দেখা আমার কাজ নয়। তার চেয়ে মাথার ওপর বিশাল আকাশ দেখতে দেখতে আমি বরং শৈশবের কোলে উঠে আবার নিজেই আকাশ হয়ে যাই। আর একবার না হয় শৈশবের মতো নিখাদ স্বার্থপর হই, সুন্দর কিছু দেখলেই মুগ্ধতা মাখা অকৃত্রিম আকাঙ্খা নিয়ে সেই দেড়শো বছরের বুড়োর থেকে ধার করে ফুঁপিয়ে উঠি - 'তুমি আমারই, তুমি আমারই - মম অসীম গগন বিহারী'।

৩।

২০১৫ এর অক্টোবরের মাঝামাঝি।

সরকারি কাজে ব্রুনেই গিয়েছি। সফরের দ্বিতীয় দিনে সেখানকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন। ওই সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ব্রুনেইয়ের সুলতানের আপন ভাই। সুলতানের মত তাঁর ভাইয়েরও একটা ঝলমলে প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদেই লাঞ্চ। ঝলমলে প্রাসাদে টলমলে খাবার। খাবার টেবিলে বসে কূটনীতিকরা আলাপ শুরু করে কুইজিন (cuisine) নিয়ে। খাবারের মেনু কার্ডে চোখ বুলায়ে আর যেন রসুই ঘর থেকে চলে আসে কথার রসদ। শুরু হয় ছোট ছোট আলাপ। খাবার মানে তো শুধু খাবার নয়। খাবারে মিশে থাকে সংস্কৃতি। পরিবেশনের ধরণে থাকে শিল্পবোধ। টেবিলের পরিবেশে ফুটে ওঠে গৃহস্বামীর আতিথেয়তা। পুরো বিষয়টাকে কূটনীতিকরা বলেন - পেটের ভেতর দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ। আর সোজা বাংলায় খাওয়াইয়া মন ভুলান।

এসব ক্ষেত্রে খেতে বসলে আমি আমন্ত্রণকারীকে মন ভুলানোর যথেষ্টই সুযোগ দেই। যতটুকু পারি খাই আর খাবার সাথে আহা, উহু করতে থাকি। যেন এর চেয়ে ভালো খাবার আমি জীবনেও খাইনি - আর ভবিষ্যতেও খাব কিনা সন্দেহ আছে। তো সেদিন আমার টেবিলে বসেছেন ব্রুনেইয়ের ডেপুটি চিফ অফ প্রটোকল (DCP)। ভীষণ রসিক মানুষ। আমি এক একটা খাবারের কথা জিজ্ঞেস করি, আর তিনি আগ্রহ নিয়ে সেটার ধারাভাষ্য দেন। বুঝা যাচ্ছিলো - তিনি বেশ এনজয় করছেন। চোখে মুখে বেশ একটা গর্ব গর্ব ভাব। আমিও মুগ্ধ হবার ভান করেই যাচ্ছি। মুগ্ধতার সবচেয়ে ভালো বিষয় হলো - মুগ্ধ হতে পয়সা লাগে না। বরং বেশি বেশি মুগ্ধ হলে, লাভ হবার সম্ভাবনাই থাকে। মুগ্ধ হতে যদি পয়সা লাগত, আমি নিশ্চিত, আমি সেদিন দেউলিয়া হয়ে যেতাম। খাবারের মেনুতে দেখি মালয়, থাই, চাইনিজ এমনকি আমাদের চিকেন তন্দুরিও আছে। আমি গদগদে হয়ে বললাম, 'ওয়াও, ইটস ডাইভারস টেস্ট একেবারে পাঁচমিশালী স্বাদ'।

ডিসিপি সাহেব মোটামুটি চেঁচিয়ে ওঠলো, 'ইয়েস, ইয়েস, আনিকা! আনিকা রাসা'! আমি অবাক। বললাম, আনিকা? আনিকা তোমার কে হয়?

-কে হয় মানে?

- বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ক্লাসমেট ছিলো, নাম আনিকা। আর তিনি এখন আমার তখনের রুমমেটের স্ত্রী।

-ও! না না, আনিকা কারো নাম নয়। আমাদের ভাষায় আনিকা মানে ডাইভারস (বৈচিত্রপূর্ণ), আনিকা রাসা-ডাইভারস টেস্ট।

- 'হুম, তাই বলো! তোমাদের পাঁচমিশালী স্বাদের কথা বলতে তুমি আনিকারে ডাক দিয়েছো। কিন্তু ডাক দিয়ে তো লাভ নেই। আমাদের আনিকা এখন স্বামীর সাথে কানাডায়। তোমার ডাক শুনতে পাবে না'। সবাই হো হো করে হেসে ওঠলো। বেশ জমে উঠলো আলাপ। চায়ের কাপ তখনো আসে নি, তাই চামচ আর ছুরিতেই ঝড় উঠলো।

ওদিকে লাঞ্চের সাথে অতিথিদের জন্য গানের ব্যবস্থাও ছিলো। হলো ঘরের এক পাশে শিল্পীরা গাইছিলো ধীর লয়ের সুন্দর মালয় সঙ্গীত। কিছু কিছু গানের সুর একেবারে আমাদের মত। আমরা গান নিয়ে আলাপ শুরু করলাম। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, ব্রুনেইয়ের জাতীয় সঙ্গীত কি?

ডিসিপি সাহেব নিরব। কিছু বলছেন না। একটু আগে তাঁর মুখে যে অহংকারের ভাবটা ছিলো, সেটা যেন হঠাৎ উধাও। ঘটনা কি? কোন অন্যায় করে ফেললাম নাকি? আমি তো একটা নিষ্পাপ প্রশ্ন করেছি মাত্র! আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি? উনি আমতা আমতা করে মৃদু স্বরে বললেন, 'অ্যা..... ইট ইজ লাইক দ্য ব্রিটিশ ওয়ান'। মনে পড়লো, ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীত 'God Save the Queen' - স্রষ্টা যেন রাণীকে রক্ষা করেন। পরে জেনেছি - ইংরেজিতে ব্রুনেইয়ের জাতীয় সঙ্গীতের শুরুটা হলো ' God, bless His Majesty with a long life' - স্রষ্টা যেন সুলতানকে দীর্ঘ জীবন দান করেন। দেখলাম, যেসব দেশে

রাজা-রাণী আছে, জাতীয় সঙ্গীতে সেসব দেশের অবস্থা এরকমই। রাজা-রাণীদের মাহাত্ম্য। আর অন্য বেশির ভাগ দেশের জাতীয় সঙ্গীতে সেই দেশ যে শ্রেষ্ঠ - ঐরকম কথাবার্তায় ভরা। একটা স্পষ্ট অহংকারী টোন। অন্য দেশ ছোট আমাদের দেশ বড় এইরকম।

সেদিন ব্রুনেইয়ে বসে আমি উপলব্ধি করলাম - অনেক দেশের জাতীয় সঙ্গীত এমন যে অন্য দেশের মানুষের সামনে সেটি বলতে সংকোচ হতে পারে। ব্রুনেইয়ের রসিক অফিসারটিকে জাতীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গে চুপ করে যেতে হলো। তিনি আমার সামনে তাঁদের জাতীয় সঙ্গীত বললেনই না। শুধু 'ব্রিটেনের মত' বলেই তাঁকে থেমে যেতে হলো। আমি বুঝলাম এই জায়গায় একজন বাংলাদেশি কূটনীতিক হিসেবে আমি অনেক ভাগ্যবান। সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম - আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটি কত চমৎকার। কত আধুনিক। অন্য কোনো দেশের কূটনীতিক জিজ্ঞেস করলে মাথা উঁচু করে বলতে পারি – My Bengal of gold, I love you.

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে বাংলাদেশ আমাদের মা। আমরা সেই মাকে ভালোবাসি। বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস, শোভা-ছায়া, স্নেহ-মায়া আমরা ভালোবাসি। বাংলাদেশ একটা আঁচল বিছায়ে রেখেছে আমাদের জন্য। সেই মায়ের মুখ মলিন হলে, আমাদের চোখ জলে ভরে ওঠে। 'মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন, জলে ভাসি।'

রবীন্দ্রনাথের প্রতিটা সৃষ্টিই একটা সুন্দর পরশের মতো। জাপটে ধরে না। আলতো করে মনের উপর বুলিয়ে যায়। আমাদের জাতীয় সংগীতও তেমনি। কেমন একটা ভিজে ভিজে পরশ এর সুরে। একটা তুলতুলে ভালোবাসা এর প্রতিটি লাইনে।

শুধু দেশপ্রেম আর দেশের প্রকৃতি দিয়ে এমন চমৎকার জাতীয় সঙ্গীত পৃথিবীতে বিরল। অন্যকে ছোট করে নয়; নিজেকে বড় করে নয়; রাজা-রানীর জন্য প্রার্থনা করে নয়; ভালোবেসে শুধুই দেশকে ভালোবেসে আমরা সবার সামনে বলে উঠি

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'

লেখক: ফার্স্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ দুতাবাস, এথেন্স, গ্রিস।

অপ্রেমের সাতকাহন

কামাল আহমেদ মুন্না

** এক **

স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে সবেমাত্র কলেজে উঠেছে আরমান। নবযৌবন প্রাপ্তির অনিবার্য ফলস্বরূপ নিজেকে হিরো হিরো ভাবতে শুরু করেছে! আগের গেট আপ পাল্টে কিছুটা স্মার্টনেস বাড়িয়েছে নিজের! ব্যাকব্রাশ করা চুল, হাতে ব্রেসলেট, টাইট ফিটিং জিন্স আর শার্টে নিজের অবয়বটা ডিফারেন্ট লুকে পরিণত করেছে।

আরমান পথ চলতে এদিক ওদিক তাকায়, যদি কোনো রূপবতীর দেখা পায়, এই আশায়!

আরমানের ইতিউতি অনুসন্ধিৎসু চোখজোড়া সেদিন কলেজের করিডোরে আবিষ্কার করল নয়নহারিণী উদ্ভিন্নযৌবনা এক রূপসী তন্বীকে। কয়েকজন বান্ধবীর সাথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে!

প্রথম দেখাতেই মেয়েটিকে ভাল লেগে গেল আরমানের! সহজ কথায়, লাভ এট ফার্স্ট সাইট!

মেয়েটির গোলগাল ফর্সা মুখ, হরিণীর মত মায়াবী চোখ, পুরু অধর আর কাঁধ ছাপানো চুল এক নিমিষে যেকোনো পুরুষের হৃদয় হরণ করার জন্য যথেষ্ট! কেমন যেন মাদকতা ছড়িয়ে রয়েছে মেয়েটির সারা দেহবল্লরীতে!

সুদর্শন হিসেবে পরিচিত মহলে বেশ কদর রয়েছে আরমানের। তদুপরি এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ ৫ পাওয়ায় ওর কদর আর পরিচিতি দুটোই বেড়ে গেছে।

কলেজে পদার্পণ করে আরমানের মনের মত প্রিয়দর্শিনীর দর্শনলাভ এই প্রথম। ফলশ্রুতিতে ভেতরে ভেতরে মেয়েটির প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ অনুভব করে সে। মনস্থির করে, যে করেই হোক, মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তবে কথা হচ্ছে মেয়েটি বিজ্ঞান বিভাগের (আরমান বিজ্ঞান বিভাগে) ছাত্রী নয়; মানবিক অথবা বাণিজ্য বিভাগের হবে নিশ্চয়ই!

এক ঝলমলে পড়ন্ত বিকেলের ঘটনা। কিছু কেনাকাটা সেরে শহরের এস,এস, রোড থেকে ফিরছে আরমান। এমন সময় কাকতালীয়ভাবে মেয়েটির দেখা পেয়ে যায় সে। মেয়েটির সঙ্গে ওর সমবয়সী দুজন তরুণী, সম্ভবত বান্ধবী।

এক বান্ধবী বলল, 'কেনাকাটা তো শেষ! চল বাড়ি ফিরি'

আরমান বুঝল, ওরা এবার বাড়ি ফেরার পথ ধরবে। মেয়েটির বাসা চিনবার এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করতে আরমানের মন কিছুতেই সায় দিতে চাইল না। সুতরাং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের অনুসরণ করে চলতে থাকে আরমান।

'কান্তা, আগামীকাল কলেজে যাচ্ছিস তো' পথ চলতে চলতে এক বান্ধবীর জিজ্ঞেস।

'হুম! কাল জুবায়ের স্যার সাজেশন দিবেন বলেছেন! যেতে হবে।' আরমানের স্বপ্নরাণীর এই জবাব থেকে জানতে পারে মেয়েটির নাম কান্তা এবং আগামীকাল সে কলেজে যাচ্ছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বনানী আবাসিক এলাকায় পৌঁছে। কান্তা যে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করল আরমান সেটি চিনে রাখল। সফল একটা এডভেঞ্চার শেষে প্রসন্ন মন নিয়ে বাসায় ফিরল।

পরদিন আরমান কান্তার দেখা পায় কলেজের একাডেমিক বিল্ডিংয়ের তেতলার বারান্দার রেলিং ঘেঁষে হাতের কিছু শীটে মনোনিবেশ করা একাকী দাড়ানো অবস্থায়।

নি:সঙ্গ কান্তা কে দেখে আরমানের হার্টবিট বেড়ে যায়; যে হার্টবিটের শব্দ সে বাইরে থেকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। কথা বলবে কি বলবে না।

যদি কান্তা সিন ক্রিয়েট করে, যদি সে আরমানকে অপমান করে।

আরমান কার কাছে যেন শুনেছিল, অপমানিত হওয়াটা হলো প্রেমসোপান অতিক্রমের প্রথম ধাপ। কথাটা কতটুকু সত্যি কে জানে!

তবে বাস্তবে প্রেমে পড়ার জন্য একজনকে অন্যজনের কাছাকাছি যেতে হয়। তাই দ্বিধা শংকা ভুলে আরমান সাহস সঞ্চয় করে কান্তার কাছে গিয়ে বলল,'কেমন আছো, কান্তা?'

আরমানকে অবাক করে দিয়ে কান্তা বলল, 'ভাল আছি। তুমি'

কান্তার কথা শুনে মনে হলো আরমান কান্তার অনেক দিনের চেনা। কথা বলার সাহস বেড়ে যায় আরমানের। নিজেকে ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'অনেক ভাল!'

তারপর ঢোঁক গিলে বলল, 'কান্তা, আমি তোমাকে.....'

ব্যস, ঐ পর্যন্তই। তারপর সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাঁকিয়ে গেল। আর কোনো কথা বের হলো না আরমানের মুখ থেকে।

ভাবলেশহীন কান্তা তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। আরমান কান্তার চলে যাওয়া দেখে।

ঐ ঘটনার পর আরমানের কী যে হলো! কান্তার প্রতি সেই থেকে তীব্র এক টান অনুভব করতে লাগল, যে টান তাকে কান্তার প্রতি গভীরভাবে উতলা করে তুলতে লাগল।

এরপর আরমান বেশ কিছুদিন কান্তাকে ক্যাম্পাসে দেখতে পেল না। বিষয়টা তাকে বেশ মর্মাহত করলেও বন্ধুবলয়ের কাউকে কিছু বলল না শেষে তারা তাকে পচায় এই ভয়ে।

** দুই **

মীর আশরাফ স্যারের কাছে ব্যাচে প্রাইভেট পড়ে আরমান। সেই ব্যাচে পরিচয় হয় কামরানের সঙ্গে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব।

কামরান পাবনা ক্যাডেট কলেজে পড়ছে। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে সে এসেছে। দারুন মেধাবী আর বুদ্ধিমান বলে কামরানের সঙ্গে আরমানের বন্ধুত্বটা অল্প কয়েকদিনেই অনেক গাঢ় হয়েছে।

একদিন কামরান বলল, 'আরমান, প্রাইভেট শেষে আজ তোমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাব।'

আরমান সম্মত হয়।

কামরানদের বাসা আমবাগান কোয়ার্টারে।

দুই বন্ধু বাসায় প্রবেশ করল। আমরানকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে কামরান ভেতরে চলে যায়।

সুন্দর সাজানো গোছানো ড্রয়িংরুম। দেয়ালে সাটানো ওয়ালম্যাটগুলি সুন্দর আর রুচিসম্মত। মার্বেল পাথরের মেঝেতে সারি সারি

লালরঙা টবে ছোট ছোট পাম ট্রি । মৃদুমন্দ বাতাসে পাম ট্রিগুলির সবুজ পাতা এপাশ ওপাশ দুলছে ।

স্বল্প সময়ের নিঃসঙ্গতা কাটাতে টি টেবিলের উপরে রাখা ম্যাগাজিনটি নিয়ে আনমনে পাতা উল্টাতে থাকে আরমান । হঠাৎ এক পৃষ্ঠায় গিয়ে চোখজোড়া নিবিষ্ট হয় তার । কেননা গল্পের নামের নিচে লেখিকার নাম কান্তা রহমান । এই কান্তা সেই কান্তা নয়ত!

'আরমান!' কামরানের ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে আরমান মাথা উঁচিয়ে তাকায় । আর তাকিয়ে কামরানের সঙ্গে যাকে দেখল তাতে তার চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল! এযে তার হবু প্রণয়িনী কান্তা! কান্তা এখানে! কামরানের বাসায়! !নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেনা সে!

আরমান ভেবে কিনারা করতে পারছে না কী বলবে বা করবে! শুধু ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল বন্ধুবর কামরানের মুখের দিকে ।

কামরান কান্তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আপু, ও আমার বন্ধু আরমান । সিরাজগঞ্জ কলেজে পড়ে ।'

তারপর আরমানকে বলে কামরান, 'ইনি আমার আপু, কান্তা । তোমাদের কলেজেই পড়ছে, ইংলিশ অনার্স ফাইনাল ইয়ারে । ওর হাজব্যান্ড ডা: মজিবর রহমান, নিউরোসার্জন! আপুর ফ্যামিলি বনানী আবাসিকে ।'

সেই মুহূর্তে আরমানের মানসিক দুরবস্থা কোনো পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বোধ করি বিশ্বের সেরা লেখকও তার লেখনীর ভাষায় কাউকে বুঝাতে পারবেন না!

ভদ্রতার খাতিরে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ানোর কথাও বেমালুম ভুলে গেছে আরমান । ইতোমধ্যে তার হাত ফসকে কখন যে ম্যাগাজিনটি খশে পড়েছে তা টেরও পায়নি সে ।

কান্তা আপু (এখন আপু সম্বোধন প্রযোজ্য) কামরানকে কড়া কণ্ঠে বললেন, 'তুমি আজকাল এলোমেলো ছেলেদের সাথে মেলামেশা শুরু করেছো! এমন টি হবে জানলে তোমাকে পাবনা থেকে আসতে দিতাম না ।'

আরমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অপরাধে কামরানের ভাগ্যে যে ভৎসনাটা জুটল তা আরমান পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারল ।

তৎক্ষণাত নিজের অবশ্যম্ভাবী করুণ পরিণতির কথা ভেবে যারপরনাই দিশেহারা হয়ে পড়ল সে !

কান্তা আপু এবার আরমানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আরমান, সেদিন কলেজে তুমি আমাকে যেন কী বলতে চেয়েছিলে? আজকে বল, শুনি ।'

এই রকম বাক্যাঘাতের চেয়ে চপেটাঘাতও যে ঢের শ্রেয়তর বুঝতে পারে আরমান!

বকা খেয়ে চুপসে যাওয়া কামরান এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না । বেচারা আহত বেড়ালের মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে!

আরমানের তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা । সেদিন অপরিচিতা কান্তার কাছে প্রেম নিবেদনের জন্য আগ বাড়িয়ে কুশলাদি বিনিময়ের প্রতিদান কড়ায়গণ্ডায় বুঝে পাচ্ছে আজ!

এরপরের সিক্যুয়েন্সটা আরো নাটকীয়!

'আম্মু আম্মু' বলতে বলতে ফুটফুটে এক বেবি টলমল পায়ে দরজার পর্দা ফুঁড়ে এগিয়ে এল ।

কান্তা আপু বেবিটিকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন ভেতরে ।

এর পরপরই সদ্য বয়ে যাওয়া সুনামিতে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া আরমান ভাঙা গলায় বলল,'কামরান, আমি এখন যাই!'

এক মুহূর্ত কালক্ষেপণ না করে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আরমান বেরিয়ে এল কামরানদের বাসা থেকে ।

লেখক ঃ বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা

জ্যোৎস্না

ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম

রহিম সাহেব চেয়ার পেতে ছাদে বসে আছেন। ছাদ ভরা জ্যোৎস্না। আর আকাশ ভরা চাঁদ। একা বসে আছেন তিনি। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। নিরবতা ভেঙে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে ডাহুক। এটা বিরহের ডাক নাকি মিলনের আহ্বান? রহিম সাহেব মিলাতে পারছেন না। বেশ রাত হয়েছে। তবু আরও বসে থাকলে ইচ্ছে করছে তার। এই রাতে রবীন্দ্র সঙ্গীত হলে বেশ হতো। বেয়ারাকে ডাকলেন তিনি।

কেউ কোনো জবাব দিল না। এতক্ষণে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়ি দেখলেন রহিম সাহেব। রাত দুটা। উঠতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ তার শরীরের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে গেলো। একটা হিম শীতল স্রোত তার শিরদাঁড়া বেঁয়ে নিচে নেমে গেলো। ছাদের ডান কোনোায় যেখানে নারিকেল গাছের ছায়াটি পড়েছে সেখানে কে দাঁড়িয়ে আছে? তিনি রফিককে ডাকার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গলা থেকে কোনো স্বর বের হলো না। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ভাবলেন, হয়তো ভুল দেখছেন তিনি। ইদানিং অনেক কিছুতেই তার ভুল হচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে চোখ খুললেন রহিম সাহেব। না, এবার আর কিছু দেখছেন না তিনি। বুকের ধুকপুকানিও অনেকটা কমে এসেছে। জ্যোৎস্না এখন আর ভালো লাগছে না তার। উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলছেন। হঠাৎ একটি মেয়েলী কণ্ঠ শুনতে পেলেন

-স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন?

রহিম সাহেব চুপ করে রইলেন। শরীরের ভিতরে তার বিদ্যুৎ চমকালো। মাথা ভন ভন করছে।

-আমি জুঁই।

রহিম সাহেব এবার সুতীব্র ভয় পেলেন।

জুঁই নামে কাউকে চিনেন বলে মনে করতে পারলেন না।

-স্যার আমার বিসিএস ভাইভা বোর্ডে ...

এবার রহিম সাহেব আরও ভয় পেয়ে গেলেন। ২০০৯ সালের শেষের দিকে তিনি পিএসসিতে গিয়েছিলেন পরীক্ষক হিসেবে। পিএসসি তখনও নতুন ভবনে যায়নি। সেদিন তিনি একটি মেয়েকে অনেকবাজে নম্বর দিয়ে ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটির নাম ছিল জুঁই। এবং জুঁই নামের মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল বিসিএস রেজাল্টের দিন। তিনি খবর পেয়েছিলেন পত্রিকায়।

রহিম সাহেব এবার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ধবধবে সাদা শাড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মেয়েটি অসম্ভব রূপসী দাঁড়িয়ে আছে মাথা একটু নিচু করে। সমস্ত ছাদ জুড়ে উপচে উপচে পড়ছে জ্যোৎস্না। অপার্থিব সে সৌন্দর্য। অবিশ্বাস আর ভয়ে কাঁপছেন তিনি। কাঁপতে কাঁপতে চেতনা হারালেন রহিম সাহেব।

লেখক: অটোরাইনোল্যারিঙ্গোলজি ও হেড-নেক সার্জারি শিক্ষার্থী, ঢামেক।

Geo-politics: Challenges and Opportunities

The Bangladesh perspective

Mohammad Shahidul Islam

Something there is that doesn't love a wall,
That sends the frozen-ground-swell under it,
And spills the upper boulders in the sun,
And makes gaps even two can pass abreast.

"Mending Wall" (1914), Robert Frost

1. Introduction

Geo-politics, linking politics with geography, is a key foreign policy formulator. Geographical factors contribute significantly to power and advantages that a country can exercise over other countries. Geographically, Bangladesh has a very important location by which it can reap benefits not only from its neighbouring countries but also countries lying in Eastern and central Asia. The factors lying central to the geo-political significance of Bangladesh, among others, are (1) its location within the 'geo-strategic frontier' of India, South Asia's most powerful country and (2) its close proximity with China, Asia's largest power, considered a strategic rival of both the US and India. However, there is no denying the fact that opportunities are in significant ways linked up with challenges. So, Bangladesh must go for geo-political geo-strategies with great caution and forethought while making advances to capitalize on its geographical position on the world map.

2. What is "Geo-politics"?

Swedish political scientist Rudlof Kjellen coined the term "geo-politics" in 1899 to refer to the significance of geographical factors in international relations. "Geo-politics, in the broader terms, is a theory within the International Relations and describes the relation between politics and territory. It comprises the art and practice of analyzing, proscribing, forecasting, and the using of political power over a given territory."[1] As per the authors of *International Relations: The key Concepts,* "Geo-politics is the study of the influence of geographical factors on state behavior—how location, climate, natural resources, population, physical terrain determine a state's foreign policy options and its position in the hierarchy of states." [2]

This is to say, geo-politics combines geography with politics exerting great influence on the making of foreign policy decisions of a country. Of all the elements of foreign policy, geographical factors play the most vital role. According to Md Abdul Halim, " Strategic importance of a country stems from a number of factors, of which geopolitical reality or locational context is the most potent."[3] Politics is involved in this matter because state politics determines how a country will make use of its geographical setting and quite naturally each and every country makes a cost analysis of its loss and profit out of that use provided to other countries.[4]

3. How does it work?

Geo-politics works vis á vis geographical setting of a country. A state that is landlocked between other states is likely to have very different foreign policy objectives from the one that is surrounded by sea

or other natural barriers. For example, the once isolationist foreign policy of the US resulted from its distance from Europe and also because of the Atlantic and the Pacific oceans which provided it with a natural defence system.[5] This also demonstrates why the US has placed huge importance on increasing its naval power over the last hundred years or so. In contrast, the location of Russia on the fringes of the West and its lack of secure borders help to explain its historically difficult relationship with the West.[6]

The same principle works in the setting of foreign policy objectives by countries like India, Bangladesh, Pakistan, China, Nepal and Bhutan in the South East Asia. In fact, no country can disregard its geographical factors having their close associations with what would be its presence in the international arena. Because of the globalization of world economies, geographical position of a country have received new dimensions feeding into the fact how much economic and political gains a country can attain from its globalizational dealings with other countries. Geography, in this case, has become a contested field of bargains and it is a weapon much powerful than that of any other in the armoury of a country. Bangladesh is significantly poised to gain benefits from geo-political negotiations. But at the same time, there are challenges too, which our country must consider before diving into the opportunities.

4. Geographical Setting of Bangladesh

The most important geographical feature of Bangladesh is that the country is surrounded on its three sides by its vast neighbor India except for a small but significant border of 172 miles with Myanmar in the southeast. In the north, Bangladesh is separated from the Himalayan kingdoms of Nepal and Bhutan by a strip of Indian territory, famously known as Shiliguri Corridor, only about 12 miles at its narrowest point. The narrow Shiliguri corridor serves as the only land link between India and its seven northeastern states, known as the "Seven Sisters." The Shiliguri Corridor is a crucial determinant of Bangladesh's importance in regional geo-strategy. This particular strategic constraint of India also plays a very significant part in the national security of both India and Bangladesh.[7]

Source: http://www.thedailystar.net/ uppliments/2006/15thanniv/ bangladesh&theworld/bd_world02.htm accssed on 16 octber

The most important geographical asset for Bangladesh is its 14,00 km. long coastline and therefore an opening to the oceans of the world giving access to the global shipping lines. This is a very big asset, especially when the logistical, mercantile and geo-political problems of the land-locked countries are considered.[8] The Bay of Bengal offers connectivity through its wider open seas and the sea routes towards the strategically important regions such as East and Southeast Asia, on the one hand, and West Asia and the Middle East on the other.[9] Lying between the Himalayas in the north and the Bay of Bengal in the south, Bangladesh offers the only land route connecting South and Southeast Asia.

Lying only 30 miles north of Bangladesh is the strategically important Nathu La pass that connects India with China through Tibet. During the 1962 India-China Border War, Nathu La came in focus as probable

point of Chinese ingress. Its fall could lead to cutting off Assam from the rest of India. Fortunately, Nathu La has become, in recent years, a peaceful land-port catering to growing Indo-China trade. [10]

5. Geo-strategic location of Bangladesh: Opportunities

1. Geographically, it is quite obvious that Bangladesh is located as a "land bridge" between East and Southeast Asia via its two close neighbours, namely India and China. Furthermore, it stands very close to the vital sea-lanes linking world's two major oceans, the Indian and the pacific oceans. With its enabling coastal belts and seaports, Bangladesh can reach far and near, beyond its immediate neighbouring countries to other continents and oceans.[11]

2. India has, on the northeast, the so-called "seven sisters" and West Bengal, on the northwest. Bangladesh can give India an easy access to its northeastern states. For carrying goods from West Bengal to these states, India has to spend an additional 25 percent charge than if it had been through using Bangladesh as a transit point. This would have economized inter-province trade for India.[12]

3. Moreover, if Bangladesh had been offering to India the facilities of external trade to its northeastern seven provinces in the form of transit, there would have been an additional amount of Rs. 90000 million saved.[13]

4. Indeed, a friendly and stable Bangladesh is critical to India's both commercial purpose and territorial integrity/ security. India wants "Transit" from Bangladesh. If India cannot maintain a good and sound relationship with Bangladesh, the former will fail to attain the goal. Furthermore, if there is any armed conflict between China and India, Dr. Kalam says, "A determined Chinese thrust from say, the Tibetan Chambi Valley, could sever off the narrow Siliguri corridor that separates Nepal from Bangladesh by almost 20 kilometers, cutting off india'a resentful north-eastern states from the mainland."[14]

5. China has a fractured relationship with India over territorial and expansion-related issues. So, Chinese interest in Bangladesh lies with keeping India under pressure psychologically and politically. In another way, China's interest in Bangladesh acts like a signal to India for its maintaining good terms with Bnagladesh.

6. The Bay of Bengal is a natural resource for Bangladesh. It offers opportunities to our country to connect itself with all the important parts of the world.

6. Challenges

1. The main challenge for Bangladesh is to deal with India and Indian pressures. Bangladesh is an "India locked" country on its three sides with Bay of Bengal on its one side. This puts Bangladesh under the obvious threat of Indian domination. From this perspective, Bangladesh suffers from immense security related problems.

2. The powerful Indian naval presence in the Indian Ocean can also cordon off Bangladesh opening to the south. This is a towering challenge for Bangladesh.

3. "Transit" may be a potential revenue earning source for Bangladesh. But the problem is that India might misuse this facility endangering the security of our country.

4. In fact, Bangladesh is in a great fix in terms of "India factor". It cannot both warmly avoid and accept India. Hence, in geo-strategic sense, the major challenge for Bangladesh is to maintain relationship with India.

5. If India joins hands with Myanmar, it will be a more anxious factor for Bangladesh.

6. Indian pressure also operates in the case of Bangladesh, using its strategic location, having a good and worthy relationship with China and other East Asian countries or outside this region without taking Indian attitude into account.

7. Conclusion

In spite of some challenges, the geo-strategic importance of Bangladesh can hardly be over-emphasised.

But the problem is that we cannot capitalalize on this advantage. The main problems lie with our lack of sufficient political will and a well-charted national vision. At the political level, there must be a decision about how we can gain from our locational significance. Political consensus and politically viable modalities are a must for the issue whether we should provide India with transit facilities or not. In both cases of "yes" or "no" answers, we must come up with strong arguments so that the issue does not become an all-time barrier to our national interests. As for exploring and benefitting from other uses of our strategic location, our government must have a policy framework where "India factor" should adequately be addressed. We must keep in mind that our location is a resource for us. We have to use it for our economic prosperity keeping in mind that we are now living in a globalized world where financial interests gain upperhand over the political stumbling blocks.

(This article was written as a term paper requirement of 49 FTC)

References

[1] *Wikipedia*. http://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics accessed on 16 October 2011

[2] Griffiths, Martin and O'Callaghan. *International Relations: The Key Concepts*. London & New York: Routledge, 2002. p. 120.

[3]Md Abdul Halim, "Strategy, Geopolitics and Bangladesh Foreign Policy" in Dr. Abul Kalam (ed.) *Bangladesh: Internal Dynamics and External Linkages*. Dhaka: UPL, 1996. p.197.

[4] Dr. Abul Kalam, "Geopolinomics of National Strategy of Bangladesh" *Regional Studies*, Vol. 23, No.3 (Summer 2005), p. 94.

[5]*ibid*., p. 121.

[6] *ibid*., p. 121.

[7] Brig Gen Sakhawat Hussein ndc, psc (Retd)

http://www.thedailystar.net/suppliments/2006/15thanniv/bangladesh&theworld/bd_world02.htm accessed on 16 October.

[8] Haroun Er Rashid, "Land and People", in A F Salahuddin Ahmed and Bazlul Mobin Chowdhury (eds.) *Bangladesh: National Culture and Heritage.* Dhaka: IUB,2004. p. 09.

[9] Abdul Halim, *op.cit*. p. 198.

[10] Sakhawat Hussein, *op.cit*.

[11] Abdul Kalam, *op.cit*.p.99.

[12] Md Abdul Halim, "Foreign Policy: A Review", in M Chowdhury and Fakrul Alam (eds.) *Bangladesh: On the Threshold of the Twenty-First Century*. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002.p.581.

[13] *ibid*, p. 581.

[14] Abdul Kalam, *op.cit*.p.100.

Writer: Deputy Commissioner, Customs, Excise & VAT, Lalbag Division, Dhaka

Recognition of Disregarded Spirit

(Kazi Nazrul Islam's Upekhkhito Shaktir Udhbodhon)

Translated by Noor-E-Alam

"Oh, my poor land! Whom you have insulted
Will have to be equal to them all in dishonour."

\- Rabindranath

Today in our regeneration, we cannot overlook the force in us on which rests all our might; still we tend to disregard them. They are none but the so-called 'lower class' of our country. It is our aristocracy overcome with pride who dub the poor so. But if you can study their minds with a device, you will find that the hearts of the so-called 'lower class' are as clear as glass, the 'lower class' have got fresh minds, still they cannot do anything with their simple and liberal view owing to the fact that they are under the tyranny of the gentry. Right from their birth they are held to be anathema and underestimated, so they think themselves to be so mean that hesitation and inertia seem to be ingrained in their nature and they tend to be oblivious to their equal status as human beings and the creation of the Almighty Allah or that they reserve all the rights to be treated as human beings. If anybody revolts against this sort of suppression, then and there the gentry deal him a severe blow on the head and render him senseless. It is the wretched fellows- the real human beings -whom we keep degrading and cause our degeneration. So public force and democracy cannot form in our country. How is it possible? A country consists of its inhabitants and all the individuals do make a nation. If all the people fail to recognize the country or the nation, then it is all the same whether they hope for progress or build a castle in the air. I admit that you, the gentry, can sense the adversity of the country and the distress of the nation and make people aware about them and, thus make them cry but do you have the strength to work being in the field? No, you don't. You realize that it is an utter truth. Thus your hope for the development of this country and nation is shattered .But if you can arouse our public force and embrace them generously treating them as human beings and your brothers, give a rise to their spirit, you will find that what you failed to accomplish with hundred- year long breathless attempt, will be done in one day. Perhaps, you cannot believe it, but think once about Mahatma Gandhi! What an unattainable thing he attained in India!

But who would honour him today if he did not mix with them with a smiling face in this way, shed his blood for them, and draw them near him by fasting with them since they were without food? Who would pay heed to him? Who would lay his breast open for death by a hint of his? He was free from the pride in his aristocracy and position, he embraced your despised 'lower class' addressing them as brothers with the ease of his heart which was wide open - in this address there was no racial, religious and social distinction-it was indeed a heartfelt call- So, all Indians-the downtrodden wretch earnestly tried to head towards him with hands wide apart. Alas, no one has ever addressed them with a voice so laden with affection as he has! How can they but respond to this great invitation? If you can, address them in this way, recognize this disregarded force- you will see, it is they who will usher in a new era in the country, do the impossible. Do you have any right to overlook them or despise other humans, being human beings yourselves? It is not the nature of soul. His soul is as radiant as yours, and a part of the same Great Soul. Is your right by birth really so great? Imagine, if you were born in this 'Chandal' family, would your soul not wince at the thought of the mindless humiliation and cruel pain you have inflicted upon them?
If you could be one with these fallen, low caste brethren of ours embracing them wearing shabby clothes like theirs and stand before them with your head raised high connecting your heart with theirs, you would find the whole world salute you. Let's set a tune on the heraldic lyre today holding the hands of our ignored brothers.

'What woe, what penury,
What shame, what affliction!'

Writer: Assistant Professor, Department of English, Govt Edward College, Pabna.

স্বাধীনতার পটভূমি

মোঃ নাজমুল আহসান মুরাদ

স্বাধীনতা মানে মুক্ত পৃথিবী, চিরউন্নত শির,
বাংলা মায়ের চেতনায় দৃপ্ত জাতি
সাতটি মিনারে খচিত স্মৃতিসৌধ
ঐতিহাসিক সপ্ত খ্রিস্টাব্দ ।

স্বাধীনতা মানে শোকগাথা, ৫২'র ভাষা আন্দোলন
রক্তে রঞ্জিত রাজপথ, বাঙালির প্রথম প্রেরণা
রফিক-সফিক-সালাম-বরকত অকুতোভয় যত বীর
বিশ্বজয়ী অমর শহীদ মিনার ।

স্বাধীনতা মানে প্রথম বিজয় ৫৪'র নির্বাচন,
পূর্ব বাংলার হুংকার-গর্জন ।
শোষকের বিরুদ্ধে বাঙালির জয়
সৈরাচারের মসনদ হারানোর ভয় ।

স্বাধীনতা মানে ঐতিহাসিক ৫৮'র আন্দোলন
আউয়ুব হটাও বাংলা বাঁচাও
সৈরাচার নিপাত যাক, আইউব খান মুর্দ্দাবাদ
গণতন্ত্র মুক্তি পাক, পূর্ব বাংলা জিন্দাবাদ ।

স্বাধীনতা মানে বৈষম্য দূষিত ৬২'র শিক্ষানীতি
ঘৃণ্য চক্রান্ত, শিক্ষা বঞ্চিত জাতি
প্রতিবাদমুখর দেশ
ছাত্র-শিক্ষক-জনতার জয়োল্লাস ।

স্বাধীনতা মানে মুক্তির গান, ৬৬'র ছয় দফা দাবি
অপোজিশান পার্টির মৈত্রী সমাবেশে
শেখ মুজিবের অমর ভাষণে, স্বাধীনতার মূলমন্ত্র,
মুক্তির পথে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ নেতৃত্ব ।
স্বাধীনতা মানে গগনবিদারি ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান
বুলেট বিদ্ধ হাওয়ায় উড়ানো আসাদের লাল শার্ট ।
বাংলা জুড়ে পদ্মার ঢেউ হরতাল-ধর্মঘট,
ক্ষিপ্ত বাংলার মুক্ত পাখি শেখ মুজিবুর রহমান ।

স্বাধীনতা মানে জনতার সুনামি, রেসক্রস ময়দান
বাঙালির রক্তে বারুদের শিখা ৭ই মার্চের ভাষণ
রক্তগঙ্গায় মুক্তিসংগ্রাম, বোনের সম্ভ্রম হানি
ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তে স্বাধীনতা হলো দামি ।

স্বাধীনতা মানে বুকের ক্ষত, সজন হারানো শোক
পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ, বিধবা বোনের মুখ ।
স্বাধীনতা মানে বাংলার আকাশে বিরাঙ্গনার হাহাকার
বদ্ধভূমিতে নরমুন্ড আর কঙ্কালের সমাহার ।

স্বাধীনতা মানে ঊর্দ্বে উড়ানো লাল সবুজের পতাকা
বীর বাঙালির বিজয় কাব্য ১৬ই ডিসেম্বরের গাথা ।
স্বাধীনতা মানে অমূল্য ধন স্বাধীন বঙ্গভূমি,
স্বাধীনতা মানে ৫২ থেকে ৭১-এর পটভূমি ।

লেখক: প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে বিদায় লগ্নে

বিদায় বিলাপ

(একটি স্মৃতিচারণা)

ডা. মধুসূদন মন্ডল

ক্ষণিকের তরে কাছে আসা, কত প্রেম ভালোবাসা
বন্ধু রবে কি মনে!
আজি এ বিদায় বেলা, হৃদয়ে পশিল জ্বালা
বুঝাবো কেমনে, কাহারো সনে।
ফেলি প্রিয়তমা, মম রক্তজাত কণা
দূরান্তে আসিনু যবে
পেয়েছিনু তোমাদেরি সবে
নিভাতে বিরহ শিখা।

কথার লহরে, গানের ঝলকে ফুরায়েছে কত রাতি
ঘনিয়ে আসিল বিদায় আঁধার কে আর জ্বালাবে বাতি!
রাখিবে কে ধরি সুখ-স্মৃতিগুলি, দুঃখের ডালিতে সাজি
সুখে-দুঃখে মোরা থাকিব কি, হয়ে প্রভাতফেরীর সাথী!

পূর্ণিমা রাতে সাগর বক্ষে ঢেউয়ের সুরেতে মাতি
কাটিয়া গিয়াছে কত যে প্রহর হিসাব মেলাতে নারি।
অথবা পাহাড়ে, সুনীল আকাশে, শূন্যে মেলিয়া পাখা
লাফিয়া ধরেছি আম্র মুকুল, শুভ্র মেঘের ভেলা।
অথবা যখন বালুকা বেলায় ঊর্ধ্বে দিয়েছি লাফ
আলোর ফ্রেমে ধরা পড়ে গেছি কেমনে ভুলিব সব।
দেখিয়া সে ছবি কত খুশি জামী, কী প্রফুল সে বদন
স্মৃতিগুলি সব ঝরিয়া পড়িছে হইয়া খুনের বেদন।

নাচিয়া গাহিয়া ফিরিয়াছি যবে, খেলায় মেতেছি আবার
নিশীথ জিতিয়া, আনন্দে ভাসিয়া করেছি কত যে ভোর।

ঐ দেখো চেয়ে আমাদের দুঃখে কাঁদিছে জমিন, অনিল আসমান
গগনবিদারি হাহাকার ধ্বনি, চাঁদের আলো হলো আজি ম্লান।
পান্ডুর হলো সবুজ বীথিকা, কবির কলমে আসে না কবিতা
কী যে প্রেম ছিঁড়ে বিদায় আসিল, মরুর আবেশে আঘাত হানিল।

কত যে করেছি রাগ তব সনে
দেখেছো কি! কত অনুরাগ মম মনে?
কত যে বেদনা উঠিছে জাগিয়া আজি এ বিদায় বেলা
মম মন-কুঞ্জে, পত্রপুঞ্জে কেন এ অনল জ্বালা।

শুধু মনে সংশয়
এ বিদায় যেনো বিদায় নাহি হয়!

হয়তো ফিরিব নীপবনে, শ্রাবণে, প্রেমের বেসাতি নিয়ে।
হয়তো সংগ্রাম-শ্লোগানে রোদ্দুর রাজপথে।
হয়তো ফিরিব পথে-ঘাটে-মাঠে নিছক তর্ক আলাপনে।
তবু ফিরিবই ফিরিব তব বাতায়নে
হে আমার নিশীথ জাগার সাথী।

লেখক: বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার কর্মকর্তা

যাত্রা পথে

নাজমুন আরা সুলতানা

শেষ বিকেল

বাস চলছে

উমরো ঝুমরো হাওয়ায় উড়ছে তোমার চুল

গোধূলির সোনা ঝরা আলোয় ঝলমল তোমার মুখ

পলকে পালটে যাচ্ছে গাছেরা

গাঁয়ের পথ– হঠাৎ ব্রেক

কী হলো– কী হলো??

একটা ছোট কলরব– চাকা ফেঁসেছে একটা

'এই দশ পনেরো মিনিট সময় দিন- হয়ে যাবে'

রাজপথ থেকে কোথায় যেন চলে যাওয়া ছোট পথটার দিকে তাকিয়ে কী ভাবছ?

চলোনা নামি?

আলুঝালু চুলে এলোমেলো হাত বুলিয়ে হেসে ফেললো–'চলো' ।

ছোট্ট এই পথটা কোথায় গেছে গো? কোনো গ্রামে?

ওর পথের শেষে কি একটা নদী আছে? হলোদে সোনালি মাঠ?

চলোনা ওই পথটায় একটু হাঁটি–

হুমম্ কি সুন্দর এই নীল ফুলটা দেখো–

আর এই ঝিরিঝিরি ঘাসটা?

ওই যে একটা মাছরাঙ্গা–

এই চলোনা আমরা একটা মাছরাঙ্গা পুষব!

'যাত্রীরা বাসে উঠেন । চাক্কা ঠিক হইয়া গেছে'

লেখক: সহকারী প্রধান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা

আজও মনে পড়ে

ডা. নিশাত রিজওয়ানা আশরাফী

কোন অলস দুপুরে অথবা কর্মব্যস্ততার পরে নিরিবিলি বিকেলে
বা নিঝুম রাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে
নতুবা বর্ষণমুখর দিনে সোফার নরম গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে
ছেলেবেলার সেই সুমধুর দিনগুলির কথা মনের অজান্তে ভাবতে বসলে
তার সেই সুন্দর মুখখানা হাজার স্মৃতির ভিড়ে
আমার অন্ধকার মনের আকাশে
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আলো বিকিরণ করে ।

জানিনা, কৈশোরের সেই ভালোলাগা সহপাঠি আজ কোথায়, কতদূরে
অথবা আমার তৃষ্ণার্ত চোখ দুটির অন্তরালে
বসবাস করছে কীনা আমারই আশে পাশে
রাজধানীর এই বিরাট শহরে তরু পলবঘেরা কোনো বিশাল বাড়িতে
নতুবা চাকরি বা ব্যবসা করছে কীনা
আমারই কাছাকাছি কোনো বিখ্যাত অফিসে ।
হয়তো অফিসের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে,
পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি বুলানোর পরে
কিংবা টিভিতে বিখ্যাত সব ইংরেজী আর হিন্দি সিনেমা দেখার ভিড়ে
স্কুল জীবনের সেই পুরনো সাথীদেরকে
তার কখনো পড়ে না মনে ।
তবে আমিও যে খুব বেশি ভাবছি তাকে,
যদি আজ এতো বছর পরে কোনো অফিসে,
হাসপাতালে বা আমার প্রাইভেট চেম্বারে
নতুবা কোনো মার্কেটে কেনাকাটা নিয়ে কিছুটা ব্যস্ততার ভিড়ে
সেই মুখ কখনো সামনে এসে পড়ে
জানিনা চিনে নিতে পারবো কীনা তাকে ।

লেখক:ডেন্টাল সার্জন, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল ।

প্রিয় স্বাধীনতা আমার

জাহিদা বেগম

প্রিয় স্বাধীনতা আমার
বাংলার সবুজ জমিনে রক্তিম সূর্য,
বিজয় নিশান
দিয়েছ তুমি রবে অম্লান ।
ভাইয়ের মায়ের মমতায় জড়ানো
বাবার স্নেহের পরশ বুলানো
স্নিগ্ধ শ্যামল সবুজ বাংলায়
লাখো শহীদের বুকের
উষ্ণ শোণিত স্নাত
প্রিয় স্বাধীনতা আমার ।
গৃহস্থের পোড়া ভিটে
আগলে রাখা পোষা কুকুরের
সর্বনাশা আর্তচিৎকার,
বৈরী বাতাসে ভেজা লাশের গন্ধ,
শুকনো পাতার কানাকানি,
এনেছে আলোক প্রভাত
প্রিয় স্বাধীনতা আমার ।
ধর্ষিতা বোনের শাড়ির খোলা আঁচল,
জয় বাংলা শ্লোগানে উদ্দীপ্ত
যুবকের পৌষের সন্ধ্যায়
প্রিয়তমার মধুর আলিঙ্গন ছেড়ে
মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া
প্রিয় স্বাধীনতা আমার ।
এখন তুমি হাজারো গোলাপের
গুচ্ছ সাজানো, শহীদ বেদিতে
বর্ণিল আলোকসজ্জা ।
দীর্ঘ রাতের বর্ষণ ভেজা
ভোরের দোয়েল পাখি ।
সবুজ ঘাসের নরম পেলব,
প্রখর সূর্য শক্তি ।
প্রিয় স্বাধীনতা আমার
নিয়েছ অনেক, দিয়েছ অসীম
হাজার জনমে হবে না শোধ
জন্ম জন্মান্তরে স্বাধীনতার ঋণ ।

লেখক: প্রভাষক, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া ।

স্বাধীনতা আছে বলেই

এনামুল খান

স্বাধীনতা আছে বলেই
একখণ্ড অখন্ড ভূখন্ডের মালিকানা দাবি করি,
স্বাধীনতা আছে বলেই,
বর্গীরা হানা দেয় না কৃষকের ভরা ফসলের ক্ষেতে;
স্বাধীনতা আছে বলেই
নিশ্চিন্তে প্রার্থনা করি মসজিদ-মন্দিরে,
স্বাধীনতা আছে বলেই
নিজের ভাগ্য নিজেরাই গড়ি,
নিজ কর্ম বেছে নেই নিজের ইচ্ছায় ।
স্বাধীনতা আছে বলেই,
পাহাড়-নদী, সবুজ সমতল কিংবা সমুদ্র সীমায়
গর্বে বুক উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারি যখন তখন ।
স্বাধীনতা আছে বলেই
বেঙ্গল টাইগার হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি
পৃথিবীর সর্বোচ্চ সীমায় ।

আমি ভালোবাসি এ দেশের প্রতি ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি,
আমাদের বীরপুরুষেরা এই মাটি আর মানুষের মুক্তি দিতে জীবনকে
করেছে তুচ্ছজ্ঞান,
আর জগতজুড়ে বাড়িয়ে দিয়েছে বাঙালির সম্মান :
আজ পৃথিবী জানে বাঙালি কঞ্চি হাতে পতিরোধ গড়ে অন্যায়ের,
বজ্রমুষ্টি হাতে প্রতিবাদ করে অত্যাচারের;
প্রথিবী জানে বাঙালি আর যা-ই হোক ভীতু নয়,
বাঙালিরা কর্মবীর : এরা কাপুরুষ নয় ।

জাগো বাঙালি, এ স্বাধীন দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটি বানাও সোনার খনি ,
কঞ্চি তুলে ধরো মাথার উপরে, বলো, আমরা সে গর্বিত জাতি, যাদের
স্বাধীনতা কেনা রক্তের দামে .....
আমরা সে জাতি,যারা মানে না অন্যায়, অবিচার-শৃঙ্খল ,
আমরা সে জাতি, যারা চায় বিশ্বজুড়ে শান্তি ও মঙ্গল ।

লেখক: বিসিএস (আনসার), জেলা কমান্ডেন্ট, ফরিদপুর

অনুকাব্য

মোহাম্মদ মোবারক হোসেন

১.

কোথায় চলেছো?

সঙ্গী-সাথিবিহীন, একা একা

পথিক হয়েছ বুঝি কোনো অনিঃশেষ পথে?

এই নাও, এই হাত ধরো

আমাকেও ছুঁয়ে যাক একটুখানি নীল...

২.

নাকে নাকফুল

কানে ঝুমকো দুল

গ্রীবাতে ছড়িয়ে আছে

অজস্র বকুল

আর...

আমার একটু খানি ভুল

তোমার ঠোঁটের মাঝে, ঠোঁটে

আমার পিপাসা আকুল ...

৩.

কী আর দেব দুঃখ-মেয়ে

তোমার আঁচল ভরা নীল

এই নাও তোমায় দিলাম

একটা ভুবন চিল

লেখক: বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডার কর্মকর্তা

গঠনতন্ত্র

২৮তম বিসিএস ফোরাম
প্রতিষ্ঠাকাল : ০১ ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রি.

বিগত ৩ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত ২৮তম বিসিএস ব্যাচের 'গেট টুগেদার' অনুষ্ঠানে গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর পরিক্রমায় ১০ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ২২ জন সদস্যের উপস্থিতিতে গঠনতন্ত্র প্রনয়নের জন্য ইচ্ছুক সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত খসড়া গঠনতন্ত্র ১৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ধারাঃ ১

(ক) নামকরণ: '২৮তম বিসিএস ফোরাম' নামে পরিচিতি হবে।

(খ) পরিধি: পরিধি বলতে দেশব্যাপী ও দেশের বাইরে অবস্থানরত উক্ত ব্যাচের ক্যাডার সদস্যদের বোঝাবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ২৮তম বিসিএস ফোরামের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হবে ঢাকায়।

(ঘ) বিভাগীয় কার্যালয়ও কমিটি: প্রতিটি বিভাগে একটি করে বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হবে এবং বিভাগীয় শহরে এর কার্যালয় হবে।

ধারাঃ ২-সংজ্ঞা

(ক) 'ফোরাম' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরাম বোঝাবে।

(খ) 'গঠনতন্ত্র' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্র বোঝাবে।

(গ) 'কর্মকর্তা' বলতে ২৮তম বিসিএস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাছাই হয়ে ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের বোঝাবে।
(ঘ) 'ক্যাডার' বলতে ২৮তম বিসিএস ক্যাডারকে বোঝাবে।
(ঙ) 'সদস্য' ২৮তম বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসে চাকুরিরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বোঝাবে।
(চ) 'নির্বাহী পর্ষদ' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত নির্বাহী পর্ষদ বোঝাবে।
(ছ) 'সাধারণ পর্ষদ' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের সাধারণ পর্ষদ বোঝাবে।
(জ) 'সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত নির্বাহী পর্ষদের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বোঝাবে।

(ঝ) 'সহ সভাপতি, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, উপ-কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক, সহ-দপ্তর সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, সহ-প্রচার সম্পাদক, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক,শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, সহ-শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক, সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, আইন বিষয়ক সম্পাদক, সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য সম্পাদক, সহ-স্বাস্থ্য সম্পাদক, প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক, সহ- প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক, সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্য" বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত নির্বাহী পর্ষদেরসহ সভাপতিবৃন্দ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ, সাংগঠনিক সম্পাদক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, উপ-কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক, সহ-দপ্তর সম্পাদক,প্রচার সম্পাদক, সহ-প্রচার সম্পাদক, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক,সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, সহ-শিক্ষা ও গবেষনা সম্পাদক, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক,

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক,আইন বিষয়ক সম্পাদক, সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক, স্বাস্থ্য সম্পাদক, সহ-স্বাস্থ্য সম্পাদক, প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক, সহ- প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক, সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যগণকে বোঝাবে।

(ঞ) 'পরিবার' বলতে প্রত্যেক সদস্য কর্মকর্তা, তাঁদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি ও পিতা-মাতাকে বোঝাবে।

(ট) 'মনোগ্রাম' ও "সিল" বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের মনোগ্রাম ও সিলমোহর বোঝাবে।

(ঠ) 'ধারা' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্রের ধারা বোঝাবে।

(ড) 'ওয়েবসাইট' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামেরওয়েবসাইটবোঝাবে।

(ণ) 'ফেসবুক গ্রুপ' বলতে ২৮তম বিসিএস ফোরামের ফেসবুক গ্রুপকে বোঝাবে।

(ট) 'নির্বাহী সদস্য' বলতে কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় কমিটির সদস্যকে বোঝাবে।

ধারাঃ ৩ - লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

একটি আরজনৈতিক কল্যাণমুখী সংগঠন হিসেবে এই ফোরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ২৮তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং জাগ্রত রাখা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কর্তব্য নিষ্ঠা, সততা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ।

(খ) সদস্যবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণের আপদে-বিপদে, দুর্যোগ- দুর্বিপাকে এবং মৃত্যুতে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য সহযোগিতা করা এবং সমস্যা সমাধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(গ) সদস্যদের যৌথ বীমা কার্যক্রম অথবা অনুরূপ কর্মসূচি চালু করা।

(ঘ) সদস্যদের সন্তানদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করা বা পুরস্কৃত করা।

(ঙ) সদস্যদের ও পরিবারবর্গের বিনোদনের জন্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

(চ) ২৮তম বিসিএস ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত বা পদত্যাগী বা প্রয়াত সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ এবং তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সম্ভাব্য সাহায্যে ও সহযোগিতা প্রদান করা।

(ছ) উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়ক সকল সুচিন্তিত ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ধারাঃ -৪-লিপিবদ্ধ কর্মসূচি

সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এই ফোরামের যাবতীয় কর্মসূচি, বিধিবদ্ধ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর একটি ধারাবাহিকতা থাকবে এবং একটি সিলমোহর ও মনোগ্রাম থাকবে এবং স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও ভোগ-ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকবে। কোনো সরকারি কর্মসূচি বা সরকার নির্ধারিত আচরণ বিধির বৈসাদৃশ্য বা মতপার্থক্য দেখা দিলে নির্বাহী পর্ষদ ও প্রয়োজনে সাধারণ পর্ষদ আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবে।

ধারাঃ -৫-সাধারণ পর্ষদ

(ক) ২৮তম বিসিএস ক্যাডারের সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ পর্ষদ গঠিত হবে।

(খ) সাধারণ পর্ষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(গ) সাধারণ পর্ষদ গঠনতন্ত্র অনুমোদন, পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারবে এবং নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবে।

(ঘ) বছরে ন্যূনতম একবার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ০৭ (সাত) দিনের সংক্ষিপ্ত নোটিশে জরুরি সাধারণ-সভা আহবান করা যাবে।

(ঙ) সাধারণ পর্ষদ নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরা নির্বাচন বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবে। তবে ঐকমত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(চ) সাধারণ পর্ষদে, সদস্যদের মধ্যে ন্যূনতম ১৩ (তেরো)টি ক্যাডারের ৭০ (সত্তর) জনের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং একবার কোরাম না হলে পরবর্তী সভায় উপরোক্ত ক্যাডারের মধ্যে ৫০ (পঞ্চাশ) জনের উপস্থিতিতে কোরাম হবে ।

(ছ) সাধারণ পর্ষদের সভায় নির্বাহী পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনা ও অনুমোদন করবে এবং পর্ষদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে ।

ধারাঃ ৬- কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ ও বিভাগীয় কমিটি

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের গঠনহবে নিম্নরূপ :

সভাপতি	- ০১ জন
সহ-সভাপতি	- ০৫ জন
সাধারণ সম্পাদক	- ০১ জন
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	- ০৫ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	- ০১ জন
কোষাধ্যক্ষ	- ০১ জন
সহ-কোষাধ্যক্ষ	- ০১ জন
দপ্তর সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-দপ্তর সম্পাদক	- ০১ জন
প্রচার সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-প্রচার সম্পাদক	- ০১ জন
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	- ০১ জন
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	- ০১ জন
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	- ০১ জন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	- ০১ জন
ক্রীড়া সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক	- ০১ জন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	- ০১ জন

সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক	- ০১ জন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
আইন বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
স্বাস্থ্য সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-স্বাস্থ্য সম্পাদক	- ০১ জন
প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
সহ- প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	- ০১ জন
নির্বাহী সদস্য	- ১৩ জন
	মোট - ৫৫ জন

(খ) বিভাগীয় কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

সভাপতি	- ০১ জন
সহ-সভাপতি	- ০১ জন
সাধারণ সম্পাদক	-০১ জন
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	- ০১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	- ০১ জন
দপ্তর সম্পাদক	- ০১ জন
কোষাধ্যক্ষ	- ০১ জন
সদস্য	- ০৪ জন
	মোট - ১১ জন

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদে প্রতি ক্যাডারের ন্যূনতম ০১ (এক) জন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনো ক্যাডার হতে ০৫(পাঁচ) জনের বেশি সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, পদসংখ্যা সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে ৫০০ (পাঁচ শত) বা এর চেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট ক্যাডারকে পাঁচটির একটি অতিরিক্ত একটি পদ দেয়া যেতে পারে।

(ঘ) কেন্দ্রীয়নির্বাহী পর্ষদে সভাপতি, ১ নং সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ১ নং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাডার হতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

(ঙ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একই ক্যাডার হতে পরপর ২(দুই) মেয়াদের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না।

(চ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদে পূর্ববর্তী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ক্রমে ১নং ও ২নং নির্বাহী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

(ছ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের মেয়াদকাল কমিটি গঠনের তারিখ থেকে ২(দুই) বছরের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(জ) প্রতিটি বিভাগ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিটি গঠিত হবে যা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং বিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হবে। বিভাগীয় কমিটির মেয়াদ হবে কমিটি গঠনের তারিখ থেকে ২(দুই) বছর। পদাধিকারী কোনো অফিসার উক্ত বিভাগ হতে ট্রান্সফার হলে সেই পদ খালি বলে বিবেচিত হবে এবং অন্য অফিসার বাকী সময়ের জন্য মনোনীত হবেন।

(ঝ) প্রতিটি বিভাগীয় কমিটির সভাপতিগণ নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং ভোটাধিকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে।

(ঞ) প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী পর্ষদ হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন। ফোরামের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও পরিচালনা, সংগঠনের জন্য যে কোনো যোগাযোগ, কর্মচারী নিয়োগ এবং সংগঠনের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নির্বাহী পর্ষদের দায়িত্ব থাকবে।

(ট) গঠনতন্ত্রের কোনো ব্যাখ্যার দরকার হলে নির্বাহী পর্ষদ তা ব্যাখ্যা করবে।

(ঠ) কেন্দ্রীয় নিবাহী পর্ষদ সার্বিকভাবে সাধারণ পর্ষদের নিকট দায়ী থাকবে।

(ড) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের সকল কাজ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক হবে।

(ঢ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

(ণ) ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে নির্বাহী পর্ষদের সভায় কোরাম হবে। মুলতবি সভার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজনে হবে না। সাধারণ সংখ্যাধিক্যের মতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসেবে গণ্যহবে।

(ত) সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের সভা প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার এবং বছরে কমপক্ষে চার বার অনুষ্ঠিত হবে। জরুরি সভার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ দিতে হবে। নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজনবোধে বর্ধিত সভার আয়োজন করতে পারবে।

(থ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ, পরবর্তী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ গঠনের জন্য ইচ্ছুক সদস্যদের নিয়ে ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন কমিশনের কোনো সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর চারজনকে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব অর্পণ করবে এবং বর্তমান কমিটি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহায়তা করতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা-৭ : ক্ষমতা ও দায়িত্ব বন্টনঃ

(ক) সভাপতি: সভাপতি ফোরামের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভা আহবান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দিবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের সাথে যৌথভাবে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন।

(খ) সহ-সভাপতি: সভাপতির কাজে সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং ও ৫নং সহ-সভাপতি (অনুপস্থিতির ক্রমানুসারে) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদক: সংগঠনের সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনার দায়িত্ব থাকবেন। সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সাধারণ পর্ষদের সভায় ফোরামের বার্ষিক প্রতিবেদন, বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন। তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষের সাথে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন।

(ঘ) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ১নং,২নং, ৩নং, ৪নং ও ৫নং যুগ্ম - সাধারণ সম্পাদক (অনুপস্থিতির ক্রমানুসারে) ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক: সংগঠনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবেন। ফোরামকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের সাথে একযোগে কাজ করবেন।

(চ) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক: সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন এবং সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ছ) কোষাধ্যক্ষ: কোষাধ্যক্ষ ফোরামের আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসেবের সংরক্ষণ করবেন এবং ক্যাশবই লিপিবদ্ধ বা সংরক্ষণ করবেন। তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন। তিনি অনধিক ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা অথবা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ নগদ হাতে রাখতে পারবেন।

(জ) সহ-কোষাধ্যক্ষ: তিনি কোষাধ্যক্ষের কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন এবং কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঝ) দপ্তর সম্পাদক: দাপ্তরিক সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা করবেন এবং ফোরামের সভার কার্যবিবরণী বহি, নোটিশ বহি সহ সকল রেজিষ্ট্রার (ক্যাশ বই ব্যতীত) সংরক্ষণ করবেন।

(ঞ) সহ-দপ্তর সম্পাদক: তিনি দপ্তর সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং দপ্তর সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ট) প্রচার সম্পাদক: তিনি ফোরামের বিভিন্ন সভা এবং অন্যান্য সকল সাংগঠনিক কাজের তথ্য প্রচারসংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঠ) সহ-প্রচার সম্পাদক: তিনি তথ্য ও প্রচার সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং প্রচার সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ড) তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক: তিনি ফোরামের তথ্য-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে ফোরামের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক গ্রুপ পরিচালনা করবেন।

(ঢ) সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক: তিনি তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ণ) শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক: শিক্ষামূলক কর্মকান্ড, গবেষণা ও প্রকাশনাসহ সংগঠনের গৃহীত বিবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

(ত) সহ-শিক্ষাও গবেষণা সম্পাদক: তিনি শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(থ) সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক: তিনি সাহিত্য ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(দ) সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক: তিনি সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদকের কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন এবং সাহিত্য প্রকাশনা সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ধ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক: বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পুনর্মিলনীসহ বিনোদনমূলক যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ সংগঠনের গৃহীত বিবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

(ন) সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক: তিনি সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত আইন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(প) ক্রীড়া সম্পাদক: ক্রীড়া বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

(ফ) সহ-ক্রীড়া সম্পাদক: তিনি ক্রীড়া সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং ক্রীড়া সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ব) সমাজকল্যাণ সম্পাদক: ফোরামের সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করবেন।

(ভ) সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক: তিনি সমাজকল্যাণ সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সমাজকল্যাণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ম) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় ও প্রচারের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করবেন।

(য) সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক: তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং আন্তজার্তিক বিষয়ক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত আন্তজার্তিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(র) আইন সম্পাদক: তিনি আইনসংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান প্রণয়নে এবং আইনগত সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট থাকবেন।

(ল) সহ-আইন সম্পাদক: তিনি আইন সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং আইন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত আইন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(শ) স্বাস্থ্য সম্পাদক: তিনি ফোরামের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সকল নীতি প্রনয়ন, বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো কার্যক্রম গ্রহনে মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

(ষ) সহ-স্বাস্থ্য সম্পাদক: তিনি স্বাস্থ্য সম্পাদকেরকাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং স্বাস্থ্য সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(স) প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক: তিনি ফোরাম কর্তৃক গৃহীত যেকোন প্রকৌশল বা পূর্ত বিষয়ক প্রকল্পের মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফোরামের কোন সদস্যের ব্যক্তিগত কোনো প্রকৌশল বা পূর্ত বিষয়ক কাজে পরামর্শমূলক সহযোাগতা করবেন।

(হ) সহ- প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদক: প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশল বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ড়) কৃষি বিষয়ক সম্পাদক: তিনি ফোরাম কর্তৃক গৃহীত যেকেনো কৃষি প্রকল্পের মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফোরামের কোন সদস্যের ব্যক্তিগত কোনো কৃষি বিষয়ক প্রকল্পে পরামর্শমূলক সহযোগিতা করবেন।

(ঢ়) সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক: কৃষি বিষয়ক সম্পাদকের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত কৃষি বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(য়) নির্বাহী সদস্য: সকল সভায় উপস্থিত হওয়া, সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা।

(ৎ) বিভাগীয় কমিটি ঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলাগুলোতে ২৮তম বিসিএস ক্যাডারের সদস্যদের সংগঠিত করা, সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা ও সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা সংগ্রহ করে তা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের নিকট জমা করা।

ধারা: ৮- সভা অনুষ্ঠান

(ক) সাধারণ পর্ষদের সভা 'বার্ষিক সাধারণ সভা' নামে অভিহিত হবে। সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

(খ) স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোনো প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা গঠনতন্ত্র সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে কমপক্ষে নির্বাহী পরিষদকে সংখ্যাধিক্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি জরুরি বা বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করবেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ হলে সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তক্রমে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে। তবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের বা সাধারণ পর্ষদের কোনো সভায় কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে পরবর্তী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তবে নোটিশের সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

(ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তবে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে অন্য সময়েও নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক ফি/ চাঁদা পরিশোধপূর্বক তালিকাভূক্ত সদস্যগণ নির্বাচনের দিন নির্বাচনক মন্ডলী হিসেবে কাজ করবেন। বার্ষিক ফি/চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ করা না থাকলে সেই সদস্য ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

(চ) নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা : ৯-তহবিল সংগ্রহ, খরচ পরিচালনা ও হিসাব ব্যবস্থাপনা

(ক) '২৮তম বিসিএস ফোরাম' নামে নির্বাহী পর্ষদের মনোনীত যেকোনো সিডিউল ব্যাংকে একটি একাউন্ট থাকতে হবে।

(খ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাঝে যেকোন একজন এবং কোষাধ্যক্ষ ও সহ-কোষাধ্যক্ষের মাঝে যেকোন একজন এর (মোট দুইজন) স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। তবে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকার বেশি উত্তোলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদন ছাড়া কোনো এক ক্যালেন্ডার মাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার বেশি উত্তোলন করা যাবে না। তবে নির্বাহী পর্ষদের পরবর্তী সভায় এ মধ্যবর্তী ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করতে হবে।

(গ) ২৮তম বিসিএস ফোরামের বর্ষপূর্তি উৎসব, সাধারণ সভা, বার্ষিক বনভোজন,পুনর্মিলনী, সুভ্যেনির প্রস্তুতি, জেলা কমিটি গঠনের বা সহ ফোরাম যে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে তার ব্যয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ ও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে একটি উপকমিটি গঠন করবে। এই উপকিমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবে। তবে নির্বাহী পর্ষদের সদস্যগণ (সভাপতি থেকে নিম্নক্রম অনুসারে) শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কর্মকান্ড দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে এই খরচ পরবর্তী নির্বাহী পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ফোরাম তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা/সংগঠনের কাছ থেকে তহবিলগঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে। তবে সরকারের প্রদত্ত কোনো অনুদানের জন্য এরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(ঙ) ফোরামের যেকোনো ব্যয়ের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(চ) বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত সভায় নিরীক্ষিত প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হতে হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত নন এমন নিরীক্ষক দল কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষার কাজটি পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রয়োজন ফি নির্ধারণ করবেন।

(জ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ প্রতিটি বিভাগীয় কমিটির জন্য বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেবে।

ধারা : ১০- ওয়েবসাইট ও ফেসবুক একাউন্ট পরিচালনা :

ক) ফোরামের একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক গ্রুপ থাকবে।

খ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও আই.সি.টি. সম্পাদক যৌথভাবে এই ওয়েবসাইট ও ফেসবুকের সুপার অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করবেন। তারা আলোচনা সাপেক্ষে অন্য কাউকে এই ক্ষমতা অর্পন করতে পারবেন।

গ) অফিসিয়াল ওয়েবসাইট প্রতি ক্যাডার থেকে ১ জন করে অ্যাডমিন থাকবে। তবে স্বাস্থ্য ক্যাডারের সদস্য বেশি হওয়ায় স্বাস্থ্য ক্যাডারের জন্য ২ জন এ্যাডমিন থাকবে।

ঘ) ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে যেকোনো ধরনের পোস্ট বা আলোচনার জন্য সদস্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

ঙ) ফোরামের সকল সিদ্ধান্ত ও নোটিশ আপলোড করা হবে এবং তা সর্বজনীন বলে গণ্য হবে।

ধারা: ১১-সদস্যপদ স্থগিতকরণ

(ক) কোনো সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংগঠন বা গঠনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে বা তাঁর দ্বারা সংগঠনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হলে বা সংগঠনের জন্য তিনি ক্ষতিকর ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হলে নির্বাহী পর্ষদ তাঁর সদস্যপদ স্থগিত করতে পারবে এবং প্রয়োজন বোধে সাধারণ পর্ষদ তাঁর সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে।

(খ) ২৮তম বিবিএস ক্যাডারের কোনো সদস্য চাকরি হতে পদত্যাগ করলে বা বরখাস্ত হলে তাঁর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ ও বিভাগীয় কমিটির সদস্যপদ পদত্যাগের তারিখ হতে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে এবং তাঁর সাধারণ সদস্যপদের বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(গ) অপসারণঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্যকে অপরসারণের প্রয়োজন দেখা দিলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে অথবা সাধারণ পষিদের জরুরি সভা আহবানকরতঃ সাধারণ পরিষদের ঐ জরুরি সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের উক্ত সদস্যকে অপসারণ করা যাবে।

(ঘ) কোনো সদস্য ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো কারনে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চাইলে ফোরামের সভাপতি বরাবর স্বাক্ষরিত পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন এবং তার সদস্য পদের বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অথবা পরবর্তী সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা: ১২-গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

(ক) এই গঠনতন্ত্রের কোনোরূপ সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হলে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভার কমপক্ষে ১(এক) মাস পূর্বে লিখিত ভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদের নিকট কোনো সদস্য কর্তৃক প্রস্তাব আকারে পেশ করতে হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পর্ষদ মতামত ছাড়াই উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভা বা জরুরি সাধারণ সভায় পেশ করবে।

(খ) গঠনতন্ত্রের উক্ত রূপ সংশোধন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধণ প্রয়োজনীয় মনে করলে তা কেবল সাধারণ সভা বা জরুরি বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে।

ধারা: ১৩-ফোরামের বিলুপ্তি

(ক) কোনো বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে এই ফোরামের অবলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি জারি সাপেক্ষে বার্ষিক সভা বা জরুরি সাধারণ সভায় প্রতিটি ক্যাডারের তিন চতুর্থাংশ রেজিস্ট্রার্ড সদস্যের সম্মতিক্রমে ফোরামের বিলুপ্তি ঘটানো যাবে।

(খ) সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটলে সকল দায় পরিশোধের পর কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে তা সাধারণ সভায় বা জরুরি সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে নিষ্পত্তি হবে।

ধারা: ১৪- গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়াঃ

১৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাধারণ পর্ষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই গঠনতন্ত্র গৃহীত হলো এবং ১ ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ হতে এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ফটো গ্যালারি

২৮তম বিসিএস ফোরামের পিকনিক প্রস্তুতি সভা

পিকনিকে ২৮বিসিএস ফোরাম সদস্যদের সম্মিলিত ছবি

গাজীপুর আনসার একাডেমিতে পিকনিকে ফটোসেশন

পিকনিকের কিছু টুকরো স্মৃতি

পিকনিকের কিছু টুকরো স্মৃতি

পিকনিকের কিছু টুকরো স্মৃতি

পিকনিকের কিছু টুকরো স্মৃতি

ফোরামের ইফতার মাহফিল

ইফতার মাহফিল পরবর্তী ফটোসেশণ

ইফতার মাহফিলের পূর্বে আড্ডা

১ম কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের নিমিত্তে ডাকা সাধারণ সভা শুরুর পূর্বের আড্ডা

ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে সার্চ কমিটির ভোটগণনা চলছে

ফোরামের গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ কমিটির ব্যস্ততা

ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে সার্চ কমিটির ভোটগণনা চলছে

কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান

প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফুল দিয়ে বরণ করছেন শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাগণ

পিকনিকের টুকরো স্মৃতি

অষ্টাবিংশের সংহতি সম্পাদনা পরিষদ

SEEING IS BELIEVING!
COME AND EXPERIENCE IT YOURSELF!

Room Facilities

- Custom made Wooden Floors
- Complementary Fastest Wi-Fi Internet
- Hair Dryers in all rooms
- Multi Channel LED TV's
- Same Day Laundry Facilities
- Two bottles of mineral water (500ml) in each rooms per day
- Shoe Brush
- Mini Bar (Non Alcoholic)
- International Pillow & Mattress
- GYM
- Bath Robe, Comfortable Sleepers & Prayers Mat
- Centrally VRF Air Conditioning System
- I.D.D. Call Facilities
- Automated Fire Alarm & Water Sprinkler
- Individual electronic safety lockers
- 24 hour room service
- In room Tea/Coffee making facility
- Body Care (Liquid Soap, Lotion, Shampoo)
- Mini Fridge
- Electronic Safety Box
- Complementary Breakfast of Multinational Cuisine
- Hot water pot
- Access to Business Lounge

Others Facilities

- GYM
- EXECUTIVE LOUNGE
- BUSINESS CENTER
- SPA
- BANKED HALL
- PRAY ROOM
- ROOF TOP GARDEN
- COFFEE
- LUNCH
- DINNING HALL

Days @ Baridhara Diplomatic Zone

Days Dhaka
69 Suhrawardhy Avenue, Baridhara, Dhaka-1212, Bangladesh

MEMBER OF WYNDHAM HOTEL GROUP

www.dayshoteldhakabaridhara.com

ZTE, The 5G Pioneer

We are creating a M-ICT world!

ZTE

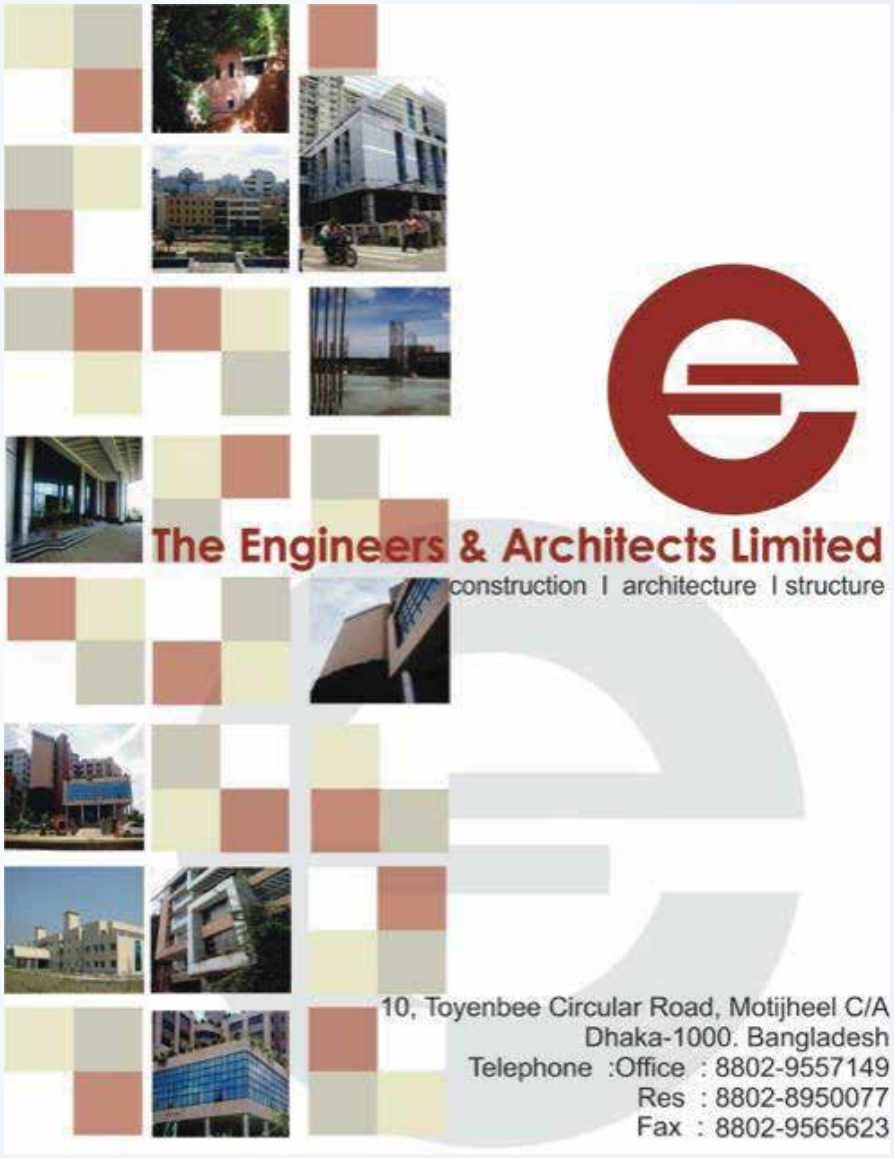

The Engineers & Architects Limited

construction I architecture I structure

10, Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A
Dhaka-1000. Bangladesh
Telephone :Office : 8802-9557149
Res : 8802-8950077
Fax : 8802-9565623

ISO 9001:2008 এবং ASIC UK কর্তৃক Accreditation প্রাপ্ত
দেশের সর্ববৃহৎ ডিজিটাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ সুবিধা
বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্শনে
প্লে থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ।
কোনো শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়তে হয় না
সকল শিক্ষা উপকরণ প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়
শিক্ষার্থীদের স্মার্ট RFID কার্ড প্রদান, যা বাংলাদেশে এই প্রথম
হোস্টেল ও ট্রান্সপোর্ট সুবিধা
বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিএসবি'র মাধ্যমে স্কলারশিপ ও ভিসা সাপোর্ট সুবিধা
College Code : 1085
EIIN : 132140
Cambrian School & College
Plot-2, Gulshan Circle-2, Dhaka, Tel: 9891919, M: 01720557180/90
www.bsbbd.com
বিদেশে উচ্চশিক্ষা
Student, Spouse, Business & Visit Visa Support
USA • Canada • UK • Australia • Austria Hungary Switzerland • Slovakia • New Zealand • Germany • Sweden Finland • Korea • Sri Lanka Cyprus • China • Malaysia-এর বিভিন্ন কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা, অনার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি প্রোগ্রামসহ প্রায় ৩০০ বিষয়ে ভর্তির সুযোগ।
BSB Global Network
Plot-22, Gulshan Circle-2, Dhaka
M: 01720557103-08/13/18
Block-G, Road-2, Halishahar, Chittagong
M : 01720557116

বিটিসিএল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দাম কমলো

ইন্টারনেটে ভ্রমণ ও কথা চলবে এক সাথে... অবিরাম

বিকিউব আনলিমিটেড ইন্টারনেট প্যাকেজ	ব্যান্ডউইথ	পূর্বের মাসিক মূল্য	২১/০২/২০১৬ থেকে মাসিক মূল্য
ইনফিনিটি 256	২৫৬ কেবিপিএস	~~৪৫০ টাকা~~	৩০০ টাকা
ইনফিনিটি 512	৫১২ কেবিপিএস	~~৭৫০ টাকা~~	৫০০ টাকা
ইনফিনিটি 1024	১০২৪ কেবিপিএস	~~১১৫০ টাকা~~	৭০০ টাকা
ইনফিনিটি 1500	১৫০০ কেবিপিএস	~~১৬০০ টাকা~~	১০০০ টাকা

ভলিউম বেজড প্যাকেজগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান গ্রাহক একই ব্যান্ডউইথে আনলিমিটেড প্যাকেজ পাবে।

১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য
রেজিস্ট্রেশন চার্জ ১০০ টাকা
সেট আপ/ কনফিগারেশন চার্জ ৩০০টাকা
আপগ্রেড চার্জ নেই
ডাউনগ্রেড চার্জ ১৫০ টাকা
শিফটিং চার্জ ১৫০ টাকা

BTCL
দেশ ও মানুষের সেবায়
www.btcl.com.bd

Call Centre
16402

HOTEL STAR PACIFIC
Symbol of Elegance

Welcomes you to the city of the great saint Hazrat Shahjalal. Star pacific Situated at the heart of the city and very close to most of the local attractions, we o?er you to enjoy warm hospitality, and comfort for your business and leisure needs. Our newly renovated property is designed to meet your highest expectation from the moment you step in.

Our rooms and suites are each with its own individual and stylish look, and also designed to give you homely touch and feelings. They are fully VRF air-conditioned and stylishly decorated to ensure that your stay is luxurious and exciting. A range of modern amenities and a very advanced security system is installed to ensure your stay comfortable and Safty.

- 32" LED satellite TV
- Complimentary high speed internet access
- electronic safe deposit in each room
- Fully equipped bathroom with amenities
- Unique multi dimension swimming pool
- Fully equipped fitness center
- In house laundry service
- 24 Hours room service
- Complimentary breakfast and daily news paper
- Free parking for guest
- Local sightseeing with fully air-condition vehicle
- Airport /railway station pickup and drop on payment
- Advance security system for guest safety .

Restaurant & Ball room

- Casablanca multi cuisine restaurant with highly experienced chefs of di?erent cuisines - Bangla, Indian, Thai, Chinese, Continental and baked items.
- Terrace Restaurant for B-B-Q party in the open sky.
- Celebrity Ball Room for 600 px dining and 900 for theater style.
- Star pacific also have small and medium hall rooms for meetings and parties up9 to 350 px dining

KEY FACTS

- Hazrat Shahjala's mazar (shrine) is of only 2 minutes walking distance.
- 15 minutes from Sylhet international airport by car.
- 20 minutes from Sylhet railway station by car.
- Inter district bus counters are just across the road.
- Underground car parking with 24 hours security service.

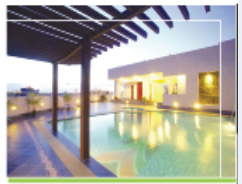

Hotel Star Pacific, East Dargah Gate, Sylhet. Mobile: 01937-776611, 01937-776644-55. Phone: 0821-727945-48. Email : info@hotelstarpacific.com
Please visit us at www.hotelstarpacific.com

ভবন নির্মাণ শিল্পে এগিয়ে

Fazlul Karim Chowdhury Sawpon

Chairman, Eureka Group
&
Managing Director, TBEAL

The Builder's Engineer's Associates Ltd.

(A CONCERN OF EUREKA GROUP)

Construction of 20-storied (with 2 Basements) PGCB Head office Building at Aftab Nagar, Rampura, Dhaka-1212.

Sattara Centre (8th Floor), 30/A, Naya Paltan, V.I.P Road, Dhaka-1000.
Tel: 88-02-8332676,8333070, Fax: 88-02-58312891, e-mail: saponeureka@gmail.com

home for peace

Since 2007

ASSURE™
GROUP

ISO 9001: 2015 QMS Certified

Apartments & Commercial Spaces

Ongoing Apartments

Niketon,Gulshan -1
Mohakhali
Shiddeshwari
North Road,Dhanmondi
West Dhanmondi
Baridhara,J-Block
Uttara-1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14
Mohammadpur
Shyamoli
Bashundhara R/A
Mirpur-2,6,10,Rupnagar,Kalshi Road
North Baridhara(Kalachadpur)
Mogh Bazar
Aftab Nagar R/A
Elephant Road
Rayer Bazar.

Ready Apartments

Mohammadpur
Uttara at Prime Locations

Commercial Spaces

Gulshan -1 C/A
Mohakhali C/A
Uttara C/A
Kushtia
Mirpur C/A

MEMBER REHAB RAJUK ENLISTED

CORPORATE OFFICE

Jabbar Tower, Level-5, 42, Gulshan Avenue,
Circle-1, Gulshan, Dhaka-1212
Phone : +88-02-58812718, 58812719,
58812720, 9885763, 9850154
Mobile : 01730088001, 01730088002, 01730088003,
01730088004, 01730088005, 01730088006,
01729202007, 01729202009
Fax : 88-02-9861341, Email : info@assuregroupbd.com

www.assuregroupbd.com

চিন্তিত Dusty নিশ্চিন্ত আপনি

ধুলো ময়লার দিন শেষ

ওয়েদারকোট অ্যান্টিডার্ট লং লাইফ-এ আছে ন্যানো অ্যাডিটিভস্।
যা আপনার দেয়ালে কোনো প্রকার ধুলোবালি ও ময়লা বসতে দেয় না।
ফলে বাড়ির বাইরের দেয়াল থাকে নতুনের মত - বছরের পর বছর।
এবার ঝেড়ে ফেলুন Dust এর চিন্তা।

/bergerbd

TOLL-FREE রঙ সংক্রান্ত যেকোন সমাধানে
08000-123456

Unitrend_BGR_039/16

Rooppur, Country's Largest and the First Nuclear Power Plant
Proud to be a part of a new era in progress
SHAH CEMENT
Rooppur project work in progress using Shah Cement
* Creative visualization
Born to Build
SHAH CEMENT

Size : W 7″ x H 9.5″

With best complement from

Murshed Anwar (Arif)
Proprietor
Adoria Services.

Flat # A4, House # 32, Road # 10 Sector # 6, Uttara, Dhaka-1230

KANAK CONSTRUCTION CO.

- Dredging
- Road Construction
- Building Construction & Development
- Interiors Work
- Infrastructure Development Work
- Goods Supplier & Importer

Kanak Construction Co.
Kanak Paribahan Ltd.
Kanak Trading Corporation.
Kanak Corporation Ltd.

Head Office:
7'th Floor, Shadharan Bima Sadan
24-25, Dilkusha, Matijheel, Dhaka.
Tel: +88 02 47118000
Fax: +88 02 47116353
E-mail: kanakconos@gmail.com

Kanak Paribahan Ltd.

Ticket Booking:
+8801997014014,
+8801997014004

Dhaka-Khulna-Dhaka
Dhaka-Kuakata-Dhaka
Dhaka-Benapole-Dhaka
Shariatpur-Benapole-Shariatpur

SUMMIT
Empowering Bangladesh

BUREAU VERITAS
Certification

Empowering Bangladesh
We can and We will

1,423 MW in 15 Operating Power Plants

335 MW Summit Megnaghat Power Company Limited,
341 MW Summit Bibyana Power Limited
115 MW Khulna Power Company Unit II Ltd,
110 MW Khulna Power Company Ltd,
110 MW Summit Barisal Power Limited,102 MW Narayanganj Power Plant
55 MW Summit Narayanganj power Unit II Limited
44 MW at Savar, 40 MW at Khan Jahan Ali Power Company Ltd
36 MW at Narsingdi, , 33 MW each at Maona, Rupganj and Jangalia
25 MW at Chandina and 11 MW at Ullapara, Sirajgonj.

Many more to come...

SUMMIT
Empowering Bangladesh

Summit Power Limited

The Only International & National Awards Winning
digenous Power Generation Company In Bangladesh

With best
complement from

OnMobile Bangladesh Private Limited

Mohammad Zahirul Pavel
Sr. Executive-Finance

Baliaaree (4th floor), plot#30, Road#130, South Avenue,
Gulshan-1, Dhaka-1212, Mob:- +88 01755647924

MATADOR
Ballpen

Enter into the
world of Flawless
writing with our **Ballpens**

Matador

Manufactured by : MATADOR Ballpen Industries Ltd.
Corporate Office : 102, Azimpur Road, Dhaka-1205, Phone : 9677782, 58612674, Web : www.matador.com.bd

FOOTING SOLUTION & ENGINEERING
Soil Machine, pile load test, pile integrity test & Structural Engineering Consultant.

AREA DIGITAL SURVEY
Area, Column Grid line, Pile layout & Hydro Survey

House # 1238, Ali Mansion, Jakir Hossain by Lane, East Nasirabad, Chittagong.
Mobile: 01862-874753, 01817-268070. E-mail: footingsolution15@gmail.com,

With best complement from

NORTHERN FASHION LTD.

Factory : Plot #16-18, Dakhin Panishail, EPZ- Kaliakoir Road (P.O # 1349 BKSP) Zirani, Kashimpur , Gazipur .

Head Office: Plot # 64, Gausul Azam Avenue, Sector # 13, Uttara, Dhaka 1230

With best complement from

MIR CERAMIC LIMITED

At your home, in your heart.

MIR CERAMIC

ISO 9001 : 2008 Certified

Corporate Office: House No No. 13 Road No. 12 Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Bangladesh

Factory: North Mawna, Sreepur, Gazipur.

premiercement.com

কোটি বাঙ্গালীর স্বপ্নের

পদ্মা সেতু

প্রকল্প বিনির্মাণে

গর্বিত অংশীদার

BSTI ISO BIS

আমরা প্রমাণে বিশ্বাসী

PANNA
GROUP

VOLVO
Battery

অফুরন্ত শক্তি
চলার গতি

- Long life
- High performance
- Competitive price
- Service at door step of customer

PBL Panna Battery Limited | PDL Panna Distribution Ltd. | LubEn Ltd. | Altu Khan Jute Mills Ltd. | prdf | M/S LOKMAN TRADERS

Corporate Office: Nasir Trade Center (Level #06), 89, Bir Uttam C. R. Datta Road, Dhaka-1205. Fax: +88 02 58617821
Tel: +88 02 58613639, 9612089, 58613636, 58615917, Email:info@pannagroupbd.com

Factory: West Rasulpur, Kamrangirchar, Dhaka-1211, Bangladesh. Tel: +88 02 9667365, 9661071, Fax: +88 02 8613201

www.pannagroupbd.com

11 X 8.2

SUPER STAR®
LED
সঠিক লুমেন এর আলো
চোখের জন্য ভালো
উজ্জ্বল আলো
২৭০° লাইট
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী
Hg
UV/IR
Pb
মার্কারীবিহীন
রেডিয়েশনবিহীন
লেডবিহীন
২ বছরের ওয়ারেন্টি*
১০ বছরের স্থায়ীত্ব*
* প্রকৃত লাইট আউটপুট ও স্থায়ীত্ব, ইনপুট এবং ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল
একটি এস এস জি ব্রান্ড
কাস্টমার সার্ভিস
০৯৬১০৭৭৪৭৭৪ | ssgbd.com | /ssgbd

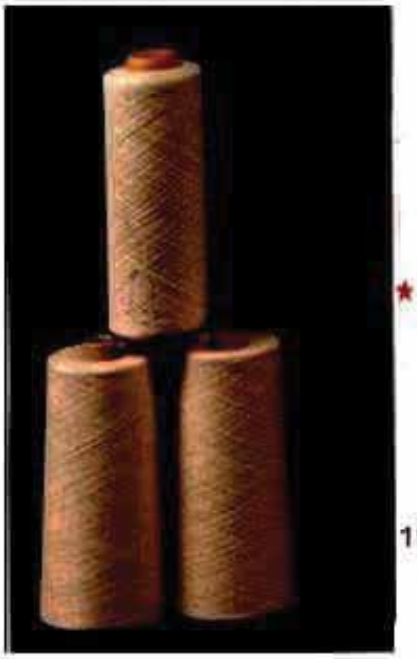

আপনার আস্থায়
বিশ্বস্ততায় সবসময়
Islam Pipe
ISRM
TMT Bar W500+
The pure steel
নিরাপদ, মজবুত নির্মানে
★ I. I. TUBE MILLS LTD.
★ E K SPINNING MILLS LTD.
★ IRFAN S. S. PIPE MILLS LTD.
★ ISHAN STEEL PIPE MILLS LTD.
★ IRFAN ROTOR SPINNING MILLS LTD.
★ HAJEE ISLAM UDDIN STEEL & RE-ROLLING MILLS LTD.
★ HAJEE ISLAM UDDIN SPINNING MILLS LTD
ENTERPRISES OF
HIG
HAJEE ISLAM GROUP
HEAD OFFICE
19/1-B, LARMINI STREET, WARI, DHAKA-1203, BANGLADESH
Tel : 7116007, 7117589, 7113701, 7118422, Fax : 88-02-7110110
E-mail : higroup123@yahoo.com, website : www.hajeeislamgroup.com.bd

শুরুটা ছিলো ১৯৮৪ সালে

এরপর পেরিয়ে গেছে ৩৩টি বছর!
এই পথচলায় আমরা পেরেছি অনেক কিছুই!

- শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত ব্র্যান্ড
  সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
- স্থাপনায় নিরাপদ আগামীর নিশ্চয়তা
  বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
- দেশের প্রথম এন্টি-শক শক্তিসম্পন্ন টিএমটি বার তৈরি
- বছরে ৪০০০০০ মেট্রিক টন উৎপাদনের সক্ষমতা
  দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে অংশীদারিত্ব
- ভূমিকম্পে সর্বোচ্চ সহণশীলতা
  আইএসও সার্টিফিকেট

এই সব অর্জন এসেছে আরএসআরএম-এর একদল নিরলস কর্মীর একনিষ্ঠ শ্রমে। আর এই শ্রমের পেছনের একমাত্র শক্তি আপনাদের আস্থা ও নির্ভরতা!

RSRM X POWER TMT
THINK TOMORROW

RSRM
STEEL FOR THE NATION
Ratanpur Steel Re-Rolling Mills

প্রতি দিনকেই বিশেষ দিন করতে ঢাকার বসুন্ধরায় ৩০০ ফিট রাস্তার পাশে তৈরি হচ্ছে মেহেদী ফুড কোর্ট।

Food

Gym

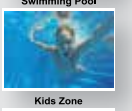
Swimming Pool

Kids Zone

Gaming Zone

A perfect destination for food & fun !!!

MEHEDI FOOD COURT

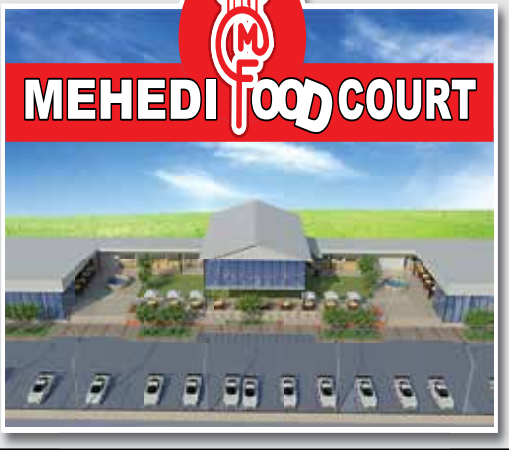

RONGDHANU GROUP

স্বল্প সংখ্যক দোকান আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ভাড়া চলছে

FOOD SHOP FOR RENT

01939 915740
01939 915741
01939 915742
01939 915743
01939 915745
01968 337755
01968 337766

Rongdhanu Group

House # 12/ D &12 /E, Block # A, Main Avenue, Bashundhara R/A, Dhaka-1229, Bangladesh.
Tel : +88- 02- 8419645, +88- 02- 8419653, www.rongdhanugroup.com

Rongdhanu Business Point

Rongdhanu Business Point redefines the conventional concept of stand-alone integrated work space with modern amenities **Rongdhanu Business Point** is the first commercial project and going to be a new era of working environment and futuristic commercial space at Bashundhara.

Key Features at a glance:

- Total Land: 10.05 Katha
- Double Basement Parking Area
- Sufficient Power Back Up
- 24 Hours Security Surveillance
- High Speed Lift
- Adequate Firefighting Equipments

Floor Area 5318 Sft

Commercial Space FOR SALE

01939 915740
01939 915741
01939 915742
01939 915743
01939 915745
01968 337755
01968 337766

24 HOURS ELECTRICITY

MODERN FIRE/ SMOKE DETECTION

HIGH SPEED ELEVATORS

24 HOURS SECURITY

RONGDHANU GROUP

রংধনু গ্রুপের
সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ

RONGDHANU BUILDERS

Rongdhanu
Agro & Beverage Ltd.

Rongdhanu CNG
Refuelling Station Ltd.

Mehedi Mart

JS Jewellers

Rongdhanu Rasul
Come Hungry! Leave Happy!!

Rain Rose
Beautification Lounge

Fit
FITNESS
Health Club

Promex Edible Oil Industries Ltd.

Promex Milk Industries Ltd.

আমরা আপনার পরিবারেরই একজন

আপনার চাওয়া-পাওয়া পরিবারের চেয়ে ভালো আর কে বোঝে! পরিবার যেমন ভালো-মন্দে ছায়া হয়ে পাশে থাকে, তেমনি আন্তরিক সেবা নিয়ে আপনার পাশে থাকতে আমরা নিয়ে এলাম নিবেদিত ব্যাংকিং সেবা ESTEEM.™ পরিবারের একজন হিসেবে আমাদের আন্তরিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে যাবে আপনার দ্বারপ্রান্তে।

ESTEEM™ সেবাসমূহ

- ব্যাংকিং সেবাসমূহ এখন আপনার দোরগোড়ায়
- আপনার ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সার্বক্ষণিক আমাদের একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত
- বিনামূল্যে জীবন বীমা সুবিধা
- ভ্রমণ সহায়তা সেবা: এয়ারপোর্টে যাতায়াত ও প্রটোকল সুবিধাসহ বিদেশ ভ্রমণকে আরো স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করতে বিবিধ সুবিধা
- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের সুবিধা
- প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় সেবাসমূহে সহায়তা
- ফ্রি মাস্টারকার্ড ওয়ার্ল্ড ক্রেডিট কার্ড সুবিধা
- ফ্রি ভেহিকেল ট্র্যাকিং সলিউশন
- পাঁচ তারকা হোটেলে ফ্রি ডাইনিং-এর সুবিধা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: ০১৭০৮৪৮১০৭১, ০১৭০৮৪৮১০৭২

Southeast Bank
a bank with vision

*শর্ত প্রযোজ্য

NOVOAIR
truly yours...
NOVOAIR
DESTINATIONS WE FLY
KOLKATA
COX'S BAZAR
CHITTAGONG
SYLHET
JESSORE
SAIDPUR
Connect with us
flynovoair
NOVOAIR HELPLINE
13603
flynovoair.com